(জুযউল কিরাআত)

ইমামের পিছনে পঠনীয় সর্বোত্তম কিরাআত

মূল : মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)

ভাষান্তর : খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান

(জুযউল কিরাআত)

ইমামের পিছনে পঠনীয় সর্বোত্তম বাক্য

মূল ঃ
মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)

ভাষান্তর ঃ
খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ইমাম বুখারী (রাযিঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুহাদ্দিস কুল শিরোমনি ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর রাত্রিতে উজবেকস্তানের বুখারা শহরে জন্মলাভ করেন।

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। মাতার তত্ত্বাবধানেই তিনি লেখাপড়া করেন। মহল্লার মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সাথে সাথে মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ কণ্ঠস্থ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, তাঁর সহপাঠিগণ যা দিনের পর দিন খাতায় লিখে যেতেন তিনি আদৌ তা না লিখেও দীর্ঘ সনদসহ কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। এমনকি সহপাঠিরা তাঁর কাছে হাদীস ও হাদীসের সনদগুলি শুনে তাঁদের নিজ নিজ খাতায় ভুল শুদ্ধ করতেন। ২১০ হিজরীতে তিনি তাঁর মা এবং ভাইদের সাথে একত্রে হাজ্জ করতে যান। হাজ্জ সমাপন করে মা এবং ভাইগণ তো দেশে ফিরে আসলেন, কিন্তু হাদীস শিক্ষার উদ্দেশে তিনি সেখানে থেকে গেলেন। অতঃপর হিজায, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি ইসলামী জ্ঞানপীঠে ঘুরে ঘুরে সে যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাগণের নিকট তিনি হাদীসের জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হাদীস শাস্ত্রে পূর্ণ বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন।

মাত্র আঠার বৎসর বয়সে তিনি গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হন। এ সময় তিনি সহাবী ও তাবেয়ীগণের মাহাত্ম্য ও তাঁদের বাণীসমূহের সংকলন করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের নিকট বসেই "কিতাবুত তারীখ" (ইতিহাস গ্রন্থ) প্রণয়ণের কাজ শুরু করেন। রাত্রিবেলা চন্দ্রের আলোতে বসে তিনি পুস্তক প্রণয়নের কাজ করতেন। তাঁর এ গ্রন্থখানি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন যে, এ গ্রন্থে উল্লেখিত প্রত্যেকটি ব্যক্তির নামের সহিত এক একটি দীর্ঘ কাহিনী আমার জানা আছে, যা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি সমস্ত পরিহার করেছি।

ইমাম বুখারী প্রায় একহাজার উস্তাদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাদের থেকে হাদীস শুনেন।

বুখারীর ব্যাখ্যাকারক শাইখ শিহাবুদ্দীন আহমদ আল-আস্‌কালানীর মতে ইমাম বুখারী ছয় লক্ষের মত হাদীস সংগ্রহ করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি হাদীস গ্রন্থ রচনায় হাত দেননি। সহীহুল বুখারী রচনার প্রেরণা তিনি ইমাম ইস্‌হাক ইবনু রাহ্‌ওয়ার কাছ থেকে পান।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ "একদিন ইমাম ইসহাক ইবনু রাহ্‌ওয়ার মজলিসে বসে ছিলেন। ইমাম বললেন ঃ তোমরা কেউ যদি হাদীসের

এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে যাতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলোই সন্নিবেশিত হত, তাহলে কতই না ভাল হতো।"

ইমাম ইসহাকের একথা মজলিসের সবাই শুনলেন– কারো সাহস হল না এ কাজে অগ্রসর হবার। কিন্তু ইমাম বুখারীর মনে এ কথা গভীরভাবে দাগ কেটে বসল। সেদিন থেকেই তিনি এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য মনস্থির করলেন। এ কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি মাদীনাহ্‌কেই পছন্দ করলেন এবং মসজিদে নববীতে বসে তিনি সহীহ হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করলেন।

ছয় লক্ষ হাদীস হতে ছাঁটাই বাছাই করে তিনি একটি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ রচনা করলেন এবং তাঁর নাম দিলেন "আল-জামিউস্ সহীহু আল-মুসনাদু আল-মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ মিন সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহী" যা সংক্ষেপে সহীহ বুখারী নামেই খ্যাত। এ কিতাবখানি তিনি সুদীর্ঘ ষোল বৎসর বসে লিখেন। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি গোসল করে দু' রাক'আত নফল সলাত আদায় করতেন।

এ কিতাবখানি তাঁর জীবদ্দশাতেই এত প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ইমাম তিরমিযীসহ প্রায় একলক্ষ ছাত্র এটা তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন। এ কিতাবের শতাধিক শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখিত হয়েছে। বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এটা অনূদিত হয়েছে।

খাইরুল কালামে ফিল কিরাআতে খালফাল ইমাম বা ইমামের পিছনে পঠিত সর্বোত্তম বাক্য। এ হাদীস গ্রন্থটি তিনি সূরা ফাতিহাকেই উদ্দেশ্য করে সংকলন করেছেন। কারণ আল্লাহর নাবীর হাদীসকে পরিহার করে একদল আলেম তখনও সলাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ত্যাগ করতেন। এবং সলাতে রাফউল ইয়াদাঈন করতেন না। তাই তিনি রসূলের হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ দু'টি বিষয়েই এক একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় এ কিতাব দু'টি অনূদিত হয়নি। তাই আমরা প্রথম কিতাব দুটি অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছি। 'জুযউল কিরাআত' কিতাবটিতে ইমাম বুখারী একটি ভূমিকা ও ছয়টি অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন। যাতে ফাত্ওয়া, আসারে সহাবাসহ ৩০০টি হাদীস একই বিষয়ের উপর সংকলন করেছেন।

হাদীস শাস্ত্রের এ মহাপণ্ডিত ২৫৬ হিজরীতে ৬২ বছর বয়সে ঈদুল ফিতরের রাত্রিতে ইন্তিকাল করেন। বুখারা ও সমরকন্দের মধ্যবর্তী 'খরতঙ্গ' নামক গ্রামে তিনি সমাহিত হন। বর্তমানে এ গ্রামটি কারিয়া খাজা সাহেব নামে অভিহিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইলমে নববীর এ শ্রেষ্ঠ সেবকের মর্যাদা আরও উচ্চ করুন এবং আমাদেরকেও তাঁর মত সুন্নাতে নববীর অনুকরণের ক্ষমতা দিন– আমীন ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্ত যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে হিদায়াতের বাণী আল-কুরআন দান করেছেন এবং এমন একটি সূরা দান করেছেন, যা হচ্ছে কুরআনের মা। যেটা পড়া ব্যতীত সলাতই হয় না। সে সূরাটি হলো সূরা ফাতিহা। যে সূরা সম্পর্কে ইমাম বুখারী একটি স্বতন্ত্র হাদীস গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটা অনুবাদের ক্ষমতা যে মহান সত্ত্বা আমাকে দান করেছেন তাঁর জন্য সীমাহীন প্রশংসা। এবং অগণিত দরূদ ও সালাম তাঁর রসূলের প্রতি যাঁর মাধ্যমে তিনি দীন পরিপূর্ণ করেছেন। যাঁর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ।

অতঃপর যে সূরাটি সম্পর্কে কিতাবটি অনুবাদ করলাম তাঁর সম্পর্কে নিজ ভাষায় কিছু না বলে বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভাষাতেই বলি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ﴾

"(হে নাবী) আমি আপনাকে দান করেছি বার বার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন দান করেছি।"(সূরা আল-হিজর ৮৭)

সাবয়ু-মাসানী বার বার পঠিত সাত আয়াত সম্বলিত সূরা কোন্‌টি সে সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেন ঃ

عن ابى سعيدبن المعلى قال قال رسول الله ﷺ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمُّ الْقُرْاٰنِ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

আবূ সাঈদ বিন মুয়াল্লা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল-হাম্‌দুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। সূরা ফাতিহাই হলো সাবয়ু-মাসানী– বার বার পঠিত সাত আয়াত। অন্য বর্ণনায় আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উম্মুল কুরআন– (কুরআনের মা) সূরা ফাতিহাই হলো সাবয়ু-মাসানী বার-বার পঠিত সাত আয়াত। (বুখারী ২য় খণ্ড ৬৮৩ পৃষ্ঠা, তাফসীর ইবনু কাসীর ২য় খণ্ড ৭৩৫ পৃষ্ঠা)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের মা ব্যতীত সালাত হবে না। সেখানে কুরআনের সাধারণ কিরাআতের সাথে কুরআনের মাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। (وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا) [এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা শুন এবং চুপ থাকো]। অত্র আয়াতটির হুকুম হলো কুরআন সম্পর্কে কুরআনের মা সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ কুরআন পাঠ করার সময় শুনতে হবে ও চুপ থাকতে হবে কুরআন পাঠ করা যাবে না।

এক ভাষার লিখিত একটি কিতাবকে অন্যভাষায় অনুবাদ করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এরপরও আমি এক ইলমের ইয়াতিম, ভাষান্তরে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারও দৃষ্টিতে ভুল প্রমাণিত হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে এই অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরও সুন্দর করার ক্ষমতা কামনা করছি– আমীন ॥

বিনীত
খলীলুর রহমান মাদারীপুরী
পিতা ঃ ফযলুর রহমান সরদার
সাং- রামনগর, পোঃ শেহ্‌লাপট্টি
থানা- কালকিনি, জেলা- মাদারীপুরী

সূচীপত্র

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

المقدمة

١- حدثنا محمود قال محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخارى قال : حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمر وعن إسحق بن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن أبى رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه : اِذَا لَمْ يَجْهَرْ الاِمَامُ فِي الصَّلٰوتِ فَاقْرَأْ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً اُخْرٰى فِي الْاَوَّلِيْنَ مِن الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْاٰخِرِيْنَ مِن الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَفِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَفِي الْاخريين من العشاء .

১। মাহ্মূদ .... 'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। ইমাম যখন উচ্চৈঃস্বরে সলাত আদায় করে না তখন তুমি যুহর ও 'আসরের প্রথম দু' রাক'আতে উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) এবং অন্য একটি সূরা পাঠ কর আর যুহর ও 'আসরের শেষ দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ কর। মাগরিবের শেষ রাক'আতে এবং এশার শেষ দু' রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ কর।

٢- حدثنا محمود قال حدثنا البخارى انبأنا سفيان قال حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة الصامت ان رسول الله ﷺ قال : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

২। মাহ্মূদ ... 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত হয় না।

٣- حدثنا محمود قال حدثنا البخارى حدثنا اسحق قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال : حدثنا ابي عن صالح عن الزهري ان محمود بن الربيع وكان مج رسول الله ﷺ في وجهه من بئر لهم اخبره ان عبادة بن الصامت أخبره ان رسول الله ﷺ قال : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৩। মাহ্মূদ .... যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণিত। মাহ্মূদ বিন রবী' (রাযিঃ) একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কুপ থেকে পানি নিয়ে তাঁর (রাযিঃ) মুখে কুলি করেছিলেন। (মাহ্মূদ বিন রবী'কে) 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে না তার সলাত হয় না।

٤- انبأنا الملاحمي قال : انا الهيثم بن كليب قال : حدثنا العباس بن محمد الداوري قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الذى مج رسول الله ﷺ في وجهه من بئر لهم اخبره ان عبادة بن الصامت اخبره ان رسول الله ﷺ قال : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ .

(قَالَ الْبُخَارِىُّ) وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِيْ قَوْلِهِ فَصَاعِدًا مَعَ اَنَهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلِهِ فَصَاعِدًا غَيْرَ مَعْرُوْف ما أردته حَرْفًا اَوْ اَكْثر مِنْ ذٰلِكَ؟ إِلَّا ان يَّكُوْنَ كَقَوْلِهِ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِيْ دِيْنَارٍ وَفِيْ اَكْثَرِ وَفِيْ اَكْثَرِ مِنْ دِيْنَارٍ .

(قال البخاري) ويقال ان عبد الرحمن بن اسحق تابع معمرا وان عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولاتعلم ان هذا من صحيح حديثه ام لا .

৪। আল-মালাহিমী .... ইবনু শিহাব যুহ্রী (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মাহ্মূদ বিন রবী' (রাযিঃ) তাঁর মুখে একবার রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কুপ হতে পানি নিয়ে কুলি করেছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি যুহ্রীকে সংবাদ দিয়েছেন। তাঁকে (মাহ্মূদ বিন রবী'কে) 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) সংবাদ দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে না তার সলাত হয় না।

ইমাম বুখারী বলেন, মা'মার বলেছেন, তিনি যুহরী হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সলাতে উম্মুল কিতাব অতঃপর আরও বেশী পাঠ করে না তার সলাত হয় না।

অধিকাংশ সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারীগণ فصاعدا (অতিরিক্ত) কথার ব্যাপারে ফাতিহাতুল কিতাব প্রমাণিত হওয়ার সাথে মা'মারের অনুসরণ করেননি। আর فصاعدا কথাটি অপরিচিত, فصاعدا কে একবার বা একবারের অধিক ফাতিহাতুল কিতাবের ব্যাপারে পাওয়া যায় কি?

কিন্তু فصاعدا কে একথার মধ্যে পাওয়া যায় যে,

(لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وفي اكثر من دينار)

[এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগের অধিক চুরি করা ব্যতীত হাত কর্তন করা যাবে না। শুধু এক দিনার এবং দিনারের অধিক হলে হাত কর্তন করা যাবে।]

ইমাম বুখারী বলেন ঃ বলা হয় যে, 'আবদুর রহমান বিন ইসহাক মা'মারের অনুসরণ করেছেন। আর 'আবদুর রহমান কখনও কখনও যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মা'মার এবং যুহুরী ব্যতীত অন্যদের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। হাদীসটি সহীহ্ হওয়া না হওয়ার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

٥-حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة الصامت قال قال النبى ﷺ لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৫। মাহমুদ 'উবাদাহ্ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে ফাতিহাতুল কিতাব সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার সলাত হয় না।

٦- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ لاصلاة لمن لم

يقرأبأم القران وسألته عن رجل نسي القراءة قال : أرٰى يَعُوْدُ لِصَلَاتِهِ وَإِنْ ذُكِرَ ذَالِكَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَّلَا أرٰى اِلَّا أنْ يَّعُوْدَ لِصَلَاتِهِ .

৬। মাহ্মূদ .... 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করে না, তার সলাত হয় না।

মাহ্মূদ বলেন ঃ আমি 'উবাদাহ বিন সামিতকে জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি কিরাআত এর কথা ভুলে যায় তার হুকুম কী হবে? তিনি বললেন ঃ আমার অভিমত হলো– সে তার সলাত পুনরায় পড়বে। আর যদি কিরাআতের কথা দ্বিতীয় রাক'আতে স্মরণ হয় তবুও তার সলাত পুনরায় পড়বে।

٧- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي ابن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي ﷺ امر فنادي : أنْ لَّا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا زَادَ .

৭। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ফাতিহাতুল কিতাব এবং আরও কিছু অতিরিক্ত ব্যতীত সলাত হয় না।

٨- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : يَجْزِيْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ .

৮। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সলাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা যথেষ্ট। আর যদি অতিরিক্ত কিরাআত পাঠ করা হয় তাহলে তা অধিক উত্তম।

٩- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمدبن اسحق قال حدثنا يحي ابن عمار عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول

الله ﷺ يقول : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا فَهِيَ خِدَاجٌ (قَالَ الْبُخَارِيُّ) وَزَادَ يَزِيْدُ بْنُ هرُوْنَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৯। মাহ্মূদ .... মা 'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ঐ সমস্ত সলাত যাতে (সূরা ফাতিহা) পাঠ করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ ইয়াযীদ বিন হারূন উপরের হাদীসে সূরা ফাতিহাকে বৃদ্ধি করেছেন।

١٠ -حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى بن اسمعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي ﷺ قال كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ مُخْدَجَةٌ .

১০। মাহ্মূদ ..... 'আম্র বিন শু'আয়ব (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ঐ সমস্ত সলাত যাতে উম্মুল কিতাব তথা সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না– তা অসম্পূর্ণ।

١١ -حدثنا محمود قال: البخاري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال مَنْ صَلَّى وَلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّيْ اَكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ فقال ابو هريرة يا ابن الفارسي اقرأبها في نفسك سمعت النبي ﷺ يقول: قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال النبي ﷺ : اقْرَأْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰه رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ يَقُوْلُ اللّٰه أثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿ مَالك يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ هٰذَا لِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنَ﴾ يقول الله فهذه الاية بيني وبين عبدي نصفين واذا قال العبد ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ الى اخر السورة يقول فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل»
(١) الايات من سورة الفاتحة .

১১। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল এবং তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না উক্ত সলাত ক্রটিপূর্ণ। তিনি এ কথা তিন বার বললেন, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ। রাবী বলেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে বললাম হে আবূ হুরাইরাহ আমি তো ইমামের পিছনে থাকি।

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বললেন ঃ হে ইবনু ফারেসী! তুমি উম্মুল কুরআনকে মনে মনে পড়। আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি– মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি সলাতকে আমার এবং বান্দার মধ্যে দু'ভাগ করেছি। অর্ধেক আমার জন্য ও অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য তা-ই যা সে চায়।

নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা পড়ো বান্দা যখন বলে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾। আল্লাহ তখন বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।

বান্দা যখন বলে ঃ ﴿اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ আল্লাহ তখন বলেন ঃ বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে।

বান্দা যখন বলে ঃ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ আল্লাহ তখন বলেন ঃ বান্দা আমার সম্মান প্রদর্শন করেছে এটা আমার জন্যই। বান্দা যখন বলে ঃ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ আল্লাহ তখন বলেন ঃ এ আয়াতটি অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। যখন বান্দা বলে ঃ ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ সূরার শেষ পর্যন্ত। আল্লাহ তখন বলেন ঃ এগুলো হলো আমার বান্দার জন্য এবং বান্দার জন্য আরও যা বান্দা চায়।'

١٢. حدثنا محمود حدثنا البخاري قال حدثنا ابو الوليد هشام عن قتادة عن ابي نضرة عن أبي سعيد رضى اللّٰهُ عنه قال : أَمَرَنَا نَبِيِّنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

১২। মাহ্‌মূদ .... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের নাবী ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করি এবং যা কিছু সহজ হয়। (অর্থাৎ, কুরআন থেকে যা সহজ হয় তাও যেন আমরা পাঠ করি।)

١٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن قيس وعمارة بن ميمون وحبيب بن الشهيدعن عطاء عن ابى هريرة رضى ﷺ عنه قال : فِيْ كُلِّ صَلَاةِ يَقْرَأَ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ .

১৩। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক সলাতে কিরাআত পাঠ করতে হবে। অতঃপর যা কিছু নাবী ﷺ আমাদেরকে শুনিয়েছেন আমরা তোমাদেরকে তা শুনিয়ে দিয়েছি এবং তিনি আমাদের উপর কিরাআত যা গোপন করে পড়েছেন, আমরাও তা তোমাদের উপর গোপন করে পড়ছি।

١٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخارى قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعى قال حدثنا حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأَ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ .

১৪। মাহ্‌মূদ .... আমর বিন শুয়াইব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক সলাত যাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা হয় না ঐ সলাত ক্রটিযুক্ত বা অসম্পূর্ণ।

١٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخارى قال حدينا موسى قال حدثنا داود بن أبى الفرات عن ابراهيم الصائغ عن عطاء عن ابى هريرة رضى الله عنه : فِيْ كُلِّ صَلَاة قِرَاءَةٌ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا أَعْلَنَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَحْنُ نُعْلِنُهُ وَمَا أَسَرَّ فَنَحْنُ نُسِرُّهُ .

১৫। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। প্রত্যেক সলাতে কিরাআত রয়েছে। যদিও তা ফাতিহাতুল কিতাব সূরা ফাতিহা হয়। অতঃপর (কিরাআত হতে) নাবী ﷺ আমাদের জন্য যা কিছু প্রকাশ করে পড়েছেন আমরাও তা প্রকাশ করব এবং তিনি যা কিছু গোপন করে পড়েছেন আমরাও তা গোপন করব।

١٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخارى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بشربن السري قال حدثنا معاوية عن ابي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمى قال سمعت ابا الدرداء رضى الله عنه يقول سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفِىْ كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَجَبَتْ هٰذِهِ .

১৬। মাহ্মূদ .... কাসীর বিন মুর্রা আল-হাযরামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবুদ দারদা (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রত্যেক সলাতে কি কিরাআত আছে? রসূল ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ প্রত্যেক সলাতে কিরাআত রয়েছে। অতঃপর আনসারদের এক ব্যক্তি বললেন ঃ এ কিরাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।

١٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخارى قال حدثنا على قال حدثنا قال حدثنا معاوية قال حدثنا ابو الزاهرية قال حدثنا كثيربن مرة يزيد سمع أبا الدرداء وَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ أَفِىَ كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ «نَعَمْ» .

১৭। মাহ্মূদ .... কাসীর বিন মুররা হতে বর্ণিত। তিনি আবূ দারদা (রাযিঃ) হতে শুনেছেন ঃ নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো প্রত্যেক সলাতে কি কিরাআত আছে? নাবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রত্যেক সলাতে কিরাআত আছে।

(باب وجوب القراءة للامام والأموم وأدنى مايجزي من القراءة)

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্তাদির জন্য কিরাআত ওয়াজিব এবং কিরাআত পাঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ।

١٨. (قال البخاري) قال الله عزوجل ﴿فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (قال) ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا ﴾ (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) هٰذِه فِيْ الْمَكْتُوْبَةِ وَالْخُطْبَةِ وَقَالَ اَبُوْا دَّارْدَاء سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَفِيْ كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ قَالَ : «نَعَمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَجَبَتْ .

১৮। (বুখারী (রহঃ) বলেছেন) মহান সম্মানিত আল্লাহ বলেন ঃ

"কুরআন হতে যা সহজ তা তোমরা পড়।" (সূরা মুযযাম্মিল ২০)

"(তিনি বলেছেন) ফজরে কুরআন পাঠ কর। নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠ উপস্থিতির সময়।" (সূরা বানী ইসরাঈল ৭৮)

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা কান লাগিয়ে শুন এবং তোমরা নিশ্চুপ থাক।" (সূরা আ'রাফ ২০৪)

ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ এ আয়াত ফরজ সলাত ও খুৎবার ব্যাপারে। আবুদ দারদা (রাযিঃ) বলেন– এক ব্যক্তি রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছেন প্রত্যেক সলাতেই কি কিরাআত? তিনি বললেন ঃ (হ্যাঁ) আনছারী এক ব্যক্তি বললেন কিরাআত ওয়াজিব হয়ে গেল।

١٩. (قال البخاري) وتواتر الخبرعن رسول الله ﷺ «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ» (وقال بعض الناس) يجيزيه اية اية في الركعتين الأولين بالفارسية ولايقرأ فى الأخرين (وقال ابوقتادة) كان النبى ﷺ يقرأ فى الأربع (وقال بعضهم) إن لم يقرأ في الأربع جازت صلاته وهذا خلاف قول النبى ﷺ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১৯। বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ হতে মুতাওয়াতির* সূত্রে বর্ণিত হয়েছে উম্মুল কুরআনের কিরাআত ব্যতীত সলাত হবে না।

কতিপয় (হানাফী) লোক বলেছে– ফারসী ভাষায় প্রথম দু' রাক'আতে এক আয়াত এক আয়াত করে পড়লেও সলাত যথেষ্ট হবে এবং শেষ দু' রাক'আতে পড়তে হবে না।

* মুতাওয়াতির ঃ যে সব হাদীসের সানাদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তারা সকলে একযোগে কোন মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। আর এ সংখ্যাধিক্যতা যদি সর্বস্তরে থাকে তবে তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে।

[আবূ ক্বাতাদাহ (রাযিঃ) বলেছেন] নাবী ﷺ চার রাক'আতেই কিরাআত করতেন। তাঁদের কেউ কেউ (হানাফীদের) বলেছেন ঃ যদি চার রাক'আতে পাঠ না করে তবুও সলাত যথেষ্ট হবে। আর এটা নাবী (সঃ)-এর এ হাদীসটির বিপরীত "উম্মুল কিতাব ছাড়া সলাত হবে না"।

٢٠. فان احتج وقال : قال النبى ﷺ لَا صَلَاةَ وَلَمْ يَقُلْ لَا يَجْزِئْ قيل له إن الخبر اذا جاء عن البنى ﷺ فحكمه على اسمه وعلى الجملة حتي يجي بيانه عن النبى ﷺ قال جابربن عبد الله : لَا يَجْزِيْهِ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ .

২০। তারা (মুকাল্লিদগণ) যদি যুক্তি পেশ করে বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ (لاصلاة) সলাত হবে না। তিনি বলেন নাই (لايجزي) যথেষ্ট হবে না।

তাদেরকে জওয়াব দেয়া হয় যে, খবর যখন নাবী ﷺ থেকে আসে, তখন তার হুকুম তার নামের উপর এবং সমুদয় লোকের উপর বুঝাবে। এমনকি তার ব্যাখ্যা নাবী ﷺ থেকে আসবে। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ لَا يَجْزِيْهِ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ উম্মুল কুরআন ব্যতীত সলাত হবে না।

٢١. فان احتج فقال اذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته فى الركعة كذلك تجزيه فى الركعات قيل له انما اجاز زيدبن ثابت وابن عمر والذين لم يروا القرءة خلف الامام فأما من رأى القراءة فقد قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَا يَجْزِيْهِ حَتّٰى يُدْرِكَ الْاِمَامُ قَائِمًا ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا لَا يَرْكَعُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَقْرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وان كان ذلك اجماعا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة مع انه لاإجماع فيه . واحتج بعض هؤلاء فقال : لايقرأ خلف الامام لقول الله تعالى ﴿ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا ﴾ فقيل له فيثني على الله والامام يقرأ قال نعم قيل له فلم جعلتَ عليه الثناء والثناء عندك تطوع تتم الصلاة بغيره والقراءة فى الأصل واجبة أسقطت الواجب بحال الامام لقول الله تعالى ﴿ فَاسْتَمِعُوْا ﴾ وأمرته ان لايستمع عند الثناء، ولم تسقط عنه الثناء وجعلت الفريضة أهون حالا من التطوع وزعمت انه اذا جاء والإمام في

الفجر فإنه يصلى ركعتين لايستمع ولاينصت لقراءة الامام وهذا خلاف ما قاله النبى ﷺ . قال : «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ».

২১। তারা (মুকাল্লিদগণ) যুক্তি পেশ করে বলে রুকূ' পাওয়া গেলে (সালাত) আদায় হয়ে যাবে অর্থাৎ ফাতিহা পড়া লাগবে না অতঃপর যেরূপভাবে এক রাক'আত যথেষ্ট হলো তেমনিভাবে সকল রাক'আতই যথেষ্ট হবে। তাদেরকে বলা হবে, যায়দ বিন সাবিত, ইবনু 'উমার প্রমুখ যাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার অভিমত পোষণ করেননি তারা জায়েয বলেছেন। অতঃপর যাঁরা কিরাআতের পক্ষে রায় দিয়েছেন, যেমন আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় না পাওয়া পর্যন্ত সলাত জায়িয হবে না।

আবূ সা'ঈদ খুদরী ও 'আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ উম্মুল কুরআন না পড়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ যেন রুকূ' না করে। এ ব্যাপারে যদি ইজমা বা ঐকমত্য হয় তাহলে ইজমাটা হবে রুকূ'র জন্য স্বতন্ত্র ব্যাপার। তবে এ কথা সত্য এ ব্যাপারে কোন ঐকমত্য নেই। তাদের অনেকে যুক্তি পেশ করে বলে, ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া যাবে না, কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা কান লাগিয়ে কুরআন শুন ও চুপ থাক। তাদেরকে যদি বলা হয় ইমামের কিরাআত পড়া অবস্থায় আল্লাহর প্রতি সানা পড়া হয়। তারা বলবে, হ্যাঁ পড়া হয়। তখন তাদেরকে (হানাফী) বলা হবে, তাহলে কেন তোমরা মুক্তাদির প্রতি সানা পাঠ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক করে দিয়েছ? অথচ সানা পাঠ করা তোমাদের নিকট নফল। আর সানা ছাড়া তো সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ কিরাআততো ওয়াজিব। তোমরা আল্লাহর এ কথা (তোমরা শুন) এর উপর ভিত্তি করে ইমামের পিছে (জামা'আতে) কিরাআতকে ছেড়ে দিচ্ছ। আর মুক্তাদিকে সানা পড়ার সময় মুক্তাদিকে কিরাআত না শুনার নির্দেশ দিচ্ছ। এমনকি তোমরা ইমামের পাঠ করা অবস্থায়ও সানা পড়া বর্জন করছ না। আর তোমরা ফরযকে নফলের চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করছ।

আর তোমরা তো ধারণা কর যে, ইমাম ফজরের সলাতের অবস্থায় কেউ আসলে সে দু' রাক'আত (সুন্নাত) পড়ে নিবে। সে ইমামের কিরাআত শুনতে পারবে না এবং চুপও থাকতে পারবে না। অথচ এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বিপরীত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সলাতের ইক্বামাত দেয়া হয় তখন ফরয সলাত ব্যতীত কোন সলাত নেই।

٢٢. فقال ان النبي ﷺ قال : « مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ » فقيل له هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله(١) وانقطاعه. رواهابن شداد عن النبى ﷺ .

২২। তারা এটাও বলে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। তাদেরকে উত্তর দেয়া হবে, এ হাদীসটি হিজায তথা মাক্কাহ, মাদীনাহ, ইরাক ও অন্যান্য স্থানের মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রমাণিত হয়নি। কারণ উক্ত হাদীস মুরসাল[১] এবং মুনকাতে'[২]। ইবনু সাদ্দাদ হাদীসটি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٣. (قال البخارى) وروى الحسن بن صالح عن جابرعن أبى الزبيرعن النبى الله، ولايدرى اسمع جابر من أبى الزبير وذكر عن عبادة بن الصامت وعبدا/ بن عمرو، صلى النبى ﷺ صلاة الفجر فقرأ رجل خلفه فقال : « لَا يَقْرَأَنَّ اَحَدُ كُمْ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ إِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ ». فلوثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول لقوله « لَا يَقْرَأَنَّ إِلَّا بِاُمِّ الْكِتَابِ » وقوله : « مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فِقَرَاءَةُ الْاِمَمِ لَهُ قِرَاءَةٌ ». وقوله « اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ » مستثنى من الجملة كقول النبي ﷺ «جُعِلَتِ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا » ثم قال فى أحاديث آخر :« اِلَّا الْمَقْبُرَة » وما استشناه من الأرض والمستثنى خارج من الجملة وكذلك فاتحة الكتاب خارج من قوله « مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ » مع انقطاعه. وقيل له : اتفق أهل العلم وانتم أنه لايحتمل الإمام فرضاعن القوم ثم قلتم القرأة فريضة ويحتمل الإمام هذا الفرض عن القوم فيما جهرالإمام او لم يجهر

১। মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্যে তাবেঈর পর বর্ণনা কারীর নাম বাদ পড়ে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

২। মুনকাতে' ঃ যে হাদীসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি মাঝখানের কোন একস্তরে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতে হাদীস বলে।

ولا يحتمل الإمام شيئامن السنن نحو الثناء والتسبيح والتحميد فجعلتم الفرض أهون من التطوع والقياس عندك أن لايقاس الفرض بالتطوع وإلا يجعل الفرض أهون من التطوع وان يقاس الفرض او الفرع بالفرض اذا كان من نحوه، فلوقست القراءة بالركوع والسجود والتشهد اذا كانت هذه كلها فرضا ثم اختلفوا فى فرض منها كان أولى عند من يرى القياس أن يقيسوا الفرض أو الفرع بالفرض .

২৩। (ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ) হাসান বিন সালেহ .... ‘উবাদাহ বিন সামিত ও ‘আবদুল্লাহ বিন ‘আম্‌র থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাত পড়ালেন। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পাঠ করল।

নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন ইমামের কিরাআত পাঠ করা অবস্থায় উম্মুল কুরআন ব্যতীত কিরাআত পাঠ না করে।

যদি উভয় হাদীসই সাব্যস্ত হয় তাহলে এটা প্রথমটি হতে মুসতাসনা বা (স্বতন্ত্র) হবে। কেননা নাবী ﷺ-এর হাদীস (لا يقرأن إلا بأم القران) [উম্মুল কুরআন ব্যতীত অবশ্যই যেন কিরাআত না পড়ে] এবং (مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ جملة) [যার ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত] হাদীস দু’টিকে (لَا يَقْرَاَنَّ اِلَّا بِاُمِّ القران) [কিন্তু উম্মুল কুরআন ব্যতীত] হাদীস দ্বারা মুসতাসনা বা স্বতন্ত্র করা হয়েছে।

যেমন নাবী ﷺ-এর কথা (جُعِلَتْ لِىْ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا) সমস্ত পৃথিবীকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর নাবী ﷺ অনেক হাদীসে বলেছেন (اِلَّا الْمَقْبُرَةَ) [কবরস্থান ব্যতীত] সমস্ত পৃথিবী থেকে ক্ববরকে মুস্‌তাস্‌না বা স্বতন্ত্র করা হয়েছে। আর মুসতাসনা বাক্য থেকে স্বতন্ত্র।

তেমনি ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ সম্পর্কিত হাদীসটি (مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ) [যার ইমাম রয়েছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত] হাদীসটি থেকে স্বতন্ত্র। যদিও এটি মুনকাতে‘ হাদীস।

তাদেরকে (আহ্নাফদেরকে) বলা হবে, আহলে ইলম বা মুহাদ্দিসগণ ও তোমরা তো একমত হয়েছ যে, ইমাম মুসল্লীদের ফরযের ভার গ্রহণ করতে পারেনা। অতঃপর তোমরা বলেছ, কিরাআত হলো ফরয এবং ইমাম মুসল্লীদের হতে এ ফরযের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে পারে। যদিও তা জেহরী উচ্চৈস্বঃরে কিরাআত হোক অথবা অনুচ্চস্বঃরে কিরাআত। আর ইমাম সুন্নাত থেকে কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারেনা। যেমন সানা, তসবীহ্, তাহ্মীদ। সুতরাং তোমরা ফার্যকে নফল হতে হালকা করেছ।

কিয়াসইতো তোমাদের মূল ব্যাপার। এক্ষেত্রে ফারয্কে নফলের সাথে কিয়াস করা হয়নি, বরং ফারযে্র গুরুত্বকে নফল হতে অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা তখনই হবে যখন ফারয্কে কিয়াস করা হয় অথবা শাখাকে কিয়াস করা হয় ফারযে্র সাথে।

যেমন কিরাআতকে রুকূ'র সাথে, সাজদাহ্র সাথে, তাশাহুদের সাথে কিয়াস করা, কেননা এগুলো সবই ফারয্। অতঃপর এ ফরয সম্পর্কেও তোমরা মতভেদ করেছ। যারা কিয়াস করে তাদের নিকট উত্তম হল ফারয্কে অথবা ফারা (শাখা)-কে ফারযে্র সাথে কিয়াস করবে।

٢٤ - (وقال أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما) قال رسول الله ﷺ : «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» .

২৪। আবূ হুরাইরাহ ও 'আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন– রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি সলাত পড়ল কিন্তু তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না তা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিযুক্ত।

٢٥ - (وقال عمر بن الخطاب) اِقْرَأْ خَلْفَ الْاِمَامِ قُلْتُ وَإِنْ قَرَأْتَ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ قَرَأْتُ - وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة رضي الله تعالى عنهم ويذكر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي ﷺ نحو ذلك .

২৫। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেছেন ঃ ইমামের পিছনে পড়। (রাবী বলেন) আমি বললাম যদি আপনি পাঠ করেন, তিনি বললেন– হ্যাঁ যদিও আমি পাঠ করি।

এমনিভাবে উবাই ইবনু কা'ব, হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান, 'উবাদাহ (রাযিঃ), 'আলী বিন আবূ ত্বলিব, 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) এবং অনেক সংখ্যক সহাবা থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٢٦- وقال القاسم بن محمد : كَانَ رِجَالُ اَئِمَّةِ يَقْرَؤُوْنَ خَلْفَ الْامَامِ .

২৬। ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আয়িম্মাগণ ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করতেন।

٢٧ - وَقَالَ اَبُوْ مَرْيَمَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْامَامِ .

২৭। আবূ মারইয়াম বলেছেন ঃ আমি ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করতে শুনেছি।

٢٨ - وقال ابو وائل عن ابن مسعود انصت للإمام .

২৮। আবূ ওয়ায়িল ইবনু মাস'উদ (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ ইমামের জন্য চুপ থাকো।

٢٩ - وقال ابن المبارك دل ان هذا في الجهر وانما يقرأ خلف الإمام فيما سكت الإمام .

২৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেছেন ঃ এ 'আমালটি জাহরী সলাতের সাথে সম্পৃক্ত। নিশ্চয় ইমামের পিছনে তিনি সাকতার* সময় পাঠ করতেন।

٣٠ - وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران ومالا احصى من التابعين واهل العلم انه يقرأ خلف الإمام وإن جهر . وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام .

৩০। হাসান বাস্‌রী, সা'ঈদ বিন জুবাইর্‌, মায়মুন বিন মিহ্‌রান এবং অসংখ্য তাবিয়ী যাদের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব এবং আহলে ইল্‌ম তথা মুহাদ্দিসগণ সবাই বলেছেন ঃ ইমামের পিছনে পড়তে হবে যদিও জাহরী সালাত হয়। 'আয়িশাহ (রাযিঃ) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

---

* সাক্‌তা ঃ চুপ থাকাকে সাক্‌তা বলা হয়।

٣١ - (وَقَالَ خِلَالٌ) حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ الْمُغِيْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ الْاُوْلٰى وَالعَصْرِ فَقَالَ : كَانَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ فَقُلْتُ اَيٌّ ذٰلِكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ فَقَالَ اَنْ تَقْرَأَ .

৩১। খিলাল বলেছেন ঃ আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন হান্‌যালাহ বিন আবূ মুগীরাহ্। তিনি বলেন ঃ আমি হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করেছি প্রথম (ওয়াক্ত) অর্থাৎ যুহর এবং আসর সলাতে ইমামের পিছনে কিরাআত সম্পর্কে। তিনি বলেছেন ঃ সাঈদ বিন যুবায়র ইমামের পিছনে পড়তেন।

অতঃপর আমি বললাম এ ব্যাপারে কোন্‌টি আপনার নিকট প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পড়াটাই আমার নিকট প্রিয়।

٣٢ - (وقال مجاهد) اِذَا لَمْ يُقْرَأْ خَلْفَ الْاِمَامِ اَعَادَ الصَّلَاةَ وكذلك قال عبد الله بن الزبير وقيل له احتجاجك بقول الله تعالى « اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا » أرأيت اذا لم يجهر الإمام يقرأ من خلفه؟ فإن قال لا بطل دعواه لأن الله تعالى قال « فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا » وإنما يستمع لما يجهر مع انا نستعمل قول الله تعالى « فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ » نقول يقرأ خلف الإمام عند السكتات .

৩২। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুজাহিদ বলেছেন ঃ যখন ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া হবে না, তখন সলাত পুনরায় পড়তে হবে। এমনিভাবে আবদুল্লাহ বিন যুবাইরও বলেছেন।

যদি কেউ তোমাকে যুক্তি পেশ করে বলে, মহান আল্লাহর বাণী ঃ "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন শোন ও চুপ থাকো"। তখন বলা হবে, যদি ইমাম প্রকাশ্যে বা উচ্চৈঃস্বরে পড়ে না, তখন যে তার পিছনে পড়ে তার ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? যদি সে বলে তার দাবী বাতিল নয়, কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমরা শোন ও চুপ থাকো।" সে শোনে যা উচ্চৈস্বঃরে পাঠ করা হয়। তাহলে আমরাও তো 'আমাল করি আল্লাহ্‌র এ বাণী (فَاسْتَمِعُوْا) [তোমরা শুন]। আমরা বলব, সাকতাসমূহের সময় ইমামের পিছনে পড়া হবে।

٣٣ - (قال سمرة رضي الله عنه) كان للنبي ﷺ سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته .

৩৩। সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিঃ) বলেছেন ঃ নাবী ﷺ দু'টি সাকতা করেছেন। যখন তাকবীর বলতেন তখন একটি সাকতা করতেন এবং যখন কিরাআত থেকে অবসর নিতেন তখন একটি সাকতা করতেন।

٣٤ - (وقال ابن خيثم) قلت لسعيد بن جبير اقرأ خلف الإمام قال نعم وإن كنت تسمع قراءته فإنهم قد احدثوا ما لم يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم احدهم الناس كبر ثم انصت حتى يظن ان من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصتوا .

৩৪। ইবনু খাইসাম বলেছেন ঃ আমি সাইদ বিন যুবায়রকে বললাম ইমামের পিছনে পড়ব কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যদিও তুমি ইমামের কিরাআত শুনতে পাও। কেননা তাঁরা (যুক্তি পেশকারীরা) কতগুলো কথা তৈরী করেছে যা সালাফগণ করেননি। নিশ্চয়ই সালাফগণ যখন লোকদের ইমামত করতেন তাকবীর বলতেন। অতঃপর চুপ থাকতেন, যতক্ষণ সে ধারণা না করত যে মুক্তাদীরা ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করেছেন। অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন এবং তাঁরা (মুক্তাগণ) চুপ থাকতেন।

٣٥ - (وقال ابو هريرة رضي الله عنه) : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقْرَأَ سَكَتَ سَكْتَةً .

৩৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ নাবী ﷺ যখন কিরাআত পাঠ করার ইচ্ছা করতেন তখন একটি সাক্‌তা করতেন।

٣٦ - وكان ابو سلمة بن عبد الرحمن وميمون بن مهران وغيرهم وسعيد بن جبير يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون نعبد لقول النبي ﷺ « لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » فتكون قراءته فإذا قرأ الإمام أنصت حتى يكون متبعا لقول الله تعالى ﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ﴾ وقوله ﴿وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴾ وَإِذَا تَرَكَ الْاِمَامُ شَيْئًا مِّنَ الصَّلَاةِ فَحَقٌّ عَلٰى مَنْ خَلْفَهُ اَنْ يَّتِمُّوْا قَالَ عَلْقَمَةُ إِنْ لَمْ يَتِمُّ الْاِمَامُ اَتْمَمْنَا .

৩৬। আবূ সালামাহ বিন 'আবদুর রহমান, মায়মূন বিন মিহরান, এছাড়া আরো অনেকে এবং সাঈদ বিন জুবাইর, তাঁরা ইমামের ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ এর নূনের পর সাকতার সময় কিরাআত পড়ার অভিমত পোষণ করতেন। এজন্য যে নাবী ﷺ-এর কথা ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত সলাত হবে না। এ সময় তার (মুক্তাদীর) কিরাআত পাঠ হয়ে যেত। যখন ইমাম কিরাআত পাঠ করতেন তখন তিনি (মুক্তাদী) চুপ থাকতেন। এর ফলে আল্লাহ্র নির্দেশের অনুসরণ হয়। কেননা তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করে"– (সূরা আন-নিসা ৮০)। তিনি আরো বলেছেন ঃ "যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার নিকট হুদা (সরল পথ) প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দিব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান"– (সূরা আন-নিসা ১১৫)।

ইমাম যখন সলাতের কোন কিছু ছেড়ে দিবে, তখন মুক্তাদীর কর্তব্য হলো, তা পূর্ণ করে নেয়া। আলকামা বলেছেন ঃ যদি ইমাম পূর্ণ করে না নিত, আমরা পূর্ণ করে নিতাম।

٣٧ – (وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال) اقرأ بالحمد يوم الجمعة (وقال الاخرون من هؤلاء) يجزيه ان يقرأ بالفارسية ويجزيه ان يقرأ باية ينقض اخرهم على أولهم بغير كتاب ولا سنة ، وقيل له من أباح لك الثناء والإمام يقرأ بخبر او بقياس وحظر على غيرك الفرض وهو القراءة، ولا خبر عندك ولا اتفاق لأن عدة من اهل المدينة لم يروا الثناء للإمام ولا لغيره ويكبرون ثم يقرؤون فتحير عندهم فهم في ربهم يترددون مع ان هذا صنعه في اشياء من الفرض وجعل الواجب اهون من التطوع زعمت انه إذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر او العصر او

العشاء يجزيه واذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزه قلت وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب اجزاه وإذا لم يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزه وكأنه مولع ان يجمع بين ما فرق رسول الله ﷺ او يفرق بين ما جمع رسول الله ﷺ .

৩৭। হাসান বাসরী, সা'ঈদ বিন জুবাইর এবং হামীদ বিন হিলাল বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন আলহামদু সহকারে পড়। এদের অন্য এক দল বলেছেন ঃ ফারসী ভাষায় কিরাআত পাঠ করলে যথেষ্ট হবে এবং এক আয়াত পড়াও জায়িয। কুরআন ও সুন্নাতের দলীল ব্যতীতই তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের বিপরীত করেছেন। তাদেরকে (হানাফীদেরকে) বলা হবে, খবর কিংবা কিয়াস দ্বারা কে তোমাদেরকে ইমামের কিরাআত পড়া অবস্থায় সানা পড়া বৈধ করেছে? তুমি পড়তে পারলে অথচ অন্যের উপর ফারয্ তথা কিরাআত পড়া নিষেধ হয়ে গেল। অথচ তোমার নিকট এ ব্যাপারে কোন দলীল নেই এবং কোন ঐকমত্যও নেই। কেননা অনেক মাদীনাহ্বাসী ইমামও অন্যের সানা পড়ারও মতপোষণ করেন নি। তাঁরা তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করতেন। অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন। তাঁদের (মাদীনাহ্বাসীদের) উদ্বেগের কারণ হচ্ছে যে, তারা (হানাফীরা) ফারয্সমূহে সানা পড়া সত্ত্বেও তাদের প্রভুর ব্যাপারে সন্দিহান। তারা ওয়াজিবকে নফল হতে তুচ্ছ করে দিয়েছে। তারা ধারণা করে যুহর, 'আসর ও 'ইশার দু' রাক'আতে না পাঠ করলেও সলাত জায়িয হবে। কিন্তু চার রাক'আত বিশিষ্ট নফলের এক রাক'আতে পাঠ না করলে মোটেই জায়িয হবে না এবং মাগরিবের এক রাক'আতে পাঠ না করলে যথেষ্ট হবে কিন্তু বিতরের এক রাক'আতে পাঠ না করলে যথেষ্ট হবে না। যেন তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্থক্য করা বিষয়কে একত্রিত করে দিয়েছে অথবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একত্রিত করা বিষয়কে পার্থক্য করে দিয়েছে।

৩৮ - (وقال البخاري) وروى علي بن صالح عن الأصبهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلي عن أبيه رضي الله عنه من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار ولا يدري أنه سمعه من أبيه ام لا وأبوه من على ولا يحتج أهل الحديث بمثله وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه أدل وأصح .

৩৮। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ 'আলী বিন সালিহ্ বর্ণনা করেন, তিনি আছবাহানী থেকে, তিনি মুখতার বিন 'আবদুল্লাহ বিন আবূ লায়লা থেকে, তিনি তার পিতা হতে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করে সে স্বভাবগতভাবে ভুল করল। এটা সহীহ্ নয়। কেননা, মুখতারকে চিনা যায়নি অর্থাৎ সে অপরিচিত। এটাও জানা যায়নি যে, সে তার পিতা থেকে শুনেছে কিনা এবং তার পিতা 'আলী থেকে শুনেছেন কিনা। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ এটা দ্বারা অনুরূপ দলীল গ্রহণ করেননি। যুহরীর হাদীস, যা তিনি 'আবদুল্লাহ বিন আবূ রাফি' থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, সেটা অধিক প্রমাণিত ও অধিক সহীহ।

٣٩ - وروى داود بن قيس عن ابن نجاد رجل من ولد سعد عن سعد وددت ان الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة وهذا مرسل وابن نجاد لم يعرف ولا سمى وَلَا يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَّقُوْلَ فِي الْقَارِئِ خَلْفَ الْاِمَامِ جَمْرَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ .

৩৯। দাউদ বিন কাইস বর্ণনা করেন ইবনু নাজ্জাদ থেকে, তিনি সাদ এর সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সা'দ থেকে, সাদ বলেন ঃ যে ইমামের পিছনে পাঠ করে তার মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রবেশ করানোকে আমি পছন্দ করি।

এটা মুরসাল ইবনু নাজজাদ অপরিচিত। তার কোন নাম নেই।

কারও জন্য বৈধ নয় যে, সে বলে ইমামের পিছনে পাঠকারী আল্লাহর আযাবের জ্বলন্ত অঙ্গার।

٤٠ - وقال النبي ﷺ : « لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ » ولا ينبغي لأحد ان يتوهم ذلك على سعد مع ارساله وضعفه .

৪০। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (আল্লাহর আযাব দ্বারা তোমরা শাস্তি দিওনা)। তাই কারও জন্য উচিত হবে না এ ব্যাপারে সাদ-এর উপর দোষারোপ করা, যদিও হাদীস মুরসাল ও যঈফ।

٤١ - وروى ابو حباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال في نسخة عبد الله وددت ان الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نتنا وهذا

مرسل لا يحتج به وخالفه ابن عون عن إبراهيم الأسود وقال رضفا وليس هذا من كلام اهل العلم بوجوه أما احدها .

৪১। আবূ হুবাব বর্ণনা করেছেন সালামাহ বিন কুহাইর হতে, তিনি ইবরাহীম হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ্‌র নুসখার মধ্যে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ যে ইমামের পিছনে পাঠ করে, তার মুখ দুর্গন্ধ পচায় পরিপূর্ণ হওয়াকে আমি পছন্দ করি। এটাও মুরসাল, এটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

ইবনু 'আওন তার বিপরীত করেছেন। তিনি ইব্‌রাহীম আল-আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ উত্তপ্ত পাথর। আর এটা আহলে ইলম মুহাদ্দিসগণের কথা নয়। এ পদ্ধতির কোন একটিও নয়।

٤٢ - قال النبي ﷺ : « لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِالنَّارِ وَلَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ » . والوجه الآخر انه لا ينبغي لأحد ان يتمنى ان يملأ أفواه اصحاب النبي ﷺ مثل عمر بن الخطاب وابن أبي كعب وحذيفة ومن ذكرنا رضفا ولا نتنا ولا ترابا . والوجه الثالث إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وأصحابه فليس في الأسود ونحوه حجة .

৪২। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (তোমরা পরস্পরে আল্লাহর লা'নত দ্বারা দোষারোপ কর না এবং আগুন দ্বারা এবং আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না)।

তাছাড়া কারো জন্য এটা আশা করা উচিত নয় যে, সহাবা তথা 'উমার বিন খাত্তাব, ইবনু আবূ কা'ব, হুযাইফাহ প্রমুখের মুখ উক্ত উত্তপ্ত পাথর, দুর্গন্ধময় বস্তু এবং মাটি দ্বারা পূর্ণ হোক। তৃতীয় দিক হলো ঃ যখন নাবী ﷺ ও তাঁর সহাবা থেকে খবর সাব্যস্ত হয় তখন আসওয়াদ এবং অনুরূপ কারো থেকে দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে না।

٤٣ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ لَيْسَ اَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وِيُتْرَكُ اِلَّا النَّبِيُّ ﷺ .

৪৩। ইবনু 'আব্বাস এবং মুজাহিদ বলেছেন ঃ নাবী ﷺ-এর পরে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কথায় গ্রহণ বা বর্জন করা যায়– নাবী ﷺ-এর কথা ব্যতীত।

٤٤ - وقال حماد وددت ان الذي يقرأ خلف الإما م وليئ فوه سكرا .

৪৪। হাম্মাদ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করে, তার মুখ দুর্গন্ধ মদে পরিপূর্ণ হওয়াকে আমি পছন্দ করি।

٤٥ - (قال البخاري) وروى عمرو بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له ولا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله .

৪৫। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ আমর বিন মূছা বিন সাদ হতে বর্ণিত তিনি যায়দ বিন সাবেত থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করে তার কোন সলাত নেই। এর ইসনাদ* সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাদের কেউ কেউ কারো কাছ থেকে শুনেছে। এ ধরনের কোন কিছুই সহীহ্ বা সঠিক নয়।

٤٦ ـ وكان سعيد بن المسيب وعروة والشعبي وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد وأبو مجلز ومكحول ومالك بن عون وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يسبحان خلف الإمام .

৪৬। সাঈদ বিন মুসাইয়িব, 'উরওয়াহ্, শাবী, 'উবাইদুল্লাহ্ বিন 'আবদুল্লাহ্, নাফি' বিন জুবাইর, আবূ মালীহ্, ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুজাল্লিয, মাকহুল, মালেক বিন 'আওন এবং সা'ঈদ বিন আবূ আরুবাহ্ এরা সকলেই কিরাআত পাঠ করার পক্ষে অভিমত পোষণ করতেন। আনাস এবং 'আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াযিদ আল-আনসারী, উভয়ই ইমামের পিছনে তাসবীহ্ পাঠ করতেন।

٤٧ - وَرَوٰي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُوْلٰى جَابِرِيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِقْرَأْ فِيْ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْاِمَامِ وروي سفيان بن حسين وقال ابن الزبير مثله.

---

* হাদীসের সনদ উল্লেখ করাকে ইসনাদ বলে। হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

৪৭। সুফ্‌ইয়ান বিন হুসাইন বর্ণনা করেন যুহরী হতে, তিনি জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম হতে, তিনি বলেন ঃ জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আমাকে বলেছেন ঃ যুহর এবং 'আসরে ইমামের পিছনে পাঠ কর। সুফ্‌ইয়ান বিন হুসাইন বর্ণনা করেন ইবনু জুবাইরও অনুরূপ বলেছেন।

٤٨ - وَقَالَ لَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَبِي الْحَسَنَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَالِيَةِ فَسَاَلْتُ ابْنُ عُمَر بِمَكَّةَ اَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ اِنِّيْ لَاَسْتَحِي مِنْ رَبِّ هٰذِهِ البنية اَنْ اُصَلِّي صَلَاةَ لَا اَقْرَأَ فِيْهَا بِاُمِّ الْكِتَابِ .

৪৮। আমাদেরকে আবূ নাঈম বলেছেন, তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে হাসান বিন আবুল হাস্‌না হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে আবূল আলিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু 'উমারকে মাক্কাহ্‌য় জিজ্ঞেস করেছি সলাতে কিরাআত করব কি? তিনি বলেছেন ঃ আমার প্রভুর নিকট এ স্বভাবের ব্যাপারে অধিক লজ্জা বোধ করি যে, আমি সলাত আদায় করব অথচ তাতে কিরাআত করব না, বিশেষ করে যদি তা উম্মুল কিতাব হয়।

٤٩ - (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ الرَّازِيْ) اَخْبَرْنَا اَبُوْ جَعْفَر عَنْ يَحْيٰى الْبُكَاءِ سُئِلَ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فَقَالَ : مَا كَانُوْا يَرَوْنَ بَاَسَا اَنْ يَّقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ .

৪৯। 'আবদুর রহমান বিন 'আবদুল্লাহ......... ইয়াহইয়া আল বুকা বর্ণনা করেন ঃ ইবনু 'উমারকে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তাঁরা মনে মনে ফাতিহাতুল কিতাব পড়াকে দূষণীয় মনে করতেন না।

٥٠ - (وقال الزهري) عن سالم بن عبد الله بن عمر ينصت للإمام فيها جهر .

৫০। যুহরী সালিম বিন 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণনা করে বলেন ঃ সালেম জেহরী (সলাত) অবস্থায় ইমামের জন্য চুপ থাকতেন।

٥١ - حدثنا محمود حدثنا البخاري قال : وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن جواب التميمي عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَاِنْ قَرَأْتَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَاِنْ قَرَأْتُ .

৫১। মাহ্‌মূদ .... ইয়াযিদ বিন শরীক বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি 'উমার বিন খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করলাম ইমামের পিছনে পড়ব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পড়বে। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি পাঠ করেন (ইমাম অবস্থায়)? তিনি বললেন ঃ যদিও আমি পাঠ করি তবুও পড়তে হবে।

٥٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ الْبَكَّائِيْ عَنْ اَبِيْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِيْ الْمُغِيْرَةَ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ .

৫২। মাহ্‌মূদ .... আবূ মুগীরাহ উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (উবাই বিন কা'ব) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন।

٥٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لِيْ عُبَيْدُ اللّٰه حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِاُبَيِّ بْنَ كَعْبٍ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ نَعَمْ .

৫৩। মাহ্‌মূদ .... আবূ সিনান 'আবদুল্লাহ্ বিন হুযাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উবাই বিন কা'বকে বললাম ইমামের পিছনে পাঠ করব কি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, পাঠ কর।

٥٤ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال : وقال لنا ادم حدثنا شعبة حدثنا سفيان بن حسين سمعت الزهري عن ابن ابي رافع عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ كَانَ يَأْمُرُ وَيَحِبُّ اَنْ يَّقْرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً سُوْرَةً وَفِي الْاٰخِرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৫৪। মাহ্‌মূদ .... 'আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি যহুরে এবং আসরে ইমামের পিছনে ফাতিহাতুল কিতাবও একটি সূরা পড়তে নির্দেশ দিতেন এবং পছন্দ করতেন আর শেষ দু' রাক'আতে শুধু ফাতিহাতুল কিতাব পড়তে নির্দেশ দিতেন ও পছন্দ করতেন।

٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَقَالَ لَنَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْشَنَاءِ عَنْ اَبِيْ مَرْيَمَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ .

৫৫। মাহ্‌মূদ ...... আবূ মারইয়াম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু মাস'উদকে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করতে শুনেছি।

٥٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ حُذَيْفَةُ يَقْرَأُ .

৫৬। মাহ্‌মূদ .... সুফ্ইয়ান হতে বর্ণিত। হুযায়ফা বলেন ঃ তিনি ইমামের পিছনে পাঠ করতেন।

٥٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَقَالَ لَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَمْزَةَ الْمَازِنِيْ حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ قَالَ : سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَا فَقَالَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৫৭। মাহ্‌মূদ .... আবূ নায্‌রা হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ খুদরীকে ইমামের পিছনে পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন ঃ ফাতিহাতুল কিতাব পড়তে হবে।

٥٨ - (وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اِذَا نُسِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لَا تَعُدْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ .

৫৮। ইবনু ইলাইয়া বলেন ঃ লাইস মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, যখন ফাতিহাতুল কিতাব পড়তে ভুলে যাবে তখন ঐ রাক'আত পুনরায় পড়বে না।

٥٩ - حدثنا محمود قال البخاري قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد ابن هرون قال حدثنا زياد وهو الجصاص قال حدثنا الحسن قال

حدثني عمران ابن حصين قال : لَا تُزَكُّوْ صَلَاةَ مُسْلِمٍ الَّا بِطَهُوْرٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَرَاءَ الْامَامِ وَانْ كَانَ وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ وَثَلَاث .

৫৯। মাহ্মূদ .... "ইমরান বিন হুসাইন হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ পবিত্রতা ব্যতীত ইমামের পিছনে কোন মুসলিমের সলাত, রুকূ', সাজদাহ্ বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি সে একা হয়, তাহলে ফাতিহাতুল কিতাব এবং দু' কিংবা তিন আয়াত ব্যতীত সলাত বিশুদ্ধ হবে না।

٦٠ – حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ : وَقَالَ لَنَا ابْنُ سَيَفُ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ مُجَاهِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقْرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ .

৬০। মাহ্মূদ .... মুজাহিদ হতে বর্ণিত। আমি 'আবদুল্লাহ্ বিন আমরকে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করতে শুনেছি।

٦١ – (وقال حجاج) حدثنا حماد عن يحيى بن أبي اسحق عن عمر ابن أبي سجيم البهزي عن عبد الله بن مغفل انه كان يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الأوليي بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب .

৬১। হাজ্জাজ বলেছেন.......... 'আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। তিনি যুহর ও 'আসরে ইমামের পিছনে প্রথম দু' রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব এবং দু'টি সূরা পাঠ করতেন। শেষের দু' রাক'আতে শুধু ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করতেন।

٦٢ – حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هرون حدثنا محمد بن اسحق عن يحي بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَنْ صَلَّاةَ لَمْ يَقْرَأَ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ » .

৬২। মাহ্‌মূদ .... 'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না, তার ঐ সলাত ত্রুটিপূর্ণ (অসম্পূর্ণ) অতঃপর অসম্পূর্ণ।

٦٣ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا النضر قال حدثنا عكرمة قال حدثني عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ : «تَقْرَؤُوْنَ خَلْفِيْ ؟» قَالُوْا : نَعَمْ إِنَّا لَنَهُذُّ هٰذَا قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ» .

৬৩। মাহমুদ........... আমর বিন শু'আইব হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি আমার পিছনে কিরাআত পাঠ কর? সহাবাগণ বললেন ঃ হ্যাঁ, আমরা খুব তাড়াহুড়া করে পাঠ করে থাকি, অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা উম্মুল কুরআন পাঠ করা ব্যতীত কিছুই কর না।

٦٤ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً جَهَرَ فِيْهَا فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ .

৬৪। মাহ্‌মূদ .... 'উবাদাহ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ সলাত আদায় করালেন, তাতে তিনি কিরাআত জোরে পাঠ করলেন। আর তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পাঠ করল।

অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন ইমাম কিরাআত করা অবস্থায় উম্মুল কুরআন ব্যতীত অন্য কোন কিরাআত না করে।

٦٥ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن حزام بن حكيم ومكحول عن ربيعة الأنصاري عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، وَكَانَ عَلٰى إِيْلِيَاءِ فَاَبْطَأَ عُبَدَةَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَاَقَامَ اَبُوْا نُعِيْمَ الصَّلَاةَ وَكَانَ اَوَّلُ مَنْ اَذَّنَ

بِبَيْتِ الْمَقْدَسِ فَجِئْتُ مَعَ عُبَادَةَ حَتّٰى صَفَّ النَّاسُ ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ عُبَادَةُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتّٰى فَهِمْتُهَا مِنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ ، صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِيْ يَجْهَرُ فِيْهَا بِالْقُرْآنِ فَقَالَ : «لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا الْقُرْآنِ» .

৬৫। মাহ্‌মূদ .... 'উবাদাহ্ বিন সামিত হতে বর্ণিত। তিনি তখন ইলইয়া নামক স্থানে ছিলেন।

'উবাদাহ্ ফজরের সলাতে যেতে বিলম্ব করেন। আবূ নাঈম সলাত পড়াতে দাঁড়ালেন। তিনি বাইতুল মুক্বাদাসে প্রথম আযান দিয়েছিলেন। (রাবী রবীয়া আল-আনসারী বলেন) আমি 'উবাদাহ্ বিন সামিত এর সাথে গেলাম, এমন কি লোকেরা কাতারবন্দী হলো। আবূ নাঈম উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ছিলেন। 'উবাদাহ্ উম্মুল কুরআন পড়তে ছিলেন আমি তা বুঝতে পারছিলাম। যখন সালাম ফিরালেন, তখন আমি তাঁকে বললাম আপনাকে আমি উম্মুল কুরআন পাঠ করতে শুনলাম, তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আমি উম্মুল কুরআন পাঠ করেছি।

আমাদেরকে নাবী ﷺ কোন সলাত পড়ালেন যে সলাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন (ইমামের) উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ অবস্থায় উম্মুল কুরআন ব্যতীত কোন কিরাআত না করে।

٦٦ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عتبة بن سعيد عن إسمعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ لأصحابه : «تَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ إِذَا كُنْتُمْ مَعِيْ فِي الصَّلَاةِ؟» قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهُذُّ هٰذَا قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» .

৬৬। মাহ্‌মূদ .... 'উবাদাহ্ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ তাঁর সহাবাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা যখন আমার সাথে

সলাতে থাকো, তখন কি তোমরা কুরআন পাঠ করে থাকো? সহাবাগণ বললেন ঃ হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমরা তা তাড়াহুড়া করে পড়ে থাকি, নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ করা ব্যতীত কিছুই পড়ো না।

٦٧ - حدثنا البخاري قال حدثنا عبدان قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عمن شهد ذلك قال : صلى النبي ﷺ فما قضى صلاته قال : «اَتَقْرَؤُوْنَ وَالْاِمَامُ يَقْرَاُ» قَالُوْا إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا إِلَّا اَنْ يَّقْرَاَ اَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهٖ» .

৬৭। ইমাম বুখারী হাদীস বর্ণনা করেন .... মুহাম্মাদ বিন আবূ 'আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। যিনি ঐ ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ সলাত পড়ালেন, যখন তাঁর সলাত পূর্ণ করলেন তখন বললেন ঃ তোমরা কি ইমাম কিরাআত করা অবস্থায় কিছু পাঠ করে থাকো? সহাবাগণ (রাযিঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ আমরা করে থাকি। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের কেউ ফাতিহাতুল কিতাব মনে মনে পড়া ব্যতীত অন্য কিছু করবে না।

٦٨ - حدثنا محمود قال :: حدثنا البخاري قال حدثنا يحي بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى رضي الله عنه قال : دَعَانِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : «اِنَّمَا الصَّلَاةَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلِذِكْرِ اللّٰهِ وَلِحَاجَةِ الْمَرْءِ اِلٰى رَبِّهٖ فَاِذَا كنت فيها فليكن ذلك شأنك» .

৬৮। মাহ্‌মূদ .... মু'আবিয়াহ বিন হাকাম আস-সালামী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে নাবী ﷺ ডেকে বললেন ঃ সলাত হলো কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য এবং মানুষের প্রয়োজন তার প্রভুর নিকট পেশ করার জন্য। তুমি যখন সলাত অবস্থায় থাকবে তখন ওটাই হবে তোমার কাজ।

٦٩ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا ابان قال حدثنا يحى بن هلال بن ابي ميمون حدثه ان عطاء بن يسار حدثه ان معاوية بن الحكم حدثه قال صليت مع النبي ﷺ فقال : «انَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يُصْلِحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيْرُ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّحْمِيْدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» اَوَ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৬৯। মাহ্মূদ .... 'আত্বা বিন ইয়াসার হাদীস বর্ণনা করেন মু'আবিয়াহ বিন হাকাম হতে, তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছি, তিনি বলেছেন ঃ সলাতের মধ্যে মানুষের কথা সলাতকে বিশুদ্ধ করবে না বরং সলাত হলো তাকবীর, তাসবীহ, তাহ্মীদ এবং কুরআন পাঠ। অথবা নাবী ﷺ যেরূপ বলেছেন।

٧٠ - حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن الحجاج الصواف قال : حدثنا يحى بن هلال عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثْكَلَ أُمَّاهُ مَا شَأْنِيْ ؟ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بَاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ يَصْمُتُوْنِيْ فَلَمَّا صَلّٰى بِاَبِيْ وَاُمِّيْ مَا ضَرَبَنِيْ وَلَا كَهَرَنِيْ وَلَا سَبَّنِيْ فَقَالَ : «انَّ الصَّلَاةَ لَا يَحِلُّ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» . وكما قال : قلت : أنا حديث عهد بجاهلية ومنا قوم يأتون الكهان قال : «فلا تأتوها» قلت : ويتطيرون قال : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدونهم» ، قلت ويخطون قال : «كان نبي يخط فمن وافق فاذا خطه فذاك» قلت : جارية ترعى غنما لي قبل احد والجوانية اذا طلعت فاذا الذئب قد ذهب بشاة وأنا رجل من بني ادم اسف كما يأسفون صككتها صكة ، فعظم على النبي ﷺ فقلت ألا أعتقها؟ فقال «اءتني بها» فجئت بها فقال : «اين الله؟» قالت في

السماء، قال : «من أنا؟» قالت انت رسول الله ، قال «أعتقها فإنها مؤمنة» .

৭০। মাহ্‌মূদ .... মু'আবিয়াহ বিন হাকাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নাবী ﷺ-এর সাথে সালাত পড়েছি। এক ব্যক্তি হাঁচি দিল আর আমি বললাম (يَرْحَمُكَ اللّٰه) [আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন]। আর লোকেরা তাঁদের চোখ দ্বারা আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমি বললামঃ তার মা, সন্তান হারা হোক! আমার কী হয়েছে?

অতঃপর তাঁরা তাঁদের হাত দ্বারা তাঁদের রানের উপর মারতে লাগল। আর আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, তাঁরা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে। অতঃপর যখন তিনি (নাবী ﷺ) আমার পিতা ও মাতার সাথে সলাত পড়ালেন, আমাকে তিনি প্রহার করলেন না। আমার প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপও করলেন না আমাকে গালিও দিলেন না। তিনি (নাবী ﷺ) বললেনঃ নিশ্চয় সলাত এমন ইবাদত, যার মধ্যে লোকদের কোন কথা বার্তা বৈধ নয়। সালাত হলো তাসবীহ ,তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। অথবা তিনি যেমন বলেছেন। আমি বললামঃ আমি জাহিলী যুগের নিকটবর্তী ছিলাম অর্থাৎ নব মুসলিম ছিলাম। আর আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরা আছে, যারা গণকের নিকট যায়। নাবী ﷺ বললেনঃ (তোমরা গণকের নিকট যেও না)

আমি বললামঃ তাঁরা পাখী উড়ায় (ভাল-মন্দ নিরীক্ষণের জন্য)। তিনি বললেনঃ এটা এমন বিষয় যা তারা তাদের অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিয়েছে। ফলে তা থেকে বিরত থাকে না। আমি বললামঃ এবং তারা রেখা বা দাগ টানে। তিনি বললেনঃ নাবীরাও রেখা টানতেন যার রেখা তাঁদের রেখার অনুযায়ী হবে, তবে তার দাগ টানা ওটার মতই হলো। আমি বললামঃ একটি দাসী উহুদ ও জায়ানিয়ার পার্শ্বে আমার বকরী চরাত। হঠাৎ করে বাঘ এসে একটি বকরী নিয়ে চলে গেল। আর আমি বানী আদমের একজন আফসোসকারী ব্যক্তি। যেমন তারা আফসুস করে। আমি তাকে (দাসীকে) একটি চড় মারলাম। এটা নাবী ﷺ-এর নিকট বড় অপরাধ বলে গণ্য হলো। অতঃপর আমি বললামঃ তবে কি আমি তাকে আযাদ করে দিব? তিনি বললেনঃ তাকে নিয়ে আস। আমি তাকে নিয়ে আসলাম। নাবী ﷺ দাসীকে বললেনঃ আল্লাহ কোথায়? সে বলল আসমানে। নাবী ﷺ বললেনঃ আমি কে? সে বলল আপনি আল্লাহর রসূল। নাবী ﷺ বললেনঃ তাকে আযাদ করে দাও। কেননা, সে মু'মিনাহ।

٧١ - حدثنا محمود حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «اَيُّمَا صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ» قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَنِي فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ قَالَ حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي اَوْ اَثْنٰي عَلَيَّ عَبْدِي . (قال سفيان انا أشك) وإذا قال ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ قال فوض إليّ عبدي وإذا قال ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ﴾ قال فهذه بيني وبين عبدي فاذا قال ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ قَالَ : هٰذِهِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» . قال سفيان ذهبت الى المدينة سنة سبع وعشرين فكان هذا الحديث من اهم الاحاديث إلى فرحا بأنه الحسن بن عمارة عن العلاء فقدمت مكة في الموسم فجعلت اسأل عنه فأتيت سوق العلف فإذا انا بشيخ يعلف جملا له نوى، فقلت يرحمك الله تعرف العلاء بن عبد الرحمن قال هو أبي وهو مريض ، فلم القه حتى مررت بالمدينة فسألت عنه فقال هو في البيت مريض ، فدخلت عليه فسألته عن هذا الحديث قال علي : أرى العلاء مات سنة ثنتين وثلاثين .

৭১। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে বলেছেন ঃ যে সলাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা হয় না, সেটা অসম্পূর্ণ, সেটা অসম্পূর্ণ, সেটা অসম্পূর্ণ।

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি সলাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। আর বান্দার জন্য হলো তাই যা সে আমার নিকটে চায়। বান্দা যখন বলে ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা

আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল, অথবা আমার বান্দা আমার গুণগান করল। [সুফ্‌ইয়ান বলেন আমি সন্দেহ করছি]। বান্দা যখন বলে ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾। আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার নিকট সবকিছু ন্যস্ত করল। বান্দা যখন বলে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ এটা হলো আমার এবং আমার বান্দার মাঝে সমান সমান। বান্দা যখন বলে ঃ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ ..... وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ এটা হলো আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায় তা তার জন্য।

সুফ্‌ইয়ান বলেন ঃ ২৭ হিজরী সালে আমি মাদীনাহ্‌য় গেলাম। অতঃপর এ হাদীসটি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের হলো। কেননা, হাসান বিন আম্মারা, আলা হতে এ হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর আমি মৌসুমের সময় মক্কায় গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। অতঃপর আমি পশু খাদ্যের বাজারে আসলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি দূরত্বে থেকে তাঁর উটকে খাদ্য খাওয়াচ্ছিলেন। আমি বললাম আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। আলা বিন 'আবদুর রহমানকে চিনেন? তিনি বললেন ঃ তিনি হলেন আমার পিতা, তিনি অসুস্থ। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। এমনকি আমি মাদীনাহ্‌য় আসলাম। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তিনি বাড়ীতে অসুস্থ। আমি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করলাম এবং এ হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। 'আলী বলেছেন ঃ আমার মতে আ'লাআ ৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

٧٢ – حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله ﷺ : «مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فقلت ياأبا هريرة فإني أكون احيانا وراء الامام قال فغمز ذراعي ثم قال : اقرأ بها يافارسي في نفسك فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ

نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ اَقْرَؤُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَهُوَ لَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ .

৭২। মাহ্মূদ .... আলা বিন ‘আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি হিশাম বিন যাহ্রার মাওলা আবূ সায়েব থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না, তা হলো খিদাজ, তা হলো খিদাজ, অসম্পূর্ণ। আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ! আমি তো কখনো ইমামের পিছনে থাকি। রাবী বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) তাঁর দু'বাহুকে প্রকাশিত করলেন। অতঃপর বললেন ঃ হে ফারিসী! উম্মুল কুরআন মনে মনে পাঠ কর, কেননা আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। আল্লাহ বলেন ঃ আমি সলাত-কে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগ করেছি। অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং বান্দা যা চায় তা তার জন্য।”

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা বেশী বেশী পাঠ কর, বান্দা বলে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। বান্দা বলে ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ বান্দা আমার বড়ত্ব প্রকাশ করল। বান্দা যখন বলে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ এ আয়াত আমার এবং বান্দার মধ্যে সমভাগ, আর বান্দা যা চায় তা তাঁর জন্য।

বান্দা যখন বলে ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ ..... وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ এগুলো হলো আমার বান্দার জন্য এবং বান্দা যা চায় তা তার জন্য।

٧٣- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا العباس قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن إسحق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي السائب مولي بني زهرة عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال النبى ﷺ : «مَّ صَلَّى صَلَاةً لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» ثَلَاثًا قُلْتُ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ اَصْنَعُ اذَا كُنْتُ مَعَ الْاِمَامِ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ وَيْلَكَ يَا فَارِسِيْ اقْرَأْبِهَا فِيْ نَفْسِكَ فَانِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «انَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَقْدِيْ وِلِعَيْدِيْ مَا سَاَلَ» ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اِقْرَؤُوْا فَاذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ قال حمدني عبدي واذا قال ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ قال أثنى علي عبدي وإذا قال ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ قال مجدني عبدي وإذا قال ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَهِيَ لَهُ .

৭৩। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কিতাব পাঠ করল না, সেটা খেদাজ, সেটা খেদাজ, অসম্পূর্ণ, তিনবার বললেন।

(রাবী বলেন) আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে বললাম ঃ হে আবূ হুরাইরাহ! যখন ইমামের উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ অবস্থায় থাকি তখন কী করব? তিনি বললেন! হে ফারিসী! তোমার খারাবী হোক। তুমি ফাতিহা মনে মনে পড়। কেননা, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি সলাতকে আমার এবং বান্দার মধ্যে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা যা চায় তা তার জন্য।"

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ তোমরা তা বেশী বেশী পড়। যখন বান্দা বলে ঃ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা

আমার প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা বলেন ঃ ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল।

যখন বান্দা বলে ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করল। যখন বান্দা বলেন ঃ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ..... وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ এগুলো হলো বান্দার জন্য।

٧٤- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن ابي عبيد قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ) غير تمام فقلت ياأبا هريرة اني اكون احيانا وراء الامام فغمز ابو هريرة ذراعي وقال يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ» قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اقْرَؤُوْا : يَقُوْلُ الْعَبْدُ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ وَيَقُوْلُ : ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ فَيَقُوْلُ أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ وَيَقُوْلُ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ وَيَقُوْلُ : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ﴾ هٰذِهِ الْآيَةُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَيَقُوْلُ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَهٰذِهِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ .

৭৪। মাহ্‌মূদ........ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না তা খেদাজ, অসম্পূর্ণ। (রাবী বলেন) আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ! আমি তো কখনও ইমামের পিছনে থাকি। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) তাঁর দু'বাহুকে প্রকাশিত করেন এবং বলেন ঃ হে ইবনু ফারেসী, তুমি ফাতিহা মনে মনে পাঠ কর। কেননা আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমি সলাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি। অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং বান্দা যা চায় তা তার জন্য।"

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ রসূল ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পড়। বান্দা যখন বলে ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল, বান্দা যা চায় তা তার জন্য। বান্দা যখন বলে ঃ ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল। বান্দা যা চায় তা তার জন্য। বান্দা যখন বলে ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করল, বান্দা যখন বলে ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ এ আয়াত আমার এবং আমার বান্দার জন্য সমভাগে। বান্দা যখন বলে ঃ ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ ..... وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ এগুলো হলো আমার বান্দার জন্য এবং বান্দা যা চায় তা তার জন্য।

٧٥-حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الرازق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني العلاء قال اخبرني ابو السائب مولى عبد الله بن هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا

৭৫। মাহ্মূদ হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسمعيل عن العلاء عن أبيه عن النبي ﷺ قال : «مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» .

৭৬। মাহ্মূদ .... 'আলা হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না সেটা খেদাজ, সেটা খেদাজ অসম্পূর্ণ।

٧٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد ابن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن ابي هريرة عن النبي ﷺ نحوه .

৭৭। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে এরূপ হাদীসই বর্ণনা করেন।

٧٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله ﷺ قال «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فقلت لأبي هريرة : إني اكون احيانا وراء الامام فقال اقرأبها يافارسي في نفسك فاني سمعت رسول الله ﷺ يقول : «قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ» ويقرأ عبدي ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ فيقول الله حمدني عبدي فيقول ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ فيقول الله أثنى علي عبدي فيقول ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ فيقول الله مجدني عبدي وهذه الآية بني وبين عبدي ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ...﴾ الى آخر السورة .

৭৮। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না সেটা অসম্পূর্ণ, সেটা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। ঊর্ধ্বতন রাবী বলেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহকে বললাম আমি তো কখনও ইমামের পিছনে থাকি।

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ হে ফারেসী! তখন মনে মনে তা পাঠ কর। কেননা, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ সলাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে সমভাগ করেছি। অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং বান্দা যা চায় তা তার জন্য।

বান্দা যখন পড়ে ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে ঃ ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ আল্লাহ বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করল এবং এ আয়াত আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ...﴾ সূরার শেষ পর্যন্ত।

٧٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفان عن العلاء عن ابيه او عمن سمع ابا هريرة قال النبي ﷺ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي...نحوه .

৭৯। মাহ্‌মূদ .... আলা হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। অথবা যিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে শুনেছেন। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সলাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি.........” শেষ পর্যন্ত অনুরূপ।

٨٠ . حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال عن العلاء عمن حدثه عن ابي هريرة ان النبى ﷺ قال : «اَيُّمَا صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» .

৮০। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন সলাত যাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ।

٨١ . حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم سمع ابن عيينة عن الزهري عن محمود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبى ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .

৮১। মাহ্‌মূদ .... 'উবাদাহ্ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত কোন সলাত হয় না।

٨٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمروبن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عَنْ عِمْرَانَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِاَصْحَابِهِ فَقَالَ : «اَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى» : فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيْهَا» : قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَاَنَّهُ كَرِهَهُ؟ فَقَالَ لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَانَا عَنْهُ .

৮২। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর সহাবীদের নিয়ে যুহরের সলাত পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ কে তোমাদের মধ্যে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল আমি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি অবহিত যে এক ব্যক্তি ওটা দ্বারা আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শু'বাহ বলেছেন ঃ আমি ক্বাতাদাহ্কে বললাম ওটাতে কি তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ যদি তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন, তাহলে তা হতে তিনি আমাদের নিষেধ করতেন।

٨٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن بشربن السري قال : حدثنى معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يٰارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِى كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ «نَعَمْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ : وَجَبَتْ .

৮৩। (মূসা বিন উয়াইন বলেন) আমাকে মা'মার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি যুহরী হতে, তিনি আবূ সালামাহ হতে এককভাবে বর্ণনা করেন।

١٨٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبأنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه وعن إسحق بن عبد الله انهما اخبراه انهما سمعا ابا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ : «فَمَااَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا» .

৮৩। মাহ্মূদ .... আবুদ দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেক সলাতেই কি কিরাআত আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রত্যেক সলাতেই কিরাআত আছে। আনসারীদের এক ব্যক্তি বলল ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে।

٨٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر ابي علي بياع الانماط عن أبي عثمان عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُنَادِيْ : «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ» .

৮৪। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন এ আহ্বান করি ফাতিহাতুল কিতাব কিরাআত পাঠ করা ব্যতীত সলাত হবে না। এরপর অতিরিক্ত যা কিছু।

٨٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن محمد بن عمر عن عبد الملك بن المغيرة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ .

৮৫। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক সলাত যাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করা হয় না, সে সলাত অসম্পূর্ণ।

٨٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسي بن إسمعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله .

৮৬। মাহ্‌মূদ বলেন ঃ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর অনুরূপ কথা।

٨٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الاعمش عن أبي صالح عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : هَلْ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهٗ اَنْ يَّجِدَ عِنْدَهُمْ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامًا سِمَانًا ، قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ :فَثَلَاثُ اٰيَاتٍ يَقْرَأُبِهِنَّ.

৮৭। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পছন্দ করবে কি যখন সে তার পরিবারের নিকট আসবে, তখন সে তাদের নিকট তিনটি মোটা হাড্ডি বিশিষ্ট গর্ভবতী উট পাবে?

আমরা বললাম, হ্যাঁ পছন্দ করব, হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তবে তিন আয়াত তাঁদের সাথে সে পড়বে।

(باب هل يقرأ بأكثر من فاتحة الكتاب خلف الإمام)

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহার অধিক পড়া যাবে কিনা।

٨٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبي اوفي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلًا صَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَرَاَ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «اَيُّكُمُ الْقَادِي بِسَبِّحْ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا فَقَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا» .

৮৮। মাহ্‌মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সলাত পড়লেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى﴾ সূরা আ'লা পাঠ করলেন। রসূল ﷺ সলাত শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সাব্বিহ (সূরা আলা) পাঠকারী কে? তাদের এক ব্যক্তি বলল, আমি। রসূল ﷺ বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে কেউ ওটা দ্বারা আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

٨٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسددة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة قال رأيت عمران بن حصين يلبس الخز

৮৯। মাহ্‌মূদ .... যুরারা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি 'ইমরান বিন হুসাইনকে খায্‌য রেশমের কাপড় পরিধান করতে দেখেছি।

٩٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى بن إسمعيل قال حدثنا قتادة عن زرارة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ : «اَحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءَ» فَقَالَ : اَيُّكُمْ قَرَاَ بِسَبِّحْ ، فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ رَجُلًا خَالَجَنِيْهَا» .

৯০। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ দু'ইশা সলাতের কোন এশা সলাত পড়লেন।

অতঃপর বললেন ঃ কে তোমাদের মধ্যে সাব্বিহ (সূরা আলা) পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বললে ঃ আমি হে আল্লাহর রসূল! রসূল ﷺ বললেন ঃ আমি বুঝতে পেরেছি, কোন ব্যক্তি ওটা দ্বারা আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

٩١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي اوفي عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبى ﷺ صلى الظهر او العصر فلما انصرف وقضى الصلاة قال «اَيُّكُمْ قَرَاَبِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى؟» قَالَ فُلَانٌ قَالَ : قَدْ ظَنَنْتُ انَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا .

৯১। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ যহুর অথবা আসরের সলাত পড়ালেন, অতঃপর যখন সালাম ফিরিয়ে সলাত পূর্ণ করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى﴾ পাঠ করেছে? ফুলান (অমুক ব্যক্তি) বলল, আমি। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি ধারণা করেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ ওটার মাধ্যমে আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

٩٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبي اوف عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَاَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَذَكَرَ نَحْوَهٗ .

৯২। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ সলাত পড়লেন। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে সলাতে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى﴾ পাঠ করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ অনুরূপ বললেন।

٩٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد عن يحي عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفي عَنْ عِمْرَانَ بعن حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بِهِمُ الظُّهَرَ فَقَرَاَ رَجُلٌ بِسَبِّحْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «اَيُّكُمُ الْقَارِئ؟» قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ ك «قَدْ ظَنَنْتُ اَنَّ اَحَدَكُمْ خَالَجَنِيْهَا» .

৯৩। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ তাঁদেরকে যুহরের সলাত পড়ালেন। এক ব্যক্তি সাব্বিহ (সূরা আলা) পাঠ করল, নাবী ﷺ সলাত থেকে অবসর নিয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি ধারণা করেছি যে তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে ওটা দ্বারা সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

٩٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ : «اَيُّكُمْ قَرَاَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى؟» فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا» .

৯৪। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ তাঁদেরকে যুহরের সলাত পড়ালেন। যখন নাবী ﷺ সলাত থেকে অবসর নিলেন, তখন লোকেদের দিকে ফিরে বসলেন।

অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى﴾ পাঠ করেছো? এক ব্যক্তি বলল আমি হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ ওটার মাধ্যমে আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

٩٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اسميعل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ انصرف من صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال:

«هل قرأ معي احد منكم انفا ؟» فقال رجل انا فقال : «اني اقول ما لي أنازع القران ؟»

৯৫। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষ করে সালাম ফিরালেন, যে সলাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করেছিলেন।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি কেউ আমার সাথে কিরাআত পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি পাঠ করেছি। নাবী ﷺ বললেন ঃ তাইতো আমি বলি, আমার কি হলো কুরআনের সাথে আমি ঝগড়া করছি?

٩٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب سمعت ابن اكيمة الليثي يحدث سعيد بن المسيب يقول سمعت ابا هريرة رضى الله عنه يقول صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة جهر فيها بالقراءة ولا أعلم الا انه قال صلاة الفجر فلما فرغ رسول الله ﷺ اقبل على الناس فقال: «هل قرأ معي احد منكم»؟ قلنا نعم قال «الااني اقول ما لي أنا زع القران ؟» قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام وقرؤ وا في أنفسهم سرا فيما لايجهر فيه الامام .

(قال البخاري) وقوله فانتهى الناس من كلام الزهري وقد بينه لي الحسن بن صباح قال حدثنا مبشر عن الاوزاعي قال الزهري فاتعظالمسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر .

৯৬। মাহ্‌মূদ .... সা'ঈদ বিন মুসাইয়িব বলেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সলাত পড়ালেন, যাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত করলেন।

রাবী বলেন ঃ আমি এ কথা ছাড়া অধিক জানি না যে, তিনি বলেছেন ফজরের সলাত পড়ালেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষ করে লোকেদের দিকে মুখোমুখী হয়ে বসলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি কেউ আমার সাথে কিরাআত করেছ? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। রসূল ﷺ বললেন ঃ সাবধান!

আমি বলি, আমার কী হলো, আমি কুরআনের সাথে ঝগড়া করছি? রাবী বলেন ঃ অতঃপর যে সালাতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করত লোকেরা সে সলাতে কিরাআত পাঠ থেকে বিরত থাকল। যে সলাতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেনা, সে সলাতে তাঁরা নিজেরা চুপে চুপে পাঠ করতে লাগল।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ লোকেরা কিরাআত পাঠ করা থেকে বিরত থাকল এ কথাটা ইমাম যুহরীর। কেননা, আমার নিকট হাসান বিন সাব্বাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুবাশ্‌শির। তিনি আওযায়ী হতে বর্ণনা করেন।

যুহরী বলেছেন ঃ মুসলিমরা শিক্ষা গ্রহণ করেছে এ ব্যাপারে। যেখানে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয় সেখানে তারা পাঠ করেছে এমন হয়নি।

٩٧. وقال مالك قال ربيعة للزهري اذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي ﷺ .

৯৭। মালিক বলেছেন ঃ রবী'আহ যুহরীকে বলেছেন ঃ যখন তুমি হাদীস বর্ণনা করবে, তখন তোমার কথাকে নাবী ﷺ-এর কথা থেকে স্পষ্ট করে দিবে।

٩٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن الزهري عن ابن اكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي ﷺ صلاة جهر فيها فلما قضي صلاته قال : «من قرأ معي» قال رجل انا قال: «اِنِّيْ اَقُوْلُ مَا لِيْ اُنَازِعُ الْقُرْآنَ؟»

৯৮। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ সলাত পড়ালেন, যাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর যখন তিনি সলাত শেষ করলেন, তখন বললেন ঃ কে আমার সাথে পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল আমি। নাবী ﷺ বললেন ঃ তাইতো বলি আমার কি হলো, আমি কুরআনের সাথে ঝগড়া করছি?

٩٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسحق سمع عيسي ابن يونس عن جعفر بن ميمون قال : اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيْ قَالَ

سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَخْرِجْ فَنَادِ فِيْ الْمَدِيْنَةِ اَنْ لَّا صَلَاةَ اِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَازَادَ» .

৯৯। মাহ্‌মূদ .... আবূ উসমান আন্-নাহ্‌দী বলেছেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি বের হও, অতঃপর মাদীনায় আহ্বান কর যে, কুরআন ব্যতীত সলাত হবে না, আর তা হল ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা। অতঃপর যা অতিরিক্ত পড়ে।

١٠٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو النعمان ومسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَاَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِىَّ ﷺ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهٗ قَالَ : «اَيُّكُمْ قَرَاَ خَلْفِيْ؟» قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا» .

১০০। মাহ্‌মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ যুহরে এবং 'আসরে এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর পিছনে কিরাআত পাঠ করল। অতঃপর যখন নাবী ﷺ সলাত শেষ করলেন, তখন বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আমার পিছনে কিরাআত পাঠ করেছে?এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে কেউ ওটা দ্বারা আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

١٠١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحي بن بكير قال حدثنا عبد الله بن سويد عن عياش عن بكر بن عبد الله عن علي بن يحي عَنْ اَبِيْ السَّائِبِ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهٗ قَالَ : «ارجع فصل فانك لم تصل» ثلاثا فقام الرجل فلما قضى صَلَاتَهٗ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : «اِرْجِعْ فَصَلِّ ثَلَاثًا» قَالَ فَحَلَفَ لَهٗ كَيْفَ اجْتَهَدتُّ فَقَالَ لَهٗ : اِبْدَاْ فَكَبِّرْ وَتَحْمِدِ اللّٰهَ وَتَقْرَاْ بِاُمِّ

الْقُرْآنَ ثُمَّ تَرْكَعُ حَتّٰى يَطْمَئِنَّ صُلْبَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ حَتّٰى يَسْتَقِيْمَ صُلْبَكَ فَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا فَقَدْ نَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» .

১০১। মাহ্মূদ .... নাবী ﷺ-এর সহাবী আবূ সায়েব হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সলাত পড়ছিল এবং নাবী ﷺ তাঁর দিকে দেখছিলেন।

যখন তিনি সলাত শেষ করলেন, নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি ফিরে যেয়ে আবার সলাত পড়, কেননা তুমি সলাত পড়নি। তিন বার বললেন ঐ লোক পুনরায় সলাতে দাঁড়াল এবং যখন সলাত শেষ করল, নাবী ﷺ বললেন ঃ ফিরে যাও আবার সলাত পড়। তিনবার বল ঃ লোকটি নাবী ﷺ-কে অনুরোধ করে বললেন ঃ কিভাবে চেষ্টা করব অর্থাৎ কিভাবে সলাত পড়ব। নাবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ সলাত তাকবীর দিয়ে শুরু কর এবং আল্লাহর প্রশংসা কর, তারপর উম্মুল কুরআন পড়। অতঃপর এমনভাবে রুকূ' কর যে তোমার পিঠ সোজা স্থির হয়। অতঃপর তোমার মাথা এমনভাবে উঁচু কর যে, তোমার পিঠ বরাবর সোজা হয়ে যায়। অতঃপর এর থেকে কম করবে না। যদি এর চেয়ে কম কর তাহলে তুমি তোমার সলাতকে কম করলে।

١٠٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابراهيم بن حمزة عن حاتم بن اسمعيل عن ابن عجلان عن علي بن يحي ابن خلاد بن رافع قال اخبرني ابي عن عمه وكان بدريا قال كنا جلوسا مع النبى ﷺ بهذا وقال: «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১০২। মাহ্মূদ .... 'আলী বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ বিন রাফি' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন– যিনি বাদ্‌রী* সহাবী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ

আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে এ স্থানে বসেছিলাম এবং নাবী ﷺ বললেন ঃ তাকবীর বলবে অতঃপর পাঠ করবে অতঃপর রুকূ' করবে।

١٠٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اسمعيل قال حدثني اخي عن سلمان عن ابن عجلان وحدثنا الحسن بن الربيع قال

* বাদ্‌রী ঃ যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে বাদ্‌রী সহাবী বলে।

حدثنا ابن ادريس عن ابن عجلان عن علي بن خلاد بن السائب الانصاري عن ابيه عن عم ابيه قال النبي ﷺ بهذا وقال: «كَبِّرْ ثُمَّ اَقْرَاْ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১০৩। মাহ্‌মূদ .... 'আলী বিন খাল্লাদ বিন সায়িব আনসারী হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে, তার পিতা তার বাবার চাচা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ এ স্থানে বসে বলেছেন ঃ প্রথমে তাকবীর দিবে; অতঃপর কিরাআত করবে, তারপর রুকূ' করবে।

١٠٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي بن يحي من ال رفاعة بن رافع عن ابيه عن عم له بدري انه حدثه عن النبي ﷺ قال : «كَبِّرْ ثُمَّ اَقْرَاْ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১০৪। মাহ্‌মূদ .... রিফায়াহ্‌ বিন রাফি' গোত্রীয় লোক, 'আলী বিন ইয়াহইয়া হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে, তার পিতা তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি বাদ্‌রী সহাবী ছিলেন। তিনি নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রথমে তাকবীর দিবে, তারপর কিরাআত করবে, তারপর রুকূ' করবে।

١٠٥. (قال البخاري) روى همام عن قتادة عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ اَمَرَنَا نَبِيُّنَا اَنْ نَقْرَاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَتَادَةُ سِمَاعًا مِّنْ اَبِيْ نَضْرَةَ فِيْ هٰذَا .

১০৫। (ইমাম বুখারী বলেছেন) ঃ হাম্মাম বর্ণনা করেন, ক্বাতাদাহ হতে, তিনি আবূ নাযরাহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেন। [আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলেছেন] আমাদের নাবী আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন (সলাতে) ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পাঠ করি এবং যা কিছু সহজ হয় (কুরআন থেকে)। এ স্থানে কাতাদা আবূ নাযরাহ থেকে শুনার কথা উল্লেখ করেননি।

١٠٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن العوام بن حمزة المازني قال حَدَّثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فَقَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১০৬। মাহ্মূদ .... আবূ নাযরাহ বলেছেন ঃ আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

١٠٧. (قال البخاري) وهذا اوصل وتابعه يحي بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزْ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ : لَا يَرْكَعَنَّ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَقْرَاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ ذٰلِكَ .

১০৭। (ইমাম বুখারী বলেছেন) ঃ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন ইয়াহইয়া বিন বুকাইর, তিনি বলেছেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন লাইস, তিনি জাফর বিন রবীয়া হতে, তিনি 'আবদুর রহমান বিন হুরমুয হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে অবশ্যই কেউ যেন ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ না করা পর্যন্ত রুকূ' না করে। তিনি বলেন ঃ 'আয়িশাহ (রাযিঃ) এমনই বলতেন।

١٠٨. (وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) عَنْ اٰنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِذَا كَانَ الْاِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِقِرَاءَةِ اُمِّ الْقُرْآنِ اَوْ لِيَقْرَاْ بَعْدَمَا يَسْكُتَ فَاِذَا قَرَاَ فَلْيُنْصِتْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

১০৮। ('আবদুর রায্যাক বলেছে) ঃ ইবনু জুরাইজ আতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ইমাম যখন উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে, তখন সে যেন উম্মুল কুরআন দ্রুত পড়ে নেয়। অথবা ইমাম সাকতা করার পর পড়ে নেয়। অতঃপর ইমাম যখন পড়ে, তখন যেন সে চুপ থাকে। যেভাবে মহান আল্লাহ বলেছেন।

١٠٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيٰى بْنِ خَلَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمٍّ لَّهُ بَدْرِيٍّ اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا اَرَدْتَ اَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَاَحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ

ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اثْبِتْ ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَانَّكَ اَنْ اَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَتْمَمْتَ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ هٰذَا فَانَّمَا يَنْقُصَ مِنْ صَلَاتِهٖ .

১০৯। মাহ্‌মূদ .... 'আলী বিন ইয়াহ্‌ইয়া বিন খাল্লাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি বাদরী সহাবী ছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি সলাত পড়ার ইচ্ছা করবে, উত্তমভাবে উযু করবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ আকবার বলবে। তারপর কিরাআত পাঠ করবে। অতঃপর স্থিরভাবে রুকূ' করবে, এরপর সোজা বরাবর হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর স্থিরভাবে সাজদাহ করবে। অতঃপর স্থিরভাবে বসবে এবং প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতঃপর স্থিরভাবে সাজদাহ করবে। এরপর দাঁড়াবে, এমনিভাবে যদি তোমার সলাতকে পূর্ণ কর, তাহলেই সলাত পরিপূর্ণ করলে। আর যে ব্যক্তি এর থেকে কম করবে, সে যেন তার সলাতকে কম করল।

١١٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا علي بن خلاد بن رافع بن مالك الانصاري قال حدثني ابي عن عم له بدري (قال داود وبلغنا انه رفاعة بن رافع رضي الله عنه) قال كنت مع رسول الله ﷺ بهذا وقال كَبِّرْ ثُمَّ اَقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ) *

১১০। মাহ্‌মূদ .... 'আলী বিন খাল্লাদ বিন রাফি' বিন মালিক আনসারী হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার পিতা, তিনি তাঁর চাচা বাদ্‌রী সহাবী হতে, [দাঊদ বলেন ঃ আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি হলেন রিফায়াহ বিন রাফি' (রাযিঃ)]। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ স্থানে ছিলাম এবং তিনি বলেছেন ঃ তাকবীর বলবে, অতঃপর কিরাআত করবে, এরপর রুকূ' করবে।

١١١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن علي بن يحي

بن خلاد عن ابيه عن عمه رفاعة بن رافع قال كنت جالسا عند النبي ﷺ بهذا وقال: «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১১১। মাহ্মূদ ..... 'আলী বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খাল্লাদ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার চাচা রিফায়াহ বিন রাফি' হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এ স্থানে বসা ছিলাম। নাবী ﷺ বললেন ঃ প্রথমে আল্লাহ্ আকবার বলবে, তারপর কুরআন থেকে যা সহজ তা পাঠ করবে। অতঃপর রুকূ' করবে।

١١٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن محمد ابن عجلان قال حدثني علي بن يحي بن خلاد عن ابيه عن عمه وكان بدريا قال كنا مع النبي ﷺ بهذا وقال : «كَبِّرْ ثُمَّ اَقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১১২। (ক) মাহ্মূদ .... 'আলী বিন ইয়াহ্ইয়া বিন খাল্লাদ তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ তিনি তার চাচা হতে, যিনি বদরী সহাবী ছিলেন, তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে এ স্থানে ছিলাম। আর নাবী ﷺ বললেন ঃ প্রথমে আল্লাহ্ আকবার বলবে, এরপর কিরাআত পাঠ করবে, অতঃপর রুকূ' করবে।

١١٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخباري قال حدثنا بكير عن ابن عجلان عن علي بن يحي الزرقي عن عمه وكان بدريا انه كان رسول الله ﷺ بهذا وقال «كَبِّرْ ثُمَّ اَقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ» *

১২। (খ) মাহ্মূদ .... 'আলী বিন ইয়াহ্ইয়া যারকী হতে বর্ণিত। তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি বাদ্‌রী সহাবী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন এবং নাবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর বলবে। তারপর কিরাআত পাঠ করবে, অতঃপর রুকূ' করবে।

١١٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن ابيه

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : «اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১১৩। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। যখন সলাতের ইকামাত হয়, তাকবীর বলবে। অতঃপর কিরাআত পাঠ করবে, তারপর রুকূ' করবে।

١١٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اسحق قال حدثنا ابو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১১৪। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তাকবীর বল এবং তোমার সাথে কুরআন থেকে যা সহজ তা পাঠ কর। অতঃপর রুকূ' কর।

١١٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اسحق قال حدثنا عبدالله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ» .

১১৫। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তাকবীর বল অতঃপর তোমার সাথে কুরআন থেকে যা সহজ পাঠ কর। তারপর রুকূ' কর।

١١٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمدبن سلام قال حدثنا يزيد بن هرون عن الجريري عن قيس بن عباية الحنفي عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ لِيْ اَبِيْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكَانُوْا يَقْرَؤُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১১৬। মাহ্মূদ ...... ইবনু 'আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র, 'উমার, 'উসমান (রাযিঃ)-এর এদের পিছনে সলাত পড়েছি। তাঁরা সকলে 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

١١٧.حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِهِ الْعَالَمِيْنَ .

১১৭। মাহ্মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ, আবূ বাক্র, 'উমার (রাযিঃ) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা সলাত শুরু করতেন।

١١٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمروبن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وكَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১১৮। মাহ্মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূল ﷺ, আবূ বাক্র, 'উমার, 'উসমান (রাযিঃ) এদের পিছনে সলাত পড়েছি। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা সলাত শুরু করতেন।

١١٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال كتب الي قتادة قال حدثني انس يعني بن مالك قال صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وكَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১১৯। মাহ্মূদ .... আনাস অর্থাৎ ইবনু মালিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ, আবূ বাক্র, 'উমার, 'উসমান (রাযিঃ)-এর পিছনে সলাত পড়েছি। তাঁরা সকলেই 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা সলাত শুরু করতেন।

١٢٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي مثله وعن الأوزاعي عن اسحق بن عبد الله انه اخبره انه سمع انسا مثله .

১২০। মাহ্‌মূদ .... ইসহাক বিন 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আনাস থেকে অনুরূপই শুনেছেন।

١٢١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابوعاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ان انسا حدثهم ان النبي ﷺ وابا بكر وعمر وعثمان كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১২১। মাহ্‌মূদ .... ক্বাতাদাহ হতে বর্ণিত। আনাস (রাযিঃ) তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নাবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান (রাযিঃ) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা সলাত শুরু করতেন।

١٢٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن قتادة وثابت عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقُرْآنَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১২২। মাহ্‌মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ আবূ বাক্‌র, 'উমার (রাযিঃ) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা কুরআন শুরু করতেন।

١٢٣ـ حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حجاج قال حدثنا حماد وعن الحجاج قال : حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه مثله .

১২৩। মাহ্‌মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٢٤ـ حدثنا محمود حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه كان النبي ﷺ وابو بكر وعمر وعثمان يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১২৪। মাহ্মূদ ...... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; নাবী ﷺ, আবূ বকর, 'উমার, উসমান (রাযিঃ) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

١٢٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১২৫। মাহ্মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবূ বাক্র, 'উমার (রাযিঃ) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

١٢٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال صليت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ بِالْحَمْدِ .

১২৬। মাহ্মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ, আবূ বাক্র এবং 'উমারের সাথে সলাত পড়েছি। তাঁরা আলহামদু দ্বারা সলাত শুরু করতেন।

١٢٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن قتادة عن انس رضي الله عنه صليت مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثله .

১২৭। মাহ্মূদ ...... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; আমি নাবী ﷺ, আবূ বাক্র ও 'উমারের সাথে সলাত পড়েছি। অনুরূপই বর্ণিত।

١٢٨ـ حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو اسحق بن حسين عن مالك بن دينار عن نانس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الصَّلَاة بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَيَقْرَؤُوْنَ مالك الدين .

(قال البخاري) وقولهم يفتتحون القراءة بالحمد أبين .

১২৮। মাহ্‌মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমান (রাযিঃ) প্রমুখের পিছনে সলাত পড়েছি। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দ্বারা সলাত শুরু করতেন এবং তাঁরা মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন পাঠ করতেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তাঁদের কথা, তাঁরা আলহামদু দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। সুস্পষ্ট করে দিয়েছি।

١٢٩. (قال البخاري) ويروى عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ نحوه .

১২৯। ইমাম বুখারী (রাযিঃ) বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال انبأنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا الجرير عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال سمعت ابي فقال صليت خلف النبي ﷺ وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فَكَانُوْا يَسْتَفْتَحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১৩০। মাহ্‌মূদ .... ইবনু 'আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ, আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান (রাযিঃ)-এর পিছনে সলাত পড়েছি, তাঁরা সকলেই 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

١٣١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد وموسى بن اسمعيل ومعقل بن مالك قالوا حدثنا ابو عوانة عن محمد بن اسحق عن الاعرج عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَجْزِئكَ اِلَّا اَنْ تُدْرِكَ الْاِمَامَ قَائِمًا .

১৩১। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া ব্যতীত তোমার (সলাত) যথেষ্ট হবে না।

١٣٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس قال حدثنا اسحق قال قال اخبرني الْاَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَا يَجْزِئُكَ اِلَّا اَنْ تُدْرِكَ الْاِمَامَ قَائِمًا قَبْلَ اَنْ يَّرْكَعَ .

১৩২। মাহমূদ .... আ'রাজ বলেন ঃ আমি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি– রুকূ'র পূর্বে ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া ব্যতীত তোমার (সলাত) যথেষ্ট হবে না।

١٣٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزْ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : لَا يَرْكَعَ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَقْرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ .

১৩৩। মাহমূদ .... 'আবদুর রহমান বিন হুরমুয হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এ উম্মুল কুরআন না পড়া পর্যন্ত কেউ যেন রুকূ' না করে।

١٣٤. (قال البخاري) وكانت عائشة تقول ذلك وقال علي بن عبد الله انما أجاز إدراك الركوع من اصحاب النبي ﷺ الذين لم يروا القراءة خلف الامام منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر فاما من رأى القراءة فان اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ يَا فَارِسِيْ وَقَالَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا حَتّٰى تُدْرِكَ الْاِمَامَ قَائِمًا .

১৩৪। (ইমাম বুখারী বলেছেন) ঃ 'আয়িশাহ (রাযিঃ)ও ওটা বলতেন। 'আলী বিন 'আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ নাবী ﷺ এর সহাবীদের মধ্যে যাঁরা রুকূ' পাওয়া যথেষ্ট মনে করতেন, তাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ার (পক্ষে) রায় দেননি। তাঁদের মধ্যে ইবনু মাস'উদ, যায়দ বিন সাবিত ও ইবনু 'উমার (রাযিঃ)।

আর যাঁরা কিরাআত পড়ার অভিমত পোষণ করতেন, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয় আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলতেন ঃ হে ফারেসী! সূরা ফাতিহাকে মনে মনে পড় এবং তিনি বলতেন ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া ছাড়া উক্ত রাক'আত গণনা কর না।

١٣٥. (وقال موسى) حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : «زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَّلَا تَعُدْ» .

১৩৫। মূসা ...... আবূ বাক্‌রাহ হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর রুকূ' অবস্থায় তাঁর নিকট পৌছলেন, তিনি কাতারে পৌছার পূর্বেই রুকূ' করলেন। আর এটা তিনি সলাত শেষ হওয়ার পর নাবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন। নাবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিন এবং তুমি পুনরায় (এমনটা) করো না।

١٣٦. (قال البخاري) فليس لأحد ان يعود لما نهى النبي ﷺ عنه وليس في جوابه انه اعتد بالركوع عن القيام القيام فرض في الكتاب والسنة قال الله تعالى (وَقُوْمُوْ اللّٰهِ قَانِتِيْنَ) وقال (إِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ) .

১৩৬। (ইমাম বুখারী বলেছেন) ঃ কারও জন্য বৈধ নয় যে, যা থেকে নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন তা পুনরায় করে। আর এর মধ্যে কোন উত্তর নেই যে, রুকূ'কে গণনা করবে কিয়াম ব্যতীত, কিয়াম ফরয করা হয়েছে কিতাব (কুরআন) সুন্নাহ (হাদীস)-এর দ্বারা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ (قُوْمُوْ اللّٰهِ قَانِتِيْنَ) "আল্লাহর জন্য বিনয় সহকারে দাঁড়িয়ে যাও"– (সূরা বাকারা ২৩৮)। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ (إِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ) "যখন তোমরা সলাতের জন্য দাঁড়াও"– (সূরা মায়িদাহ ৬)।

١٣٧. وقال النبي صلى عليه وسلم : «صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» .

১৩৭। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ দাঁড়িয়ে সলাত পড়, যদি সক্ষম না হও তাহলে বসে।

١٣٨. (وقال ابراهيم) عن عبد الرحمن بن اسحق عن المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه معارضا لما روى الأعرج عن ابي هريرة وليس هذا ممن يعتد على حفظه اذا خالف من ليس بدونه وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض .

১৩৮। ইবরাহীম বলেছেন ঃ তিনি 'আবদুর রহমান বিন ইসহাক হতে, তিনি মাকবারী হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বিপরীত বর্ণনা করেছেন। আ'রাজ যা আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেছেন মাকবুরী যখন আ'রাজের বিপরীত বর্ণনা করেন এ ব্যাপারে যারা আ'রাজের স্মরণ শক্তির উপর বাড়া-বাড়ি করে থাকেন, এখানে সে ব্যাপারটি নয়। আর 'আবদুর রহমান কারো কারো ব্যাপারে সন্দেহ করতেন।

١٣٩. (وقال اسمعيل بن ابراهيم) سألت اهل المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد مع انه لا يعرف له بالمدينة تلميذ الا ان موسى الزمعي روى عنه اشياء في عدة منها ااضطراب وروى عن عبد الرحمن عن الزهري عن سالم عن ابيه قال: لما قدم النبي ﷺ المدينة وهمه للاذان بطوله .

وروى هذا عدة من اصحاب الزهري : منهم يونس وابن اسحق عن سعيد عن عبد الله بن زيد وهذا هو الصحيح وان كان مرسلا .

১৩৯। ইসমাইল বিন ইবরাহীম বলেছেন ঃ আমি মাদীনাবাসীদেরকে 'আবদুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁর প্রশংসা করা হয়নি এবং মুসা যামযী' ব্যতীত মাদীনায় তার ছাত্র আছে বলে জানা যায়নি। তার থেকে কিছু বিষয় বর্ণিত আছে, যার মধ্যে (اضطراب) দোষ রয়েছে। 'আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে। তিনি যুহরী হতে, তিনি সালেম হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ নাবী ﷺ যখন মাদীনায় আসলেন তখন তিনি তাঁকে আযান দীর্ঘ করে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

এটা যুহরীর অনেক ছাত্র থেকে বর্ণিত আছে ঃ তাঁদের মধ্যে ইউনুস ও ইবনু ইসহাক, সাঈদ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন যায়দ হতে বর্ণনা করেন। আর এটাই সহীহ। যদিও তিনি মুরসাল।

١٤٠. (وقال ابن جريج) اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون يتحينون الصلاة فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا وقال بعضهم بل بوقا فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال النبي ﷺ (يا بلال قم فناد بالصلاة) وهذا خلاف ما ذكر عبد الرحمن عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وروى ايضا عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» وهذا مستفيض عن مالك ومعمر ويونس وغيرهم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد عن النبي ﷺ .

১৪০। ইবনু জুরাইজ বলেছেন ঃ নাফি' আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইবনু 'উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন মুসলিমগণ মাদীনায় আগমন করেন তাঁরা সলাত আদায়ের জন্য একত্রিত হন। তাঁদের থেকে কেউ বললেন ঃ ناقوس বাজাও। আবার কেউ বললেন ঃ বরং বাঁশি বাজাও।

'উমার (রাযিঃ) বললেন ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে পাঠাতে পার না– যে সলাতের জন্য ডাকবে?

নাবী ﷺ বললেন ঃ হে বেলাল! উঠ, সলাতের জন্য আহ্বান কর। আর এটা এ কথার বিপরীত যা 'আবদুর রহমান যহুরী হতে বর্ণনা করেন, তিনি সালেম হতে, তিনি ইবনু 'উমার হতে। 'আবদুর রহমান থেকে এটাও বর্ণিত আছে, তিনি যহুরী হতে, তিনি সাঈদ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন– যখন তোমরা মুয়ায্যিন-এর আযান শুনবে, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বল। আর এটা مستفيض মুস্তাফীয।* মালিক, মা'মার, ইউনুস তাঁদের আরও অনেকে বর্ণনা করেন যহুরী হতে, তিনি 'আত্বা বিন ইয়াযীদ হতে, তিনি আবূ সাঈদ থেকে, তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

١٤١. وروى خالد عن عبد الرحمن عن الزهرى حديثا في قتل الوزغ .

---

* মুস্তাফীয– যে হাদীসের সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুয়ের অধিক রাবী থাকে তাকে মুস্তাফীয বলে।

১৪১। খালেদ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি 'আবদুর রহমান থেকে, তিনি যহুরী হতে وزغ টিকটিকি হত্যার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করেন।

١٤٢. (وقال ابو الهيثم) عن عبد الرحمن عن عمر بن سعيد عن الزهري .

(قال البخاري) وغير معلوم صحيح حديثه إلا بخبربين .

(قال البخاري) رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن اسحق (وقال علي عن ابن عيينة) مارأيت احدا يتهم ابن اسحق .

১৪২। আবূল হাইসাম বলেন ঃ তিনি 'আবদুর রহমান থেকে, তিনি 'উমার বিন সাঈদ থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ তার হাদীস সহীহ্ বলে জানা যায় না। কিন্তু স্পষ্ট বর্ণনা থাকলে ভিন্ন কথা। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ 'আলী বিন 'আবদুল্লাহকে ইবনু ইসহাক-এর হাদীস দ্বারা দলীর গ্রহণ করতে দেখেছি। ইবনু 'উয়াইনাহ থেকে 'আলী বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি কাউকে ইবনু ইসহাকের প্রতি দোষারোপ করতে দেখিনি।

١٤٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال قال لي ابراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن عثمان ان الزهري كان يتلقف المغازي من ابن اسحق المدني فيما يحدثه عن عاصم بن عمر عن ابن قتادة والذي يذكر عن مالك في ابن اسحق لا يكاد يبين وكان إسمعيل ابن أبي اويس من اتبع من رأينا مالكا اخرج لي كتب ابن اسحق عن أبيه عن المغازي وغير هما فانتخبت منها كثيرا .

১৪৩। মাহ্মূদ .... 'উমার বিন 'উসমান হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে , যুহরী ইবনু ইসহাক মাদানী হতে ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয় গ্রহণ করেছেন। যা তিনি আছেম বিন 'উমার হতে, তিনি ইবনু ক্বাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক হতে ইবনু ইসহাক সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হত, তা বর্ণনা করার মত নয়। ইসমাঈল বিন আবূ ওয়াঈস, যিনি আমাদের মতের ব্যাপারে ইমাম মালিকের অনুসরণ করতেন। (ইমাম যহুরী বলেন) ইমাম মালিক আমাকে ইবনু ইসহাকের কিছু ইতিহাস সম্বন্ধীয় রেসালা সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যা তিনি তার

পিতা হতে বর্ণনা করেছেন এবং এ দুজন ব্যতীত অন্যদের রিসালা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। আমি তা হতে অনেক বাছাই করেছি।

١٤٤. (وقال لي ابراهيم بن حمزة) كان عند ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحق نحو من سبعة عشر الف حديثا في الاحكام سوى المغازي وابراهيم بن سعد من اكثر اهل المدينة حديث في زمانه ولو صح عن مالك تناوله من ان اسحق فلربما تكلم الانسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها .

১৪৪। ইবরাহীম বিন হামযাহ আমাকে বলেছেন ঃ ইবরাহীম বিন সায়াদের নিকট ইতিহাস ব্যতীত প্রায় ১৭ হাজার আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস রয়েছে, যা তিনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম বিন সায়াদ তাঁর যুগে মাদীনার অনেক বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। মালিক ইসহাক থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এ কথা যদি সঠিকও হয়, তবে একথাও সত্য যে, লোকেরা কখনও কখনও তাঁর দোষারোপ করত। তাঁর সাথীরা তাঁর কথাকে প্রত্যাখ্যান করত। তাঁর সকল বিষয়ে দোষারোপ করা হত না।

١٤٥. (وقال ابراهيم بن المذر عن محمد بن فليح) نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ وهما مما يحتج بحديثهما ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفيمن كان قبلهم وتأويل بعضهم في العرض والنفس ولم يلتفت اهل العلم في هذا النحو الابيان وحجة ولم يسقط عدالتهم الابرهان ثابت وحجة والكلام في هذا كثير .

১৪৫। ইবরাহীম বিন মুনযির বলেন ঃ তিনি মুহাম্মাদ বিন ফালীহ হতে বর্ণনা করেন, ইমাম মালিক আমাকে দু' কুরাইশ শায়খ হতে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ মুয়াত্তার মধ্যে তাঁদের থেকে অধিকাংশ বর্ণনাই রয়েছে। তিনি তাঁদের হাদীসের মুখাপেক্ষী। অনেক লোক তাদের কথা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তাদের কতক লোক ইবরাহীমের কথা শাবীর কথার মধ্যে এবং শাবীর কথা ইকরিমাহ্‌র কথার মধ্যে ও তাঁদের পূর্ববর্তীদের পরস্পর পরস্পরের কথার

মধ্যে উল্লেখ করেছেন কতকের এবং তাদের ব্যাখ্যা মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে। হাদীস বিশারদগণ এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা ও দলীল ব্যতীত ভ্রুক্ষেপ করেননি। আর হাদীস বিশারদগণ স্পষ্ট দলীল প্রমাণ ছাড়া তাদের (আদালাত) ন্যায়পরায়ণতাকে বাতিল করেননি। এ ব্যাপারে অনেক কথা আছে।

١٤٦. (وقال عبيد بن يعيش) حدثنا يونس بن بكَير قال سمعت شعبة يقول محمد بن اسحق امير المحدثين لحفظه وروى عنه الثوري وابن ادريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك وكذالك احتمله احمد ويحي بن معين وعامه اهل العلم .

১৪৬। 'উবাইদ বিন উয়াঈশ বলেন ঃ ইউনুস বিন বুকাইর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি শু'বাহ্‌কে বলতে শুনেছি– মুহাম্মাদ বিন ইসহাক তাঁর স্মরণ শক্তিতে ছিলেন মুহাদ্দিসদের আমীর। তাঁর থেকে সাওরী, ইবনু ইদ্রীস, হাম্মাদ বিন যায়দ, ইয়াযীদ বিন যুরাই', ইবনু ইলয়্যা, 'আবদুল ওয়ারেস, ইবনু মোবারক বর্ণনা করেন। এমনিভাবে আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন ও সাধারণ জ্ঞানীগণ তাঁর কথাকে গ্রহণ করেছেন।

١٤٧. (وقال لي علي بن عبد الله) نظرت في كتاب ابن اسحق فما وجدت عليه الافي حديثين ويمكن ان يكونا صحيحين.

১৪৭। ইমাম বুখারী বলেন ঃ 'আলী বিন 'আবদুল্লাহ আমাকে বলেছেন ঃ আমি ইবনু ইসহাকের কিতাবে দেখেছি সেখানে দু'টি হাদীস পেয়েছি। আর সম্ভবত তা সহীহ।

١٤٨. (وقال بعض اهل المدينة) ان الذي يذكر عن هشام بن عروة قال : كيف يدخل ابن اسحق على امرأتي لو صح عن هشام جاز ان تكتب اليه فان اهل المدينةيرون الكتاب جائزا لان النبي ﷺ كتب لامير السرية كبابا وقال: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا» فلما بلغ فتح الكتاب واخبرهم بما قال النبي ﷺ وحكم بذلك كذالك الخلفاء والائمة يقضون كتاب بهضهم الى بعض وجائز ان يكون سع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد.

১৪৮। (মাদীনাবাসীর অনেকে বলেছেন ঃ) যিনি হিশাম বিন 'উরওয়াহ্ হতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন ঃ কিভাবে ইবনু ইসহাক আমার স্ত্রীর নিকট আসল? যদি হিশাম হতে বর্ণনা করা সহীহ্ হয়, তাহলে তার নিকট লেখাও জায়িয হবে। কেননা, মাদীনাবাসী পত্র লেখাকে জায়িয মনে করতেন। কেননা, নাবী ﷺ ছোট সৈন্য দলের আমীরের নিকট পত্র লিখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি পত্রকে অমুক অমুক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত পাঠ কর না। যখন তিনি সে স্থানে পৌছলেন, পত্র খুললেন এবং সৈন্যদেরকে নাবী ﷺ পত্রে যা বলেছেন, সে সংবাদ দিলেন। এভাবে তিনি ফয়সালা করলেন।

এমনিভাবে খুলাফা রাশেদা ও উলামাগণের কেউ কেউ অন্যের নিকট পত্র লিখে ফয়সালা দিতেন। তাঁর ব্যাপারে সুযোগ রাখা উচিত যে, তাঁদের মাঝে পর্দা ছিল এবং সেখানে উপস্থিত ছিল না বা হিশাম এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়নি।

١٤٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ» .

১৪৯। মাহ্‌মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ উম্মুল কুরআনই হলো সাবউল মাসানী বা বার বার পঠিত সূরা এবং আল-কুরআন আল-'আযীম।

١٥٠. (وقال البخاري) والذي زاد مكحول وحزام بن معاوية ورجاء بن حيوه عن محمود بن الربيع عن عبادة فهو تبع لما روى الزهري لأن الزهري قال: حدثنا محمود ان عبادة رضي الله عنه اخبره عن النبي ﷺ وهؤلاء لم يذكروا انهم سمعوا من محمود فان احتج محتج فقال: إن الذي تكلم ان لايعتد بالركوع الابعد قراءة فيزعم ان هؤلاء ليسوا من اهل النظر قيل له : ان بعض مدعي الاجماع جعلوا اتفاقهم مع من زعم ان الرضاع الى حولين ونصف وهذا خلاف نص كلام الله عزوجل قال الله تعالى (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) لمن أراد ان يتم الرضاعة ويزعم ان الخنزير البري لا بأس به ويرى السيف على الأمة ويزعم ان امر الله من قبل ومن بعد مخلوق فلا يرى الصلاة دينا فجعلتم هذا وأشباهه اتفاقا والذي يعتمد على قَوْلِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَهُوَ اَنْ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১৫০। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ মাকহুল ও হাযাম বিন মুয়াবিয়্যাহ্ এবং রজাআ বিন হাইয়্যা যা বৃদ্ধি করেছেন, তা মাহ্মূদ বিন রবী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি 'উবাদাহ হতে, আর সেটা যুহরী যা বর্ণনা করেছেন তার অনুগামী। কেননা, যুহরী বলেছেন ঃ আমাদেরকে মাহ্মূদ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, 'উবাদাহ (রাযিঃ) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন নাবী ﷺ হতে।

আর তারা সকলে মাহমুদ থেকে (فإن احتج محتج) বাক্যটি শুনেছেন একথা উল্লেখ করেননি। অতঃপর ইমাম বুখারী বলেছেন, যারা দোষারোপ করেছেন এ কথার যে, কিরাআতের পর ব্যতীত রুকূ'কে গণনা করো না। তারা ধারণা করে এরা জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যদি তাদের বলা হয় কিছু সংখ্যক ইজমার দাবীদাররা একমত হয়েছে যে, তারা ধারণা করে রযায়াত বা দুধ পান করার সময় হলো আড়াই বছর। অথচ এটা মহান আল্লাহর কালাম বাণী ঃ (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) [রযায়াত হলো পূর্ণ দু' বছর] এ দলীলের বিপরীত। যে ইচ্ছা করবে রাযায়াত পূর্ণ করবে। এবং তারা ধারণা করে স্থলের শুকর ভোগ করলে দোষ নেই এবং উম্মাতের উপর তরবারী চালানো বৈধ এবং ধারণা করে বলে আল্লাহর আমর বা কাজ তাঁর পূর্বে ছিল এবং মাখলুক সৃষ্টির পরেও ছিল এবং তারা সলাত বা নামায-কে দ্বীন মনে করেনা। এগুলি ও এধরনের অনেক বিষয়ে তোমরা একমত হয়েছ।

আর নির্ভরযোগ্য কথা হলো রসূল ﷺ-এর এ কথা ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত সলাত হবে না।

١٥١. وما فسر ابو هريرة وابو سعيد لا يركعن احدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب واهل الصلاة مجتمعون في بلاد المسلمين في يومهم وليلتهم علي قراءة ام الكتاب وقال الله تعالى (فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) فهؤلاء اولى بالاثبات ممن أباحوا اعراضكم والانفس والأموال وغيرها فلينصف المستحسن المدعي العلم خرافة اذا نسوهم في اجماعهم بانفرادهم وينفي المشتهرين بالذنب عن العلوم باستقباحه وقيل : انّه يُكَبِّرُ اِذَا جَاءَ اِلى الْاِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَلَا يلتفت اِلَى قَرَاءةِ الْاِمَامِ لاَنَّهٗ فرض فَكَذٰلِكَ فرض القراءة لا يتبع بحال الامام وَاِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ اَوْ

غَيْرَهَا حَتّٰى غُرِبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى وَالْاِمَامُ فِي قِرَاءَةِ الْمَغْرِبِ يَسْمَعْ اِلٰى قِرَاءَةِ الْاِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتَهُ .

১৫১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) ও আবূ সাঈদ (রাযিঃ) যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হলো তোমাদের মধ্যে কেউ যেন ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা ব্যতীত রুকূ' না করে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে সলাত আদায়কারীরা রাত্রে ও দিনে উম্মুল কিতাব পাঠ করার উপর এক মত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ (فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) [কুরআন থেকে যা সহজ তা পাঠ কর।] এ সমস্ত লোক উম্মুল কুরআন প্রমাণ করার দিক দিয়ে ঐ সমস্ত লোক হতে অতি উত্তম যারা তোমাদের সম্মান, ব্যক্তিত্ব এবং সম্পদ ইত্যাদি লুণ্ঠন করা বৈধ করে নিয়েছে। উত্তম 'ইলমের দাবীদারদের প্রতি অনুগ্রহ করা উচিত, যখন তারা নিজেদের অনৈক্যের কারণে তাদের ঐক্যকে ভুলে গিয়ে কু সংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। তাদের নিকৃষ্ট 'ইলমের দ্বারা অর্জিত প্রসিদ্ধি গুনাহের কারণে বাতিল হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবে যে, ইমামের পাঠ করা অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তি আসবে, তখন সে প্রথমে তাকবীর দিবে। ইমামের কিরাআতের প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করবে না, কেননা তাকবীর বলা ফরয। এমনিভাবে ফরয কিরাআতের সময়ও সে ইমামের অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না, যদিও আসরের অথবা অন্য সলাতের কথা ভুলে যায়। এমনকি সূর্য ডুবে যায় অতঃপর ইমাম মাগরিবের কিরাআত পাঠ করা অবস্থায় সে সলাত আদায় করে। আর সে ইমামের কিরাআত শুনেনি, তবুও তার সলাত পূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাবে।

١٥٢. لقول النبي ﷺ : «من نسي صلاة او نام عنها فليصل اذا ذكرها»

১৫২। নাবী ﷺ-এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি সলাত পড়ার কথা ভুলে যাবে অথবা ঘুমে থাকবে, যখন স্মরণ হয় তখনই সে যেন সলাত পড়ে।

١٥٣. وقال النبي ﷺ «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ» فأوجب الامرين في كليهما لا يدع الفرد بحال الاستماع .

১৫৩। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কিরাআত ব্যতীত কোন সলাত নেই। অতঃপর উভয় হুকুমের উপর আমল করা ওয়াজিব। শুনার অবস্থায় একটাকে পরিহার করতে হবে না।

١٥٤. فان احتج فقال قال الله تعالى (فَاسْتَمِعُوْا لَهُ) فليس لاحد ان يقرأ خلف الامام ونفي سكتات الامام فيل له ذكر عن ابن عباس وسعيد بن جبير اِنَّ هٰذَا فِي الصَّلَاةِ اِذَا خَطَبَ الْاِمَامُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

১৫৪। যদি তারা যুক্তি (দলীল) পেশ করে বলে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন পড়া শুন। অতএব, কারও জন্য ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া উচিত হবে না আর ইমামের সাকতা করাও নিষেধ হয়ে গেল। তাদেরকে জওয়াবে বলা হবে, ইবনু 'আব্বাস এবং সাঈদ বিন জুবাইর হতে উল্লেখ রয়েছে যে, জুমুআর দিন ইমাম যখন সলাতের জন্য খুৎবাহ দেয় এটা সে ব্যাপারে।

١٥٥. وقد قال النبي ﷺ : «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَنَهىٰ عَنِ الْكَلَامِ» .

১৫৫। অবশ্যই নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কিরাআত ব্যতীত সলাত হবে না এবং তিনি কথাবার্তা বলা হতে নিষেধ করেছেন।

١٥٦. وقال : «اذَا قُلْت لصَاحبكَ اَنْصتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لغوت» ثُمَّ اَمَرَ مَنْ جَاءَ والْاِمَامُ يَخْطُبُ اَنْ يُّصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَلذٰلِكَ لَمْ يَخْطِئْ اَن الكتاب يَّقْرَاَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১৫৬। এবং নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল চুপ থাকো, তাহলে তুমিও অনর্থক কথা বললে। অতঃপর নাবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন ঃ ইমাম খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় যে আসবে সে যেন দু' রাক'আত সলাত পড়ে এবং এ কারণেই ফাতিহাতুল কিতাব পড়ায় ক্ষতি নেই।

١٥٧. ثم امر النبي ﷺ وهو يخطب سليكا الغطفاني حِيْنَ جَاءَ اَن يُّصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

১৫৭। অতঃপর নাবী ﷺ সালীক গাতফানীকে খুৎবা দেয়া অবস্থায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, দু' রাক'আত পড়ে নেয়ার জন্য, যখন সে এসেছিল।

١٥٨. وقال : «اذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» وقد فعل : ذلك الحسن والإمام يخطب .

১৫৮। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় তোমাদের কেউ আসলে সে যেন দু' রাক'আত পড়ে নেয়। আর হাসান বসরী ইমাম খুৎবাহ দেয়া কালীন দু' রাক'আত পড়েছেন।

١٥٩. حدثنا محمرد قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى ابن إسمعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : جَاءَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ : لَا قَالَ صَلِّ وَكَانَ جابر يعجبه اِذَا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَن يُّصَلِّيْهِمَا فِي الْمَسْجِدِ .

১৫৯। মাহ্‌মূদ ...... জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইমাম খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় আসলে তিনি বললেন ঃ সলাত পড়েছ? লোকটি বলল– না। তিনি বললেন ঃ সলাত পড়। জাবির (রাযিঃ) জুমু'আহ্‌র দিন মাসজিদে এসে দু' রাক'আত পড়তে পছন্দ করতেন।

١٦٠- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : «اَصَلَّيْتَ يَافُلَانُ قَالَ : لَا قَالَ : قُمْ فَارْكَعْ» .

১৬০। মাহ্‌মূদ ...... জাবির বিন 'আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ জুমু'আহ্‌র দিন খুৎবা দিতেছিলেন এ অবস্থায় এক ব্যক্তি আসলে নাবী ﷺ বললেন ঃ হে অমুক, সলাত পড়েছ? লোকটি বলল– না। নাবী ﷺ বললেন ঃ রুকূ' কর অর্থাৎ সলাত পড়।

١٦١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال سمعت ابا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا سعيان بعد يقول سمعت حابرا يقول جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فجلس فقال النبي ﷺ : «يَا سَلَيْك قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا» ثُمَّ قَالَ : «اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ يَتَجَوَّزَ فِيْهِمَا» .

১৬১। মাহ্‌মূদ .... আ'মাশ বলেন ঃ আমি আবূ সালিহের নিকট শুনেছি। তিনি সালীক গাতফানীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আমি আবূ সুফ্‌ইয়ানের নিকট শুনেছি। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি জাবির (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি।

সালীক গাতফানী জুমু'আহ্‌র দিন নাবী ﷺ-এর খুৎবা দেয়া কালীন এসে বসে গেলে নাবী ﷺ বললেন ঃ হে সালীক! দাঁড়াও, তারপর সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত পড়ে লও। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ ইমাম খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি আসে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত পড়ে নেয়।

١٦٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان سمع عياض بن عبد الله ان ابا سعيد رضي الله عنه دخل ومروان يخطب فجاء الاحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فقلنا له فقال ما كنت لا دعهما بعد شيئ رأيته من رسول الله ﷺ كان يخطب فجاء رجل فأمره فصلى ركعتين والنبي ﷺ يخطب ثم جاء جمعة اخرى والنبي ﷺ يخطب فأمر النبي ﷺ ان يصدقوا عليه وان يصلى ركعتين .

১৬২। মাহ্‌মূদ .... ইয়ায বিন 'আবদুল্লাহ্‌র নিকট ইবনু আজ্‌লান শুনেছেন যে, আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিঃ) (মাসজিদে) প্রবেশ করলে আর মারওয়ান খুৎবাহ দিতেছিল। অতঃপর আহ্‌রাস আসলেন তাঁরা তার নিকট বসলেন।

আর তিনি (আবূ সাঈদ) বসতে অস্বীকার করলেন, এমনকি সলাত পড়লেন। আমরা তাঁকে কিছু বললাম, তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারের পরেও আমি একে (দু' রাক'আতকে) পরিহার করব না।

আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুৎবাহ দিতে দেখেছি, অতঃপর এক ব্যক্তি আসলেন তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি দু' রাক'আত সলাত পড়লেন, তখনও নাবী ﷺ খুৎবাহ দিচ্ছিলেন।

অতঃপর অন্য জুমু'আহ্‌র দিন সে ব্যক্তি আসল, আর নাবী ﷺ খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। নাবী ﷺ নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন তাঁকে সদাকাহ দেয় এবং সে যেন দু' রাক'আত সলাত পড়ে।

١٦٣ـ حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا وهب قال حدثنا عبد الله عن الاوزاعي قال حدثني المطلب بن حنطب قال حدثني من سمع النبي ﷺ يخطب (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) .

১৬৩। মাহ্মূদ .... মুত্তালিব বিন হানতাব বলেন ঃ এক ব্যক্তি নাবী ﷺ থেকে শুনে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, জুমু'আহ্র দিন নাবী ﷺ-এর খুৎবাহ দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে তিনি তাকে বললেন ঃ দু' রাক'আত সলাত পড়।

١٦٤. (قال البخاري) وقال : عدة من اهل العلم : إن كل مأموم يقضي فرض نفسه والقيام والقراءة والركوع والسجود عندهم فرض فلا يسقط الركوع والسجود عن المأموم وكذالك القرااءة فرض فلايزول فرض عن احد الا بكتاب او سنة وقال ابو قتادة وانس وابو هريرة رضي الله عنهم عن النبي ﷺ : «اِذَا اَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا فَمَنْ فَاتَهُ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ فَعَلَيْهِ اِتْمَامِهِ» كَمَا اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ.

১৬৪। ইমাম বুখারী বলেন ঃ আহ্লে ইল্ম তথা জ্ঞানীদের কিছু সংখ্যক বলেন– যদি প্রত্যেক মুক্তাদীদের ফরয নিজেদের আদায় করতে হয়, যেমন কিয়াম, কিরাআত, রুকূ', সাজদায় যা তাদের নিকট ফরয, তাহলে যেমনিভাবে মুক্তাদী রুকূ' সাজদাহ পরিহার করতে পারবে না, তেমনিভাবে কিরাআতও ফরয। অতএব কেউ এ ফরযকে পরিহার করে চলতে পারে না কিতাব অথবা সুন্নাহ্ ব্যতীত। আবূ ক্বাতাদাহ্ বলেন ঃ আনাস, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যখন তোমরা সলাতে আসবে তখন যা পাবে তা পড়ে নিবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে। অতঃপর যার থেকে ফরয কিরাআত কিয়াম ছুটে গেল, তাঁর ওয়াজিব হলো তা পূর্ণ করে নেয়া। যেমনভাবে নাবী ﷺ নির্দেশ করেছেন।

١٦٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحي عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا» .

১৬৫। মাহ্‌মূদ .... 'আবদুল্লাহ বিন আবূ ক্বাতাদাহ হতে বর্ণিত; তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "তোমরা সলাত যা পাবে পড়ে নিবে এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে।

١٦٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ : «فليصل ماادرك وليقض ما سبقه» .

১৬৬। মাহ্‌মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সলাত যা পাওয়া যাবে, সে যেন তা পড়ে নেয় এবং যা গত হয়ে গেছে তা যেন সে আদায় করে নেয়।

١٦٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن النبي ﷺ : «مَاأَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا» .

১৬৭। মাহ্‌মূদ .... আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত; তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন ঃ সলাতের যা তোমরা পাবে তা পড়ে নিবে এবং যা তোমাদের ছুটবে তা পূর্ণ করে নিবে।

١٦٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بهذا .

১৬৮। মাহ্‌মূদ বলেন .... হাম্মাদ হাদীস বর্ণনা করেন অনুরূপই।

١٦٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اليمان قال حدثنا شعيب عَنْ الزُّهْرِيْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلْمَةَ بْنف عَبْدِ الرَّحْمنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاَتُوْهَا تَمْشَوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاَتَكُمْ فَاَتِمُّوْا» .

১৬৯। মাহ্মূদ .... যুহরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ সালামাহ বিন 'আবদুর রহমান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– যখন সলাতের ইক্বামাত হয় তখন তোমরা দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা হেঁটে আসবে। তোমাদের উপর ফরয হলো স্থিরতা। যা তোমরা পাবে তা পড়ে নিবে। এবং যা তোমাদের ছুটে যাবে তা তোমরা পূর্ণ করে নিবে।

١٧٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسمعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن يحي عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ بهذا .

১৭০। মাহ্মূদ .... ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবূ সালামাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমি রসূল ﷺ-কে এরূপই বলতে শুনেছি।

١٧١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله قال الليث قال حدثني ايزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَاأَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» .

১৭১। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (সলাতের) যা তোমরা পাবে তা পড়ে নিবে এবং যা তোমাদের ছুটে যাবে তা তোমরা পূর্ণ করে নিবে।

١٧٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «مَاأَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا» .

১৭২। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (সলাতের) যা তোমরা পাবে পড়ে নিবে এবং যা তোমাদের ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিবে।

١٧٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال : حدثني عقيل بهذا .

১৭৩। মাহ্মূদ .... লাইস বলেন 'আকীল আমাকে এরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

١٧٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحي بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بهذا .

১৭৪। মাহ্মূদ .... 'আকীল হতে এরূপই বর্ণিত আছে।

١٧٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ : «صَلُّوْا مَا اَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوْا مَا سَبَقْتُمْ» .

১৭৫। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (সালাতের) যা তোমরা পাবে পড়ে নাও এবং যা তোমাদের গত হয়েছে তা আদায় করে নাও।

١٧٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ «مَااَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا» .

১৭৬। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। (সলাতের) যা তোমরা পাও পড়ে নিও আর তোমাদের যা ছুটে যাবে তা আদায় করে নিও।

١٧٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال انبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ «مَااَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا» .

১৭৭। মাহমূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। (সলাতের) যা তোমরা পাও তা পড়ে নিও এবং যা তোমাদের ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিও।

١٧٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : «فَمَاأَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا»

১৭৮। মাহ্মূদ হাদীস .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তোমরা (সলাতের) যা পাও তা পড়ে নিও এবং যা তোমাদের ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিও।

١٧٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال سمعت النبي ﷺ بهذا .

১৭৯। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ থেকে এরূপ শুনেছি।

١٨٠. (وقال ابراهيم بن سعد) عن الزهري عن سعيد وابي سلمة

১৮০। (ইবরাহীম বিন সাদ বলেন) তিনি যুহরী হতে তিনি সাঈদ এবং আবূ সালামাহ হতে বর্ণনা করেন।

١٨١. (وقال عبد الرزاق) عن معمر عن الزهري عن سعيد .

১৮১। ('আবদুর রায্যাক বলেন) তিনি মা'মার হতে, তিনি যহুরী হতে, তিনি সাঈদ হতে বর্ণনা করেন।

١٨٢. (وقال موسى بن اعين) اخبرني معمر عن الزهري عن ابي سلمة وحده .

১৮৩। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (সলাতের) যা পাবে তা পড়ে নিও এবং যা তোমাদের ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিও।

١٨٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسمعيل قال قال حدثنا مالك مثله .

১৮৪। মাহ্মূদ .... ইসমাঈল বলেন ঃ মালিক অনুরূপ হাদীস আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।

١٨٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ : «مَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا» .

১৮৫। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (সলাতে ইমামের সাথে) যা পাও তা পড়ে নিও। অতঃপর তোমাদের থেকে যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ করে নিও।

١٨٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمروبن منصور قال حدثنا ابو هلال عن محمد بن سيرين ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال : «صَلِّ مَا اَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ» .

১৮৬। মাহ্মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তুমি যা (সলাতে ইমামের সাথে) পাও পড়ে নাও এবং যা তোমার ছুটে যায় পূর্ণ করে নাও।

١٨٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اسحق قال حدثنا هشيم عن يونس وفي نسخة فيها سماع الشيخ بدل هشيم ابراهيم عن يونس وهشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : «فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَ بِهِ».

১৮৭। মাহ্মূদ ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। সে যেন সলাত পড়ে নেয় যা সে ইমামের সাথে পায় এবং যা গত হয়ে যায় তা সে যেন পূর্ণ করে নেয়।

١٨٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد ابي هريرة رضي الله عنه النبي ﷺ : «فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ فَلْيَقْضِ مَافَاتَهُ» .

১৮৮। মাহ্‌মূদ ..... মুহাম্মাদ আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। যা সে (ইমামের সাথে) পায় তা সে যেন পড়ে নেয় এবং সে যেন আদায় করে নেয় যা তার ছুটে যায় তা।

١٨٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ «فَمَا اَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ وَمَا سَبَقَهُ فَلْيَقْضِ» .

১৮৯। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (সলাতে) যা সে পায় তা যেন ইমামের সাথে পড়ে নেয় এবং যা পায়নি তা যেন সে পূর্ণ করে নেয়।

١٩٠. ورواه سعيد عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي ﷺ «فَمَا اَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ وَمَا سَبَقَهُ فَلْيَقْضِ» .

১৯০। সাঈদ বর্ণনা করেন ক্বাতাদাহ হতে, তিনি আবূ রাফি' হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন (সলাতের যা সে ইমামের সাথে) পায় যেন সে পড়ে নেয় এবং যা পায়নি তা যেন সে পূর্ণ করে নেয়।

١٩١. (قال البخاري) واحتج سليمان بن حرب بحديث ابي في القراءة ولم يرابن نعمر بالفتح على الإمام بأسا.

১৯১। (ইমাম বুখারী বলেছেন) সুলাইমান বিন হার্‌ব কিরাআতের ব্যাপারে উবাইয়ের হাদীসকে সমর্থন করেছেন। আর ইবনু 'উমার ফাতিহার ব্যাপারে ইমামের উপর কোন অসুবিধা মনে করেননি।

١٩٢. حدثنا محمود قا ل حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن ثابت عن الجارود بن ابي سبرة عن ابي بن كعب قال : صلى النبي ﷺ بالناس فترك اية فلما قضى صلاته قال: «أيكم اخذ على شيئا من قراءتي؟» قال ابي انا تركت اية كذا وكذا فقال : «قَدْ عَلِمْتُ اِنْ كَانَ اَخَذَهَا اَحَدٌ عَلَيَّ كَانَ هُوَ» .

১৯২। মাহ্মূদ ..... উবাই বিন কা'ব হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাবী ﷺ লোকদেরকে সলাত পড়ালেন। তিনি কোন আয়াত ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি সলাত পূর্ণ করে বললেনঃ (তোমাদের মধ্য থেকে কে আমার থেকে কিরাআতের কিছু গ্রহণ করেছে?) উবাই বললঃ আমি, আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। অতঃপর নাবী ﷺ বললেনঃ নিশ্চয় আমি জেনেছি আমার থেকে কেউ যদি কিছু গ্রহণ করে সে সেই ব্যক্তি হবে।

١٩٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ذرعن ابن ابزي عن ابيه قال : صلى النبي ﷺ فترك اية فقال : «افي القوم أبي؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نعم اَنَسَخَتْ اَيَةٌ كَذَا وَكَذَا اَمْ نَسِيْتَهَا؟ فَضَحَكَ فَقَالَ : بَلْ نَسِيْتُهَا» .

১৯৩। মাহ্মূদ .... ইবনু আবযী হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ নাবী ﷺ সলাত পড়ালেন। আর কোন আয়াতকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর নাবী ﷺ বললেনঃ তোমাদের মধ্যে উবাই আছে কি?

উবাই বললেনঃ হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! অমুক অমুক আয়াত কি রহিত করে দেয়া হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? নাবী ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন, বরং আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম।

١٩٤. حدثا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال اخبرني مروان بن معاوية قال اخبرني يحي بن كثير الكاهلي قال اخبرني منصور بن يزيد الكاهلي الاسدي رضي الله عنه شهدت النبي ﷺ فَتَرَكَ اَيَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقْرَؤُهَا فَقِبْلَ لَهٗ اَيَةٌ كَذَا وَكَذَا تَرَكْتَهَا فَقَالَ : «فَهَلَا ذَكَرْ تُمُوْنِيْهَا اذًا».

১৯৪। মাহ্মূদ .... মানসূর বিন ইয়াযীদ আল-কাহেলী আল-আসদী (রাযিঃ) হাদীস বর্ণনা করেন। (তিনি বলেন) আমি নাবী ﷺ-এর (সলাতে) উপস্থিত ছিলাম। তিনি কুরআনের কোন আয়াত ছেড়ে দিলেন, যা তাঁরা পাঠ করতেন। নাবী ﷺ-কে বলা হলো অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। নাবী ﷺ বললেনঃ কেন তোমরা সে ক্ষেত্রে আমাকে স্মরণ করে দিলে না।

١٩٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن مرداس ابو عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عيسى ابو خلف الخزار عن يونس عن الحسن عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَاةَ الْقُبْحِ فَسَمِعَ نَفَسًا شَدِيْدًا اَوْ بَهْرًا مِنْ خَلْفِهِ فَلَمَّا قَضَي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ : لِاَبِيْ بَكْرَةَ : «اَنْتَ صَاحِبُ هَذَا النَّفَسِ؟» قَالَ : نَعَمْ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاكَ خَشِيْتُ اَنْ تَفُوْتَنِيْ رَكْعَةً مَعَكَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشِيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «زَادَكَ اللّٰهُ حِرَصًا وَّلَا تَعُدْ صَلِّ مَاَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَ» .

১৯৫। মাহ্‌মূদ .... আবূ বাক্‌রাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ ফজরের সলাত পড়ালেন। তিনি তাঁর পিছন থেকে কঠিন শ্বাস-প্রশ্বাসের অথবা শ্বাস প্রশ্বাসের রুদ্ধতা শুনতে পেলেন। যখন সলাত শেষ করলেন তিনি আবূ বাক্‌রাহ্‌কে বললেন ঃ তুমি এ শ্বাস প্রশ্বাসকারী? আবূ বাক্‌রাহ বললেন, হাঁ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। আমি ভয় করেছিলাম আপনার সাথে আমার এক রাক'আত ছুটে যায়। তাই আমি দ্রুত হেঁটে এসেছি।

নবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার উৎসাহকে বৃদ্ধি করে দিন। পুনরায় কর না, সলাত পড় যা পাও। এবং পূর্ণ কর যা ছুটে গেছে।

١٩٦. حدثنا محمود حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل قال انبأنا ايوب عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهَبِ الثَّقَفِيَّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيْرَةِ فَقِيْلَ هَلْ اَمَّ النَّبِيَّ ﷺ اَحَدٌ غَيْرَ اَبِيْ بَكْرٍ؟ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ ثُمَّ رَكِبْنَا فَاَدْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدْ اُقِيْمَتْ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَصَلِّ بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِيْ الثَّانِيَةِ فَذَهَبْتُ اَوْذَنَهُ فَنَهَانِىْ فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ اَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَنَا .

১৯৬। মাহ্মূদ .... 'আম্‌র বিন ওহাব সাক্বাফী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমরা মুগীরাহ্‌র নিকট ছিলাম। অতঃপর বলা হলো আবূ বাক্‌র ব্যতীত কি কেউ নাবী ﷺ-এর ইমামত করেছে? মুগীরাহ বললেন ঃ আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা আরোহণ করলাম এবং লোকদেরকে পেলাম ইক্বামাতের অবস্থায়। তখন 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ সামনে গেলেন এবং তাদের এক রাক'আত পড়ালেন। যখন তারা দ্বিতীয় রাক'আতে ছিল।

এ অবস্থায় আমি গেলাম। তাঁকে ইঙ্গিত দেয়া হলো। তিনি (নাবী) ﷺ আমাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমরা এক রাক'আত সলাত পড়লাম যা আমরা পেলাম এবং এক রাক'আত পূর্ণ করলাম যা আমাদের ছুটে গিয়েছিল।

١٩٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال انبأنا محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : «مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا» .

১৯৭। মাহ্মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফাজ্‌রের এক রাক'আত পেল। সে ফাজ্‌রের সলাত পূর্ণই পেল। যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেল সে আসরের পূর্ণ সলাতই পেল।

١٩٨. (قال البخاري) تابعه معمر عن نالزهري ورواه عطاء بن يسار وكثير بن سعيد وابو صالح والاعرج وابو رافع ومحمد بن إبراهيم وابن عباس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .

১৯৮। (ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ) তিনি অনুসরণ করেছেন মা'মারের, তিনি যুহুরী হতে .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

١٩٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ

: «مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ» .

১৯৯। মাহমূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পূর্বে আসরের সলাতের এক রাক'আত পেল সে যেন তার সলাতকে পূর্ণ করে নেয়।

٢٢٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال ويروى عن علقمة ونحوه إن قرأ في الأخريين ولم يقرأ في الأوليين اجزأه ويروى ايضا عنهم انهم محوا فاتحة الكتاب من المصحف هذا ولا اختلاف بين اهل الصلاة ان فاتحة الكتاب من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ احق ان تتبع وقال النبي ﷺ : «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ» .

২০০। মাহ্মূদ .... 'আলক্বামাহ হতে বর্ণিত। অনুরূপই যদি শেষ দু' রাক'আতে পড়ে এবং প্রথম দু' রাক'আতে না পড়ে তাহলে জায়েয হবে। তাদের থেকে এটাও বর্ণনা আছে যে, তারা ফাতিহাতুল কিতাবকে পুস্তক থেকে বিলুপ্ত করেছে।

এ ব্যাপারে সলাত সম্পাদনকারীদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই যে ফাতিহাতুল কিতাব আল্লাহর কিতাব এবং রসূল ﷺ-এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এর অনুসরণ অগ্রাধিকার প্রাপ্তির যোগ্য। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ফাতিহাতুল কিতাব। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত।

٢٠١. (قال البخاري) ان اعتل معتل فقال : انما قال النبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَلَمْ يَقُلْ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قِيْلَ لَهُ : قَدْ بَيَّنَ حِيْنَ قَالَ : «اِقْرَأْثُمَّ ارْكَعْ ثُمَّ اسْجُدْ ثُمَّ ارْفَعْ فَاِنَّكَ ان اَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَاِلَّا كَاَنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ» فبين له النبي ﷺ ان في كل ركعت قراءة وركوعا وسجودا وأمره ان يتم صلاته على ما بين له في الركعة الأولى .

২০১। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ অজুহাত পেশকারীরা অজুহাত পেশ করে বলে নাবী ﷺ বলেছেন (ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত সলাত হবে না) এবং তিনি প্রত্যেক রাক'আতের কথা বলেননি।

তাদেরকে বলা হবে ঃ যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। (তুমি পড় অতঃপর রুকূ' কর, তারপর সাজদাহ কর অতঃপর তুমি (মাথা) উঁচু কর অর্থাৎ দাঁড়াও। যদি তুমি এভাবে তোমার সলাতকে পূর্ণ করতে পার তাহলেই তোমার সলাত পূর্ণ হলো। না হলে তোমার সলাত যেন ক্রটিপূর্ণ থেকে গেল।

অতঃপর নাবী ﷺ বর্ণনা করে দিলেন যে, প্রত্যেক রাক'আতে কিরাআত, রুকূ', সাজদাহ রয়েছে এবং তিনি নির্দেশ দিলেন যে তার সলাতকে সে পূর্ণ করবে। যেভাবে প্রথম রাক'আতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

٢٠٢. وقال أبو قتادة كان النبي ﷺ يقرأ في الأربع كلها.

২০২। আবূ ক্বাতাদাহ বলেন ঃ নাবী ﷺ চার রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতেই কিরাআত পাঠ করতেন।

٢٠٣. فإن احتج بحديث عمر رضي الله عنه انه نسي القراءة في ركعة فقرأفي الثانية فاتحة الكتاب مرتين قيل له حديث النبي ﷺ أفسر حين قال : «اِقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ» فجعل النبي ﷺ وسلم القراءة قبل الركوع وليس لأحد ان يجعل القراءة بعد الركوع والسجود خلاف رسول الله ﷺ.

২০৩। যদি তারা 'উমারের হাদীস দ্বারা যুক্তি পেশ করে তিনি প্রথম রাক'আতে কিরাআত ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব দু'বার পড়েছেন। তাদের বলা হবে নাবী ﷺ-এর হাদীস স্পষ্ট ব্যাখ্যা রাখে যেখানে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (পড় অতঃপর রুকূ' কর) অতএব নাবী ﷺ কিরাআত পড়েছেন রুকূ'র পূর্বে এবং কারও জন্য ঠিক হবে না যে নাবী ﷺ-এর বিপরীত রুকূ' ও সাজদাহ্র পরে কিরাআত পড়বে।

٢٠٤. وكان عمر يترك قوله لقول النبي ﷺ فمن اقتدى باالنبي ﷺ كان مقتديا بالنبي ﷺ ومتبعا لعمر وان كان عند عمر رضي الله

عنه فيما ذكر عنه سنة من النبي ﷺ فلم يظهر لنا وبان لنا ان النبي ﷺ امر بالقراءة قبل الركوع فعلينا الاتباع كما ظهر قال الله تعالى (وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا) فلا يكون سجود قبل الركوع ولا ركوع قبل القراءة قال النبي ﷺ : «نَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللّٰهُ بِهٖ» .

২০৪। 'উমার (রাযিঃ) তাঁর কথাকে পরিত্যাগ করেছেন নাবী ﷺ-এর কথার কারণে। আর যে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সাথে ইক্তিদা বা অনুসরণ করল সে নাবী ﷺ-এর মুক্তাদী বা অনুসারী হলো এবং 'উমারেরও অনুগামী হলো।

যদি 'উমার (রাযিঃ)-এর নিকট তাঁর ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হলো নাবী ﷺ থেকে সুন্নাত হতে পারে। কিন্তু সেটা আমাদের জন্য প্রকাশ্য নয়। আমাদের জন্য প্রকাশ্য হলো যে, নাবী ﷺ রুকূ'র পূর্বে কিরাআতের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমাদের জন্য অনুসরণ করা হলো ফরয যেভাবে প্রকাশ্য আছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ (وان تطيعوه تهتدوا) তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তবে সৎপথ পাবে।

অতএব রুকূ'র পূর্বে সাজদাহ হবে না আর কিরাআতের পূর্বে রুকূ'ও হবে না। নাবী (সা) বলেছেন ঃ আমরা শুরু করব সেটা দ্বারা যেটা দ্বারা আল্লাহ শুরু করেছেন।

٢٠٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحي بن فزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .

২০৫. মাহ্‌মূদ ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল সে অবশ্যই সলাতই পেল।

٢٠٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال : انبانا مالك قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلي ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا

২০৬. মাহ্মূদ .... ইবনু শিহাব বলেছেন ঃ সেটা সুন্নাত। মালিক বলেছেন, আমাদের শহরে আহলে ইল্মদেরকে ওটার উপরই পেয়েছি।

٢٠٨. (قال البخاري): وزاد ابن وهب عن يحي بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فقد أدركها قبل ان يقيم الإمام صلبه وأما يحي بن حميد فمجهول لا يعتمد علي حديثه غير معروف بصحة خبره مرفوع وليس هذا مما يحتج به اهل العلم.

২০৮. (ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ) ইবনু ওয়াহ্ব অতিরিক্ত করেছেন। তিনি ইয়াহইয়া বিন হুমায়দ হতে, তিনি কুররা হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি আবূ সালামাহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, "অবশ্য ইমাম তাঁর পিঠকে দাঁড় করানোর পূর্বে পেলে সে সলাত পেল"। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন হুমায়দ অপরিচিত। অপরিচিতের হাদীসের উপর সহীহ নির্ভর করা যায় না। খবর মারফু* আহলে ইলমরা যেটা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি।

٢٠٩. وقد تابع ملك في حديثه عبيد الله بن عمر ويحي بن سعيد وابن الهاد ويونس ومعمر وابن عيينة وشعيب وابن جريج وكذالك قال عراك ابن مالك عن ابي هريرة عن النبي ﷺ، فلوكان من هؤلاء واحد لم يحكم بخلاف يحي بن حميد اوثر ثلاثة عليه فكيف باتفاق من ذكر نا عن ابي سلمة وعراك عن ابي هريرة عن النبي ﷺ وهو خبر مستفيض عند اهل العلم بالحجاز وغيرها وقوله : قبل ان يقيم الامام صلبه لا معنى ولا وجه لزيادته .

---

* মারফু ঃ যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা রসূল ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু হাদীস বলে।

২০৯। আর অবশ্য মালিক তাঁর হাদীসের অনুগামী হয়েছেন, 'উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ, ইবনু হাদ, ইউনুস, মা'মার ইবনু 'উয়াইনাহ, শু'আয়ব এবং ইবনু জুরাইজ। এমনিভাবে ইরাক ইবনু মালিক তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

যদিও এদের মধ্যে কেউ ইয়াহ্ইয়া বিন হুমাইদ এর বিপরীত ফয়সালা না দেয় তবুও তার উপর তিনজনকে প্রাধান্য দেয়া হবে। তাহলে আমাদের আলোচনার মধ্যে কিভাবে একমত হলো। আবূ সালামাহও ইরাক থেকে বর্ণিত। তারা আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

আর এটা হলো খবরে মুস্তাফীয ইরাকের ও অন্যান্য স্থানের আহলে ইলমদের নিকট। আর তার কথা ইমাম তাঁর পিঠকে দাঁড় করাবে। ওর কোন অর্থ নেই। তার অতিরিক্ত বর্ণনার জন্য কোন ব্যাখ্যাও নেই।

٢١٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .

২১০। মাহ্মূদ ...... যুহরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবূ সালামাহ বিন 'আবদুর রহমান সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল অবশ্যই সে সলাত পেল।

٢١١- حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ايوب بن سليمان ابن بلال قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال اخبرني عبيد الله بن عمر ويحي ابن سعيد ويونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ اِلَّا اَنْ يَّقْضِيَ مَا فَاتَهٗ» .

২১১। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল অবশ্যই সে (পূর্ণ সলাত) পেল, কিন্তু যা তার ছুটে গেছে তা সে পূর্ণ করবে।

٢١٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ قال : «مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .

২১২। মাহ্মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত্। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল অবশ্যই সে সলাত পেল।

٢٣١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن مقاتل قال انبأنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبر نا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ اَدْرَكَهَا» .

২১৩। মাহ্মূদ .... যুহরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে আবূ সালামাহ বিন 'আবদুর রহমান সংবাদ দিয়েছেন যে আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল অবশ্যই সে সলাত পেল।

٢١٤. (قال محمد الزهري) ونرى لما بلغنا عن رسول الله ﷺ اَنَّه مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ اَدْرَكَ .

২১৪। (মুহাম্মাদ যুহরী বলেছেন) যেহেতু আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পৌছেছে যে, যে ব্যক্তি জুমু'আর সলাতে এক রাক'আত পেল অবশ্যই সে জুমু'আ পেল।

٢١٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة علي النبي ﷺ مثله .

২১৫। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢١٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن ابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا ومعمر عن الزهري .

২১৬। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ থেকে এটা বর্ণনা করেছেন এবং মা'মার যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন।

٢١٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ» .

২১৭। মাহ্‌মূদ ...... ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবূ সালামাহ সংবাদ দিয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) তাঁকে সংবাদ দিয়ে বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল সে অবশ্যই সলাত পেল।

٢١٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك ابن مالك عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا» .

২১৮। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল অবশ্যই সে সলাত পেল।

٢١٩. (قال البخاري) مع ان الأصول في هذا عن الرسول ﷺ مستغنية عن مذاهب الناس قال الخليل بن احمد : يكثر الكلام ليفهم ويقلل ليحفظ .

২১৯। (ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এবিষয়ে যে রীতিনীতি রয়েছে তা মানুষের তৈরী মাযহাব থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়। খলীল বিন আহমাদ বলেছেন ঃ অধিক কথা বলা হয় বুঝাবার জন্য এবং কম বলা হয় সংরক্ষণের কারণে।

٢٢٠. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَلَمْ يَقُلْ مَنْ اَدْرَكَ الرُّكُوْعَ اَوِ السُّجُوْدَ اَوِ التَّشَهُّدَ.

২২০। তবে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল সে অবশ্যই সলাত পেল। তিনি বলেননি, যে ব্যক্তি রুকূ' পেল সাজদাহ পেল, তাশাহ্হুদ পেল।

٢٢١ـ وَمِمَّا يَدِلُّ عَلَيْهِ قَوْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً .

২২১। এবং এর উপর ভিত্তি করে ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনায় প্রমাণ করে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ এক রাক'আত ভীতির সলাত ফারয্ করেছেন তোমাদের নাবীর যবানীতে।

٢٢٢. وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً فَالَّذِيْ يدرك الركوع والسجود من صلاة الخوف وهي ركعة لم يقم قائما في صلاته أجمع ولم يدرك شيئا من القراءة .

২২২। ইবনু 'আব্বাস বলেছেন ঃ নাবী ﷺ ভীতির সলাত পড়ালেন এগুলি দ্বারা এক রাক'আত এবং এগুলো দ্বারা এক রাক'আত।

অতএব যে ব্যক্তি দ্বীতির সলাতের রুকূ' এবং সাজদাহ্ পেল সেটাই এক রাক'আত। সে তার সলাতে একত্রভাবে দাঁড়িয়ে কিয়াম করতে পারেনি এবং কিরাআতেরও কিছু পায়নি।

٢٢٣. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ وَلَمْ يَخُصَّ صَلَاةً دُوْنَ صَلَاةٍ» .

২২৩। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক ঐ সলাত যাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করা হয় না তা অসম্পূর্ণ। সলাত ব্যতীত সলাতকে খাছ করা হয়নি।

٢٢٤. وقال ابوعبيد يقال اخدجت الناقة اذا اسقطت والسقط ميت لا ينتفع به .

২২৪। আবূ উবাইদ বলেছেন ঃ যখন উটনী অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে আর অসম্পূর্ণ বাচ্চার মৃত্যু হয়, তা কোন উপকারে আসে না, তখন বলা হয় উটনী অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করল।

٢٢٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبأنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ» وَعَنْ مَالِكٍ سَمِعَ أَنَّهُ يَقُوْلُ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرٰى» وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَهِيَ السُّنَّةُ .

২২৫। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। যে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল সে সলাতই পেল এবং মালিক হতে বর্ণিত তিনি শুনেছেন যে, তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র এক রাক'আত পেল, সে যেন অন্য রাক'আত পড়ে নেয়।

ইবনু শিহাব বলেন, এটা সুন্নাত।

٢٢٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة عن لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .

২২৬। মাহ্মূদ .... ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের নাবীর জবানীতে সলাতকে ফরয করে দিয়েছেন (মুকীম) এলাকায় থাকা অবস্থায় চার রাক'আত এবং সফর অবস্থায় দু' রাক'আত এবং ভীতি অবস্থায় এক রাক'আত।

٢٢٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا ابن حرب عن لزبيدي عن الزهري عن ابن عبد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس : (قام النبي ﷺ وقام الناس معه وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا معه وحرسوا اخوانهم واتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا).

২২৭। মাহ্মূদ .... ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। (নবী সাঃ) সলাতে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে লোকেরাও দাঁড়াল। তাঁরা নাবী ﷺ-এর সাথে তাকবীর বললেন। নাবী ﷺ রুকূ' করলেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক রুকূ' করলেন।

অতঃপর নাবী ﷺ সাজদাহ করলেন এবং তাঁরাও তাঁর সাথে সাজদাহ করলেন। তারপর নাবী ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ালেন এবং যারা তাঁর সাথে সাজদাহ করেছিলেন তাঁরাও দাঁড়ালেন এবং তাঁরা তাদের ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। এবং অন্য একটি দল আসল। অতঃপর তাঁরা তাঁর সাথে রুকু ও সাজদাহ করলেন। সকল লোকই সলাতের অবস্থায় ছিল কিন্তু তাঁরা একে অপরকে পাহারা দিলেন।

٢٢٨. (قال البخاري) وكذالك يروى حذيفة وزيد بن ثابت وغير هم ان النبي ﷺ صلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة .

২২৮। (ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ) এমনিভাবে হুযাইফাহ, যায়দ বিন সাবিত এবং অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ সলাত পড়ালেন এবং এগুলি দ্বারা এক রাক'আত এবং ওগুলো দ্বারা এক রাক'আত।

٢٢٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي سلمة عن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي ﷺ بمثله .

২২৯। মাহ্‌মূদ ...... ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٣٠. (قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُخَارِيُّ) وَقَدْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْوِتْرَ رَكْعَةً .

২৩০। (আবূ 'আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন ঃ) নিশ্চয় নাবী ﷺ এক রাক'আত বিতরের নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٣١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنيه يحي بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال اخبرني عمروبن الحرث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن ابن عمر ان النبي ﷺ قال : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰي مَثْنٰي فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ فَلْيُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».

২৩১। মাহ্‌মূদ ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ রাত্রের সলাত দু' রাক'আত দু' রাক'আত করে। অতঃপর যখন সলাত শেষ করার ইচ্ছে করে, সে যেন বিতর এক রাক'আত পড়ে।

٢٣٢. (قال البخاري) وهو فعل اهل المدينة فالذي لا يدرك القيام والقراءة في الوتر صارت صلاته بغير قراءة وقال النبي ﷺ :«لَا صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .

২৩২। (ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ) সেটা মাদীনাহ্‌বাসীর কাজ। আর যে ব্যক্তি বিতরের ক্বিয়াম, কিরাআত পেল না, তার সলাত কিরাআতবিহীন হলো। অথচ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ (ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত সলাত হয় না)।

٢٣٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثني اسمعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال : «اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ» ويروى عن سعيد المقبري عن ابي هريرة عن النبي ﷺ نحوه .

২৩৩। মাহ্‌মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ (যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে তখন তোমরা আমীন বলো।) এমনিভাবে সাঈদ আল-মাকবারী, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهٗ اٰمِيْنَ اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) .

২৩৪। মাহ্‌মূদ ...... ওয়েল বিন হুজর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী ﷺ-কে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে শুনেছি যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলেছেন।

٢٣٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن كثير وقبيصة قالا حدثنا سفيان عن سلمة عن حجر عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهٗ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهٗ.

২৩৫। মাহ্মূদ ..... ওয়েল বিন হুজর নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাসীর বলেছেন رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলেছেন।

٢٣٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمود قال انبأنا ابو داود قال انبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ابا علقمة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «اِذَا قَالَ الْاِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ» .

২৩৬। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলে, তখন তোমরা আমীন বলো।

٢٣٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال وحدثنيه محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن ابي حاتم عن العلاء عن أبيه عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اِذَا قَرَاَ الْاِمَامُ بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَاْ بِهَا وَاسْبِقْهُ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمِيْنَ مَنْ وَافَقَ ذٰلِكَ قَمَنْ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَهُمْ .

২৩৭। মাহ্মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইমাম যখন উম্মুল কুরআন পাঠ করে, তুমিও তখন তা পাঠ কর বরং তুমি তার পূর্বে পাঠ কর। কেননা ইমাম যখন ولا الضالين বলে, (মালায়িকাহ) বা ফেরেশতারা তখন আমীন বলে। যার আমীন (ঐ) ফিরিশতাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ (মুয়াফিক) হবে, তাদের (আমীন) কবুল করা হবে।

٢٣٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابان بن يزيد وهمام بن يحي بن شداد عن يحي بن ابي كثير عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : (كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ

الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَّلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً وَفِيْ الْاٰخِرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ فَكَانَ يَسْمَعُنَا الْاٰيَةَ) .

২৩৮। মাহ্‌মূদ ..... 'আবদুল্লাহ বিন আবূ ক্বাতাদাহ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি (তাঁর পিতা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরে এবং 'আসরের প্রথম দু' রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব এবং একটি সূরা পাঠ করতেন এবং শেষ দু' রাক'আতে উম্মুল কিতাব পাঠ করতেন। আমাদেরকে আয়াত শুনাতেন।

٢٣٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا همام بهذا (قال البخاري) وروى نافع بن ريد قال حدثني يحي بن سليمان المدني عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه : (اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا) ويحي منكر الحديث روى عنه ابو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير ولم يتبين سماعه من زيد ولامن ابن المقبري ولا تقوم به الحجة.

২৩৯। মাহ্‌মূদ .... মূসা বলেছেন ঃ আমাদেরকে হাম্মাম এভাবে হাদীস শুনাতেন।

(ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ) নাফি' বিন যায়দ ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন– (আমাদের সাজদাহ অবস্থায় তোমরা যখন সলাতে আসবে, তখন তোমরাও সাজদাহ করো এবং ওটা কিছুই গণনা করো না) ইয়াহ্ইয়া মুনকারুল হাদীস* তার থকে বানী হাশিমের মাওলা, আবূ সাঈদ এবং আবদুল্লাহ বিন রজায়া বাসরী বর্ণনা করেছেন, এরা সকলে মুনকার। যায়দ থেকে সে স্পষ্ট শুনে বর্ণনা করেনি এবং ইবনু মাকবার থেকেও নয়। এটা দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না।

---

* মুনকার ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী যঈফ বা দুর্বল। যঈফ বা দুর্বল রাবী যদি সিকাহ বা বলিষ্ঠ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করে, তাকে মুনকার হাদীস বলে।

٢٤٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: «ألاأعطيك اذا انت فعلت ذلك غفرلك ذنبك قال تصلي اربع ركعات تقرأ في ركعة فاتحة الكتاب وسورة فذكر صلاة التسبيح .

২৪০। মাহ্মূদ .... ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিবকে বলেছেন ঃ আমি কি আপনাকে (এমন বিষয়) দান করব না। যখন আপনি সে অনুযায়ী কাজ করবেন, আপনার গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তিনি বললেন ঃ চার রাক'আত সলাত পড়বেন, এক রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব ও একটি সূরা পাঠ করবেন। অতঃপর নাবী ﷺ সলাতুত তাসবীহ এর কথা পূর্ণ উল্লেখ করলেন।

٢٤١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن اسمعيل بن أبي خالد عن الحرث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم اهدنا اخاه في حاجته حتى نزلت هذه الاية ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ فأمرنا بالسكوت .

২৪১। মাহ্মূদ ...... যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সলাতের মধ্যে কথা বলতাম, আমাদের কেউ তাঁর ভাইয়ের প্রয়োজনে কথা বলত। এ আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। ﴿حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ﴾ "তোমরা সমস্ত সলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাত। আর আল্লাহর সামনে আদবের সাথে দাঁড়াও"– (সূরা বাকারা ২৩৮)। নাবী ﷺ আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٤٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال عيسى عن اسمعيل عن الحرث بن شيبل عن ابي عمرو الشيباني قال لي زيد بن ارقم وقال البخاري وقال البرء : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ فقرأ في صلاة وروى ابو اسحق عن الحرث سئل علي رضي الله عنه عمن لم يقرأ فقال اتم الركوع والسجود وقضيت صلاتك وقال شعبة لم يسمع ابو اسحق من الحرس الا اربعة ليس هذا فيه ولا تقوم به الحجة .

২৪২। মাহ্‌মূদ ...... আবূ 'আম্‌র আশ-শায়বানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যায়দ বিন আরক্বাম আমাকে বলেছেন। এবং ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ আর বারাআ বলেছেন ঃ জেনে রাখ! আমি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত পড়াচ্ছি। অতঃপর তিনি তাঁর সলাতে কিরাআত পাঠ করলেন।

আবূ ইসহাক হারস হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কিরাআত পাঠ করে না, তার সম্পর্কে 'আলী (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন ঃ রুকূ', সাজদাহ পূর্ণ কর, তাহলেই তুমি তোমার সলাত পূর্ণ করলে।

শু'বাহ বলেছেন ঃ আবূ ইসহাক হারস থেকে শুনেননি। চারটি হাদীস ব্যতীত, আর এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর এটা দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না।

٢٤٣. ويروى عن ابي سلمة صلى عمر رضى الله عنه ولم يقرأ فلم يعده وهو منقطع لا يثبت .

২৪৩। আবূ সালামাহ হতে বর্ণিত আছে। 'উমার (রাযিঃ) সলাত পড়লেন, তাতে পাঠ করেননি। আর তা পুনরায়ও পড়েননি। হাদীসটি মুনকাতে* এবং এর কোন প্রমাণ নেই।

---

* যে হাদীসের রাবীদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি বরং কোন স্তরে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতে হাদীস বলে।

٢٤٤. ويروى عن الأشعرى عن عمر انه اعاد ويروى عن عبد الله بن حنظلة عن عمر انه نسي القراءة في ركعة من المغرب فقرأ في الثانية مرتين .

২৪৪। আল-আশ'আরী হতে বর্ণিত। তিনি 'উমার হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি পুনরায় পড়েছিলেন এবং 'আবদুল্লাহ বিন হান্‌যালাহ হতে বর্ণিত। তিনি 'উমার হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মাগরিবের এক রাক'আতে কিরাআত ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে দু'বার পড়েছেন।

٣٤٥. وحديث ابي قتادة عن النبي ﷺ اشبه انه قرأ في الأربع كلها ولم يدع فاتحة الكتابة .

২৪৫। আবূ ক্বাতাদাহ্‌র হাদীস অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি চার রাক'আতেই পাঠ করেছেন এবং ফাতিহাতুল কিতাবকেও ছাড়েননি।

٣٤٦. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اِنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَحُكْمُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى مُحَمَّدٍ» .

২৪৬। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা কোন ব্যাপারে যা কিছু মতভেদ কর তার ফয়সালা হলো আল্লাহর নিকট এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট।

٢٤٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا اسحق بن» عفر بن محمد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال الأعجر عن ابي امامة بن سهل : رأيت زيد بن ثابت يركع وهو بالبلاط لغير القبلة حتى دخل في الصف وقال وهؤلاء اذا ركع لغير القبلةلم يجزه وقال ابو سعيد كان النبي ﷺ يطيل في الركعة الأولى

وقال بعضهم ليدرك الناس الركعة الأولى ولم يقل يطيل الركوع وليس في الانتظار في الركوع سنة .

২৪৭। মাহ্মূদ .... কাসীর বিন 'আবদুল্লাহ বিন আমর হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে এভাবেই বর্ণনা করেন।

আ'জার বলেছেন, তিনি উমামাহ বিন সাহল থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি যায়দ বিন সাবিতকে কিবলা ব্যতীত রুকূ' করতে দেখেছি। সে সময় তিনি প্রস্তর ফলকের মেঝেতে ছিলেন। এমনকি তিনি সারিতে প্রবেশ করলেন।

এরা সকলে বলেন, কিবলাহ ছাড়া রুকূ' করা হয় তা বৈধ হবে না।

আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ নাবী ﷺ প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন। তাঁদের অনেকে বলেন ঃ লোকদের প্রথম রাক'আত পাওয়ার জন্য দীর্ঘ করতেন। তিনি রুকূ' দীর্ঘ করার কথা বলেননি। রুকূ'তে অপেক্ষা করা সুন্নাত নয়।

٢٤٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنيه عبد الله بن محمد قال حدثنا بشربن السري قال حدثنا معاوية بن ربيعة عن يزيد عن فزعة قال اتيت ابا سعيد الخدري فقال ان صلاة الأولى كانت تقام مع رسول ﷺ فيخرج احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله فيتوضأ ثم يجئ الى المسجد فيجد رسول الله ﷺ قائما في الركعة الأولى .

২৪৮। মাহ্মূদ ...... ফাযা'আহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ খুদরীর নিকট আসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, প্রথম সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দাঁড়ানো হত, আমাদের কেউ বাকী নামক স্থানে চলে যেত।

অতঃপর তিনি তাঁর হাজত পূরণ করতেন। তারপর তিনি তার বাড়ীতে আসতেন এবং অযূ করতেন। অতঃপর তিনি মাসজিদে আসতেন। তারপরও তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রথম রাক'আতে দাঁড়ানো অবস্থায় পেতেন।

٢٤٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول يفضل صلاة الجميع بخمس وعشرين جزاء ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا إن شئتم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ .

২৪৯। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জামা'আতে সলাত পঁচিশ গুণ বিনিময়ের মর্যাদা রাখে। রাত্রের ও দিনের (মালায়িকাহ) ফেরেশতাগণ ফজরের সলাতের সময় একত্রিত হয়।

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ তোমরা ইচ্ছে করলে পাঠ করো ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ "ফজরে কুরআন পাঠ কর। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ উপস্থিতির সময়"– (সূরা বানী ইসরাঈল ৭৮)।

٢٥٠. وتابعه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .

২৫০। তার অনুগামী হয়েছেন মা'মার। তিনি যুহরী হতে, তিনি আবূ সালামাহ ও মুসাইয়্যিব হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন।

٢٥١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبد الله بن اسباط قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله : ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ قال يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.

২৫১। মাহ্‌মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (ফাজ্‌রে কুরআন পাঠ কর, নিশ্চয়ই ফাজ্‌রের কুরআন পাঠ উপস্থিতির সময়) নাবী ﷺ বলেন ঃ তাঁর জন্য রাত্রের মালাইকাহ এবং দিনের মালায়িকাহ্ বা ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য দান করবেন।

٢٥٢. وروى شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة قوله .

২৫২। শু'বাহ বর্ণনা করেন, সুলাইমান হতে, তিনি যাকওয়ান হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে তাঁর কথাকে বর্ণনা করেন।

٢٥٣. وقال علي بن مسهر وحفص والقاسم بن يحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ﷺ.

২৫৩। 'আলী বিন মুসহার, হাফস্ ও কাসেম বিন ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন ঃ এরা আ'মাশ হতে, তিনি আবূ সালেহ হতে, তিনি আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরাহ হতে, তাঁরা নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

(باب لايجهر خلف الإمام بالقراءة)

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত না হওয়া প্রসঙ্গে।

٢٥٤. حدثنا محمود قال البخاري قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا النضر قال انبأنا يونس عن أبي اسحق عن ابي الأحوص عن عبد الله قال قال النبي ﷺ لقوم كانوا يقرؤون القران فيجهرون به «خلطتم على القرآن» وكنا نسلم في الصلاة فقيل لنا ان في الصلاة لشغلا .

২৫৪। মাহ্‌মূদ .... 'আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠকারী কওম সম্পর্কে বলেছেন ঃ (তোমরা কুরআনের উপর

তালগোল পাকিয়ে দিলে)। তাছাড়া আমরা সলাতের মধ্যে সালাম করতাম। আমাদেরকে বলা হলো, সলাত হলো ধ্যান বা মগ্নতা।

٢٥٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا يحي بن يوسف قال انبأنا عبد الله عن أيوب عن أبي قلابة عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : «أَتَقْرَءُوْنَ فِيْ صَلَاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ» فَسَكَتُوْا فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُوْنَ إِنَّ لَنَفْعَلُ قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ نَفْسِهِ» .

২৫৫। মাহ্‌মূদ .... আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ তাঁর সহাবীদেরকে সলাত পড়ালেন। তিনি যখন সলাত শেষ করলেন। তাঁর চেহারা তাঁদের দিকে করলেন, অতঃপর বললেন ঃ (ইমামের পাঠ করা অবস্থায় তোমাদের সলাতে কি তোমরা পাঠ করেছ?) তাঁরা সকলে চুপ থাকল। নাবী ﷺ কথাটা তিনবার বললেন। তারা বললেন ঃ অবশ্যই আমরা করেছি। নাবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা এরূপ করো না। তবে ফাতিহাতুল কিতাব যেন মনে মনে পড়ে।

٢٥٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن أيوب عن ابي قلابة عن النبي ﷺ «لِيُقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» .

২৫৬। মাহ্‌মূদ ...... আবূ কিলাবাহ হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। ফাতিহাতুল কিতাব যেন পড়া হয়।

٢٥٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن اسحق عن مكحول عن محمود

بنْ الربيع عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْغَدَاةِ قَالَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَقَالَ : «اِنِّيْ لَارَاكُمْ تَقْرَؤُنْ خَلْفَ إِمَامَكُمْ؟» قَالَ : قُلْنَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَاِنَّهٗ لَا صَلَاةَ لِمَنْ يَقْرَأْبِهَا» .

২৫৭। মাহ্মূদ ...... 'উবাদাহ্ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ফাজ্‌রের সলাত পড়ালেন। তাঁর উপর কিরাআত পড়া ভারী হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আমি মনে করেছি, তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে পাঠ কর। রাবী বললেন ঃ আমরা বললাম, হাঁ, আল্লাহর রসূল! আমরা পাঠ করেছি। রসূল ﷺ বললেন ঃ উম্মুল কুরআন ব্যতীত কিছুই পাঠ করনা। কেননা যে ব্যক্তি ওটা পড়ে না, তার সলাত হয় না।

٢٥٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا اسحق قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد عن مكحول عن محمود بن الربيع الأنصاري عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «اِنِّيْ اَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ اَرَاءَ إِمَامَكُمْ» قُلْنَا اَيْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَاِنَّهٗ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِهَا» .

২৫৮। মাহ্মূদ ...... 'উবাদাহ্ বিন সাবিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সলাত পড়ালেন। তাঁর উপর কিরাআত পড়া ভারী হয়ে গেল। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বললেন ঃ আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে পাঠ কর।

আমরা বললাম ঃ হাঁ আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! এটা আমরা করি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ উম্মুল কুরআন ব্যতীত আর কিছুই পড় না। কেননা, সূরা ফাতিহা ব্যতীত সলাত হয় না।

٢٥٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن زرارة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى الظُّهْرَ فَلَمَّا قَضٰى قَالَ : «اَيُّكُمْ قَرَاَ» قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ : «لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَجُلًا قَدْ خَالِجَنِيْهَا» .

২৫৯। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ যহুরের সলাত পড়ালেন। অতঃপর যখন সালাম ফিরালেন তখন বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। নাবী ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি জানতে পেরেছি যে কোন ব্যক্তি এর মাধ্যমে আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলেছে।

٢٦٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن قتادة عن زرارة عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ اِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشٰى فَقَالَ : «اَيُّكُمْ قَرَاَ بِسَبِّحْ؟» قَالَ رَجُلًا اَنَا قَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ رَجُلًا خَالِجَنِيْهَا» .

২৬০। মাহ্মূদ .... 'ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ দু'এশার কোন এক এশার সলাত পড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে সাব্বীহ বা সূরা আলা পাঠ করেছ? এক ব্যক্তি বলল আমি। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, কোন ব্যক্তি এর মাধ্যমে আমাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলেছে।

٢٦١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمروبن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَقْرَاُ فِيْهَا فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقَالَ اَبِيْ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ فَاِذَا كُنْتُ خَلْفَ الْاِمَامِ؟ فَاَخَذَ بِيَدَيَّ وَقَالَ يٰافَارِسِيْ اَوْ قَالَ يٰاابْنُ الْفَارِسِيْ اِقْرَاْ فِيْ نَفْسِكَ .

২৬১। মাহ্মূদ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক সলাত যাতে পাঠ করা হয় না, সেটা খেদাজ অসম্পূর্ণ। রাবী আলা বিন 'আবদুর রহমান বলেন ঃ আমার পিতা আবূ হুরাইরাহ্কে বলল ঃ যখন আমি ইমামের পিছনে থাকি? আবূ হুরাইরাহ আমার হাত ধরে বললেন, হে ফারিসী! অথবা বলল, হে ইবনু ফারেসী! তুমি মনে মনে পড়।

(باب من نازع الإمام القراءة فيما جهر لم يؤمر بالإ عادة)

অনুচ্ছেদ ঃ যে ইমামের উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত নিয়ে টানা হেঁচড়া করে তাকে পুনরায় সলাত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি।

٢٦٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : هَلْ قَرَاَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيْ اَنِفًا؟» فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ : «اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْآنَ».

২৬২। মাহ্মূদ ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া সলাত থেকে সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ মাত্র আমার সাথে পড়েছে? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল! অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, তাইতো আমি বলি, আমার কি হলো আমি কুরআনের সাথে ঝগড়া করছি।

٢٦٣. (قال البخاري) وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن عطاء عن موسى في حديثه الطويل عن النبي ﷺ «اذا قرأفانصتوا» ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعامن قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير .

২৬৩। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ সুলাইমান আত্‌-তাইমী ও ‘উমার বিন আমের বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! অতঃপর রসূল (সা) বললেন, তাইতো আমি বলি, আমার কি হলো আমি কুরআনের সাথে ঝগড়া করছি। তাঁরা ক্বাতাদাহ হতে, তিনি ইউনুস বিন জুবাইর হতে, তিনি আতা হতে, তিনি মুসার দীর্ঘ হাদীস হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন (যখন পড়া হয়, তখন চুপ থাকো) সুলাইমান এ অতিরিক্ত ক্বাতাদাহ হতে শুনার কথা উল্লেখ করেননি এবং ক্বাতাদাহ ইউনুস বিন জুবাইর হতে উল্লেখ করেন নাই।

٢٦٤. وروى هشام وسعيد وهمام وأبو عوانة وأبان بن يزيد وعبيدة عن قتادة ولم يذكر وا اذا قرأ فانصتوا ولو صح لكان يحتمل سوى فاتحة الكتاب وان يقرأ فيما يسكت الامام وأما في ترك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث .

২৬৪। হিশাম, সাঈদ, হুমাম, আবূ আওয়ানাহ, ‘আব্বাস বিন ইয়াযীদ ও ‘উবাইদাহ বর্ণনা করেন। তাঁরা ক্বাতাদাহ হতে বর্ণনা করেন, তাঁরা اذاقرأفانصتوا [যখন পড়া হয় তখন চুপ থাকো] উল্লেখ করেননি। ওটা যদি সহীহও হয়, তাহলে ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত বুঝাবে। আর পড়তে হবে, ইমাম যে সাকতা করবে তার মধ্যে। ফাতিহাতুল কিতাব ছেড়ে দেয়ার কথা এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়নি।

٢٦٥. وروى ابو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم او غيره عن أبي صالح عن ابي هريرة عن النبي ﷺ : «اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» زَادَ فِيْهِ «وَاِذَا قَرَاَ فَانْصِتُوْا» .

২৬৫। আবূ খালিদ আহ্‌মার বর্ণনা করেন, তিনি আজলান হতে, তিনি যায়দ বিন আসলাম বা অন্যদের থেকে, তিনি আবূ সালিহ থেকে। তিনি আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। (ইমাম বানানো হয় সম্পন্ন করার জন্য।) এর অতিরিক্ত বর্ণনায় আছে। যখন পড়া হয়, তখন তোমরা চুপ থাকো।

٢٦٦. وروى عبد الله عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة وعن ابن عجلان عن مصعب بن محمد والقعقاع وزيد ابن أسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ .

২৬৬। 'আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি লাইস হতে, তিনি ইবনু আজলান হতে, তিনি আবূ যিনাদ হতে, তিনি আ'রাজ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে এবং ইবনু 'আজলান মুস'আব বিন মুহাম্মাদ, ক্বা'ক্বা' ও যায়দ বিন আসলাম হতে, তাঁরা আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন।

٢٦٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا عثمان قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولم يذكروا «فَانْصِتُوْا» ولا يعرف هذا من صحيح حديث ابن خالد الأحمر قال احمد اراه كان يدلس .

২৬৭। মাহ্মূদ....... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তাঁরা (فَانْصِتُوْا তোমরা চুপ থাক) উল্লেখ করেননি। আর এটা ইবনু খালিদ আহমারের সহীহ হাদীস কিনা জানা যায় না। আহমাদ বলেছেন ঃ আমি মনে করি সে تدليس বা গোপন করত।*

٢٦٨. قال ابو السائب عن أبي هريرة اقرأها في نفسك .

২৬৮। আবূ সায়েব বলেন ঃ তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেন (আবূ হুরাইরাহ বলেছেন) ওটা তুমি মনে মনে পড়।

---

* মুদাল্লিস ঐ হাদীসকে বলে, যার রাবী নিজের উস্তাদকে বাদ দিয়ে তার উপরের রাবী থেকে বর্ণনা করে, যার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু তার থেকে হাদীস শুনে নাই এবং এমন শব্দ ব্যবহার করে যাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সে তার থেকে হাদীস শুনেছে। এ কাজকে তাদলীস বলে, আর যে এ কাজটি করে তাকে মুদাল্লিস বলে।

٢٦٩. وقال عاصم عن ابي صالح عن أبي هريرة اقرأ فيما يجهر .

২৬৯। আসেম বলেন, তিনি সালেহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেন, যে সময় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয়, তখন তুমি পাঠ কর।

٢٧٠. وقال ابو هريرة (كان النبي ﷺ يسكت بين التكبير والقراءة فاذا قرأ في سكتة الامام لم يكن مخالفا) لحديث ابي خالد لانه يقرأ في سكتات الامام فاذا قرأ أنصت .

২৭০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ নবী ﷺ তাকবীর এবং কিরাআতের মধ্যে সাকতা করতেন। যখন ইমামের সাকতার সময় পড়া হবে তখন এটা হাদীসের বিপরীত হবে না।) আবূ খালিদের হাদীস। কেননা ইমামের সাকতার সময় পড়া হবে। আর যখন তিনি পড়বেন তখন চুপ থাকা।

٢٧١. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولم يقل مازاد ابو خالد وكذالك .

২৭১। সুহাইল তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে, আবূ খালেদ যা বৃদ্ধি করেছেন তা তিনি বলেননি এবং এমনিভাবেই।

٢٧٢. روى ابو سلمة وهمام وابو يونس وغير واحد عن ابي هريرة عن النبي ﷺ ولم يتابع ابو خالد في زيادته .

২৭২। আবূ সালামাহ, হুমাম, আবূ ইউনুস এবং আরও অনেকে আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি নাবী ﷺ হতে, আবূ খালিদ তার অতিরিক্ত অনুগামী হননি।

(باب من قرأ في سكتات الامام اذا كبر واذا اراد ان يركع)

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের সাকতার সময় পাঠ করবে। আর তা হল তাকবীরের সময় এবং যখন সে রুকূ' করার ইচ্ছা করবে।

٢٧٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال قلت لسعيد بن جبير اقرأ خلف الامام؟ قال نعم وان سمعت قرنهاءته انهم قد احدثوا مالم يكونوا يصنعون ان السلف كان إذا ام احدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن ان من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ (وأنصتوا) وقال الحكم بن عتيبة ابدره واقرأه .

২৭৩. মাহ্মূদ ..... 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উসমান বিন খাইশাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সাঈদ বিন জুবাইরকে বললাম ঃ ইমামের পিছনে পাঠ করব কি? তিনি বললেন, হাঁ যদিও তুমি তার কিরাআত শুনতে পাও।

কেননা তারা (যুক্তি পেশকারীরা) এমন কতগুলি কথা তৈরি করেছে যা তারা করেননি।

নিশ্চয় সালাফগণ যখন লোকদের ইমামত করতেন, তাকবীর বলতেন। অতঃপর চুপ থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তিনি ধারণা করতেন, যে তার পিছনে রয়েছে সে ফাতিহাতুল কিতাব পড়ে ফেলেছে।

অতঃপর পাঠ করতেন وأنصتوا (এবং তোমরা চুপ থাক) হাকাম বিন উতাইবা বলেছেন দ্রুত কর এবং দ্রুত পড়।

٢٧٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ لِلْاِمَامِ سَكْتَتَانِ فَاغْتَنِمُوْا الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

২৭৪। মাহ্‌মূদ ...... আবূ সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইমামের জন্য দু'টি সাকতা রয়েছে। ফাতিহাতুল কিতাবকে দু'সাকতার মধ্যে তোমরা গণিমত মনে করো।

٢٧٥. وزاد هرون حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه .

২৭৫। হারূন অতিরিক্ত করেছেন ...... আবূ হুরাইরাহ্ হতে আবূ সালামাহ্ বর্ণনা করেন।

٢٧٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ يَا بُنَيَّ اِقْرَؤُوْا فِيْمَا يَسْكُتُ الْاِمَامُ وَاسْكُتُوْا فِيْمَا جَهَرَ وَلَا تَتِمُّ صَلَاةَ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا مَكْتُوبَةً وَمُسْتَحَبَّةً .

২৭৬। মাহ্‌মূদ ..... হিশাম হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হে আমার ছেলে! যে সময় ইমাম চুপ থাকে পাঠ করো এবং চুপ থাকো যে সময় ইমাম উচ্চৈঃস্বরে পড়ে। যে ফরয ও নফল সলাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ হয় না, সে সলাত পূর্ণ হয় না।

٢٧٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ قَالَ تَذَاكَرَ سَمُرَةُ وَعِمْرَانُ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ اَنَّهُ حَفِظَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَيْنِ : سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَاَنْكَرَ عِمْرَانُ فَكَتَبَا اِلَى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِيْ كِتَابِهِ اَوْ فِيْ رَدِّهِ اِلَيْهِمَا حَفِظَ سَمُرَةُ .

২৭৭। মাহ্‌মূদ ...... হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সামুরাহ্ ও 'ইমরান (রাযিঃ) আলোচনা করছিলেন। সামুরাহ বলছিলেন, তিনি নাবী ﷺ থেকে

দু'টি সাকতার কথা মুখস্থ করে রেখেছেন। যখন তাকবীর বলতেন তখন একটি সাকতা এবং যখন কিরাআত থেকে অবসর নিতেন তখন একটি সাকতা।

অতঃপর 'ইমরান অস্বীকার করলেন এবং তাঁরা উভয়েই উবাই বিন কা'ব এর নিকট পত্র লিখলেন, তাঁর পত্রে লেখা ছিল অথবা তিনি তাদের নিকট উত্তর পাঠালেন– "সামুরাহ মুখস্থ করেছে"।

২৭৮. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو الوليد وموسى قالا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَكْتَتَانِ سَكْتَةٌ حِيْنَ يُكَبِّرُ وَسَكْتَةٌ حِيْنَ يُفْرَغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ زَادَ مُوْسٰى فَاَنْكَرَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوْا اِلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ اَنَّ صَدَقَ سَمُرَةُ .

২৭৮। মাহ্মূদ .... সামুরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর দু'টি সাকতা ছিল। যখন তাকবীর বলতেন, তখন একটি সাকতা ছিল। আর যখন কিরাআত থেকে ফারেগ হতেন, তখন একটি সাকতা ছিল। মুছা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'ইমরান বিন হুসাইন অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাঁরা উবাই বিন কা'ব এর নিকট পত্র লিখলেন। উবাই বিন কা'ব উত্তরে লিখলেন, সামুরাহ সত্য বলেছে।

২৭৯. حدثنا محمود قال البخاري قال حدثنا أبو عاصم قال انبأنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ثَلَاثَ قَدْ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ مَا فَعَلَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : كَانَ يُكَبِّرُ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ وَيَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ فِيْ خَفْضٍ وَرَفْعٍ

২৭৯। মাহ্মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনটি বিষয় যা মানুষ বিশুদ্ধরূপে করে, যা রসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন ঃ (১) রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তাকবীর বলতেন। (২) তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে সাকতা করতেন। (৩) এবং আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ চাইতেন এবং তিনি উঁচু ও নিচু হওয়ার সময় তাকবীর দিতেন।

٢٨٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْكُتُ اسْكَاتَةً عَنْ تَكْبِيْرَةٍ تُفْتَتَحُ الصَّلَاةَ .

২৮০। মাহ্‌মূদ .... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ সলাত শুরুর তাকবীর দিয়ে কিছু সময় সাকতা করতেন।

٢٨١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَلَمَّا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ .

২৮১। মাহ্‌মূদ .... মুহাম্মদ বিন 'আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুর রহমান আ'রাজকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবূ হুরাইরাহ্‌র সাথে সলাত পড়েছি। যখন তিনি তাকবীর দিতেন কিছু সময় চুপ থাকতেন, অতঃপর বলতেন ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক।

٢٨٢. (قال البخاري) تابعه معاذ وابو داود عن شعبة .

২৮২। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ মুয়ায ও আবূ দাঊদ তার অনুগামী হয়েছেন, তিনি শোবা হতে বর্ণনা করেন।

٢٨٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء عن أبيه عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : اِذَا قَرَاَ الْاِمَامُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَاقْرَاْبِهَا وَاسْبِقْهُ فَاِنَّ الْاِمَامَ اِذَا قَضَى السُّوْرَةَ قَالَ ﴿غَيْرِ

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ﴾ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمِيْنَ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُكَ قَضَاءَ الْإِمَامِ أُمِّ الْقُرْآنِ كَانَ قَمْنًا أَنْ يُّسْتَجَابَ .

২৮৩। মাহ্‌মূদ........ আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ইমাম উম্মুল কুরআন পাঠ করে, তখন তুমি তা পাঠ কর এবং তুমি তাঁর অগ্রবর্তী হও, কেননা, ইমাম যখন সূরা শেষ করে বলে ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ ফেরেশতাগণ বলেন আমীন। যখন তোমার কথা ইমামের শেষ করার সাথে বা কুরআন শেষ করার সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (তোমার আমীন) কবুল করা হবে।

٢٨٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا معقل بن مالك قال حدثنا ابو عوانة عن محمد بن اسحق عن عبد الرحمن الأعرج عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ رُكُوْعًا لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةَ .

২৮৪। মাহ্‌মূদ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন লোকেরা রুকূ‘ পায়, ঐ রাক‘আতকে তখন গণনা করা হবে না।

(باب القراءة في الظهر في الأربع كلها)

অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের চার রাক‘আতের সব রাক‘আতেই কিরাআত পাঠ।

٢٨٥. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال وقال اسمعيل حدثني مالك بن انس عَنْ أَبِيْ نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ.

২৮৫। মাহ্‌মূদ ...... আবূ নাঈম ওয়াহ্‌ব বিন কাইসান হতে বর্ণিত যে, তিনি জাবির বিন ‘আবদুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক রাক‘আত সলাত পড়ল তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করল না, তার সলাত হল না, তবে ইমামের পিছনে থাকলে স্বতন্ত্র ব্যাপার।

٢٨٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو عاصم عن الأوزاعي قال حدثنا يحي بن ابي كثير عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً وَفِيْ الْعَصْرِ مِثْلَ ذٰلِكَ» .

২৮৬। মাহ্মূদ ...... 'আবদুল্লাহ বিন আবূ ক্বাতাদাহ হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ যহুরের দু'রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব ও একটি সূরা পাঠ করতেন এবং আসরও এভাবে পড়তেন।

٢٨٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰه يَقُوْلُ يَقْرَأُ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَّلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً سُوْرَةً وَفِيْ الْاُخْرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهٗ لَا تَجْزِئْ صَلَاةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

২৮৭। মাহ্মূদ ...... ইয়াযীদ আল-ফাকীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির বিন 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, প্রথম দু' রাক'আতে তিনি ফাতিহাতুল কিতাব ও সূরা পাঠ করতেন এবং শেষ দু' রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব পড়তেন। আর আমরা বর্ণনা করতাম ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত সলাত যথেষ্ট হবে না।

٢٨٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحي عَنْ عَبْدِ اللّٰه بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْه : (اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ فِيْ الْاَوَّلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاَخِرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ وَيَطُوْلَ فِيْ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَالَا يُطِيْلُ فِيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ) .

২৮৮। মাহ্মূদ .... 'আবদুল্লাহ বিন আবূ ক্বাতাদাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ যুহরের প্রথম দু'রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাব ও দু'টি সূরা পাঠ করতেন এবং শেষ দু' রাক'আতে উম্মুল কিতাব পাঠ করতেন এবং আমাদেরকে আয়াত শুনাতেন এবং প্রথম রাক'আত যত দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাক'আত তত দীর্ঘ করতেন না। এমনিভাবে তিনি আসরেও করতেন। এমনিভাবে তিনি ফজরেও করতেন।

٢٨٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن سعيد بن جبير عن أبي عبيد عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ فِيْ الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ .

২৮৯। মাহ্মূদ ..... আনাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, নাবী ﷺ যুহরে ﴿بِسَبِّحِ اسْمَ﴾ সূরা আলা পাঠ করতেন।

٢٩٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا مسكين بن عبد الغزيز قال حدثنا المثني الأحمر قال حدثنى عَبْبُ الْعَزِيْزِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ مِقْدَارِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ نَضرَ بْنَ اَنَسٍ اَوْ اَحَدًا بَنِيْهِ نُصَلِّيْ بِنَا الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَقَرَاَ وَالْمُرْسَلَاتِ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ .

২৯০। মাহ্মূদ ..... 'আবদুল 'আযীয বিন কাইস বলেন ঃ আমরা আনাস বিন মালিকের নিকট আসলাম। তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

অতঃপর নযর বিন আনাস অথবা তাঁর কোন ছেলেকে তিনি নির্দেশ দিলেন আমাদেরকে যুহর বা 'আসরের সলাত পড়াতে। তিনি সূরা মুরসলাত ও আম্মা ইয়াতাসা আলুন (সূরা নাবা) পাঠ করলেন।

٢٩١. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن جبير قال حدثني ابو عوانة عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «قَرَاَفِيْ الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى» .

২৯১। মাহ্‌মূদ ..... আনাস হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ যুহরের সলাতে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) সূরা আ'লা পাঠ করেছেন।

٢٩٢. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب عن خارجه بن زيد قال حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِيْ الظُّهْرِ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَدْ اَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ اِلَّا وَهُوَ يَقْرَأُ .

২৯২। মাহ্‌মূদ .... যায়দ বিন সাবিত বলেন ঃ নাবী ﷺ যুহরে কিরাআত পাঠ করা দীর্ঘ করতেন এবং তাঁর দু'ঠোঁটকে নাড়াতেন। আমি অধিক অবগত যে, তিনি তাঁর দু'ঠোঁটকে পাঠ করা ব্যতীত নাড়াতেন না।

٢٩٣. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن أبي الصديق الناجي عَنْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَّلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً وَقِيَامَهٗ فِيْ الْاَخِرَيَيْنِ عَلٰى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهٗ فِيْ الْعَصْرِ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَّلَيَيْنِ عَلٰى قَدْرِ الْاَخِرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْاٰخِرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ

২৯৩। মাহ্‌মূদ ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূল ﷺ-এর যুহরের ও 'আসরের কিয়াম অনুমান করেছি। যুহরের

প্রথম দু' রাক'আতে কিয়ামের পরিমাণ ছিল ত্রিশ আয়াত পাঠ করার সমান। এবং যুহরের শেষ দু' রাক'আতের কিয়াম ছিল ওটার অর্ধেক এবং 'আসরের প্রথম দু' রাক'আতের কিয়ামের পরিমাণ, আমরা অনুমান করেছি, তা ছিল যুহরের শেষ দু' রাক'আতের পরিমাণ এবং আসরের শেষ দু' রাক'আতের পরিমাণ ছিল ওটার অর্ধেক।

٢٩٤. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال انبأنا ابو الزاهرية قال حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَفِيْ كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ .

২৯৪। মাহ্মূদ......... কাসীর বিন মুর্‌রাহ আবুদ দারদাকে বলতে শুনেছেন ঃ নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো প্রত্যেক সালাতেই কি কিরাআত আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

٢٩٥. حدثنا محمود قال حدثناالبخاري قال حدثنا عمربن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة عَنْ اَبِيْ مَعْمَرَ قَالَ سَاَلْنَا خَبَّابًا : (اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِاَيِّ شَيْئٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ؟ قَالَ بِاِضْطِرَابِ الْحِيَتِهٖ) .

২৯৫। মাহ্মূদ .... আবূ মা'মার কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা খাববাব-কে জিজ্ঞেস করেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ কি যুহরে ও 'আসরে পাঠ করতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমরা বললাম কোন্ জিনিসের মাধ্যমে আপনারা জানতেন? তিনি বললেন ঃ তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে।

٢٩٦. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا حماد عن سماك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : (كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ) .

২৯৬। মাহ্মূদ........ জাবির বিন সামুরাহ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরে ও 'আসরে সূরা তারেক, সূরা বুরুজ এবং এ ধরনের সূরাসমূহ পাঠ করতেন।

٢٩٧. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب عن خارجة بن زيد قال حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ : (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَدْ اَعْلَمُ اَنَّهُ لا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ اِلَّا وَهُوَ يَقْرَأُ) .

২৯৭। মাহ্মূদ .... যায়দ বিন সাবিত বলেন ঃ নাবী ﷺ যুহরে ও আসরে কিরাআত পড়া দীর্ঘ করতেন এবং তাঁর দু' ঠোঁট নাড়াতেন। অবশ্য আমি অধিক অবগত যে, তিনি কিরাআত পড়া ব্যতীত তাঁর দু' ঠোঁট নাড়াতেন না।

٢٩٨. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي بن هشام قال حدثني ايوب بن جابر عن هلال بن المنذر عن عدي بن حاتم : (صَلَّى لَنَا الظُّهْرَ فَقَرَاَ بِالنَّجْمِ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ثُمَّ قَالَ : مَا آلو اَنْ اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنَّ هَذَا كَذَّابٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِيْ الْخُتَارَ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ بِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ .

২৯৮। মাহ্মূদ .... হেলাল বিন মুনযির হতে বর্ণিত। তিনি আদী বিন হাতেম হতে বর্ণনা করেন। 'আদী আমাদের যুহরের সলাত পড়ালেন, তিনি সলাতে সূরা নাজম, সূরা তারেক পড়লেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে নিয়ে যে সলাত আদায় করলাম, নাবী ﷺ-এর সলাতের সঙ্গে এর চেয়ে বেশি সাদৃশ্য হতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুখতার কায্যাব (মিথ্যাবাদী), তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি এ ঘটনার তিনদিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

٢٩٩. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

২৯৯। মাহ্মূদ .... 'উবাদাহ্ বিন সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর দ্বারা পৌঁছিয়ে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করল না, তার সলাত হলো না।

٣٠٠. حدثنا محمود قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن علي بياع الانماط عن أبي عثمان عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : (اَمَرَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اُنَادِيْ لَا صَلَاةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) .

৩০০। মাহ্মূদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ ইমাম বুখারী আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন ...... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে নাবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন ডেকে বলি, ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত সলাত হয় না।

সবশেষ আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা এবং
নবী ﷺ-এর উপর শত-কোটি দরূদ ও সালাম